পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 149 Wednesday, 30 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৪৯ সংখ্যা ✱ ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা সঙ্গে চার পাতার বিশেষ সংখ্যা✱ মূল্য– ৩ টাকা

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পেগাসাস ব্যবহার ভুল নয়', পহেলগাঁও আবহে 'সুপ্রিম' মন্তব্যে স্বস্তি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ জাতীয় নিরাপত্তার কারণে পেগাসাসের ব্যবহার মোটেও ভুল নয়, এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, পেগাসাস সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না কারণ সেটি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জ।তি। পহেলগাঁও হামলার কথা মাথায় রেখে শীর্ষ আদালতের মত, নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি সতর্ক থাকা দরকার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ বলে, বর্তমানে আমরা যে অবস্থার মধ্যে রয়েছি, তাতে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। কোনও দেশ যদি আ।।পাতার সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাহলে ভুলটা কোথায়? স্পাইওয়্যার ব্যবহারে কোনও সমস্যা নেই। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আপোস করা যায় না। তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সফটওয়্যার কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। যদি আমজনতা বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সফটওয়্যার ব্যবহার হয় তাহলে অবশ্যই সেটা খতিয়ে দেখা হবে। তিনি আরও জানান, পেগাস্যাস সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না কারণ তার সঙ্গে দেশের সুরক্ষা জ।তি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি জানতে চান তিনি নজরদারির আওতায় প।ছেন কিনা, সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে পেগাসাস রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরই উত্তাল হয়ে ওঠে জাতীয় রাজনীতি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করে, পেগাসাস নামের এই ইজরায়েলি সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, শিল্পপতি এমনকী সরকারি আমলাদের উপরও নজরদারি চালাচ্ছে কেং।দ্র। ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, কেং।দ্রের টার্গেটে ছিলেন রাহুল গান্ধী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত কিশোর, রাকেশ আস্তানা, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসার মতো ব্যক্তিত্বরা। উল্লেখ্য, পেগাসাস স্পাইওয়্যার তৈরি করেছে ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও গ্রুপ। এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির মোবাইল ফোনে থাকা মেসেজ, ইমেল, ছবিতে গোপনে প্রবেশ করতে পারে নজরদারি কর্তৃপক্ষ। এমনকী এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির লোকেশন ট্র্যাক করা যায় এবং ফোনকলে আড়ি পাতাও সম্ভব হয়। অত্যন্ত শক্তিশালী এই স্পাইওয়্যার দিয়ে ওই ব্যক্তির অজ্ঞাতেই তাঁর ফোন ক্যামেরায় ছবি তোলা বা ভিডিও করা যায়। এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। তবে এদিন সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যে স্বস্তি পাবে কেন্দ্র। সওয়াল চলাকালীন কেন্দ্রের সলিসিটির জেনারেল তুষার মেহতা প্রশ্ন করেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পেগাসাস ব্যবহারে কী সমস্যা? জঙ্গিদের আবার গোপনীয়তার অধিকার আছে নাকি? এই প্রশ্নের পক্ষেই এদিন মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন মমতা, উড়ল ধ্বজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ হাতে মাত্র আর কয়েকঘণ্টা। বুধে অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে দ্বারোদঘাটন হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। তার আগে মঙ্গলবার পূর্বসূচি অনুযায়ী মহাযজ্ঞে শামিল হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণাহুতি দিলেন তিনি। নিজের হাতে করলেন আরতি। উড়ল ধ্বজাও। গত রবিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে পুরীর নিয়মে দিঘায় জগন্নাথ দেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শুরু হয় আচার-অনুষ্ঠান। সোমবার শুরু হয়েছে পুজোপাঠ ও হোমযজ্ঞ। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের সামনে হোমযজ্ঞ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী আটচালা ঘর। পুরীর মন্দির থেকে ৫৭ জন জগন্নাথদেবের সেবক এবং ইসকন থেকে ১৭ জন সাধু তাতে শামিল হয়েছেন। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘায় পৌঁছন। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আজ, ২৯ এপ্রিল বিশ্বশান্তির জন্য হয় মহাযজ্ঞ। ১০০ কুইন্টাল আম ও বেলকাঠ এবং ২ কুইন্টাল ঘি পোড়ানো হয়। এদিন মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের হাতে আরতিও করেন। বললেন, মা-মাটি- মানুষের জন্য পুজো দিয়েছেন। মমতার কথায়, মা-মাটি-মানুষ ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকব।

সূচি অনুযায়ী আগামিকাল ৩০ এপ্রিল, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিধান অনুযায়ী তা করবেন পুরীর রাজেশ দৈতাপতি। মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে জেলা, রাজ্য, প্রতিবেশী রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী যাবেন সৈকত শহর দিঘায়। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। যাঁরা মন্দির দর্শনে যাবেন, তাঁরা ওল্ড দিঘা থেকে ১১৬ বি জাতীয় সড়ক ধরে তিন কিলোমিটার হেঁটে মন্দিরে পৌঁছতে পারবেন। নিউ দিঘা বাস ডিপো থেকে আসবেন তাঁরাও, ১১৬ বি জাতীয় সড়ক ধরে শনিমন্দিরের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে। আজ কলকাতা থেকে রওনা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০০, ২০০ টাকার নোট নিয়ে বড় ঘোষণা আরবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেলে 'ছোট' নোট অনেক সময়ই মেলে না। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় গ্রাহকদের। কিন্তু এবার সম্ভবত সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। সমস্ত ব্যাঙ্ককে এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছে আরবিআই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই নির্দেশের পর মনে করা হচ্ছে, এবার হয়তো ছবিটা বদলাবে। যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে ১০০ ও ২০০ টাকার নোট এটিএমে যাতে ঠিকমতো লভ্য থাকে সেবিষয়ে পদক্ষেপ করতে। এর জন্য ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ওই সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি এটিএমের অন্তত ৭৫ শতাংশের ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটি ক্যাসেটে ১০০ ও ২০০ টাকার নোট রাখতে হবে। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে তা ৯০ শতাংশ এটিএমের ক্ষেত্রে লভ্য হতে হবে। এদিকে আগামী মাস থেকে বাড়বে এটিএম থেকে টাকা তোলার খরচ। তবে সেটা 'ফ্রি ট্র্যানজাকশন লিমিট' পেরনোর পরই। এতদিন পর্যন্ত সেই লিমিট পেরলে প্রতিটি লেনদেনে ২১ টাকা খরচ গুনতে হয়। এখন তা আরও বেড়ে হবে ২৩ টাকা। যাঁরা সারা মাসে বহুবার এটিএম থেকে টাকা তোলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই খরচ বৃদ্ধি সমস্যা সৃষ্টি করবে, তা বলাই যায়।এছাড়া ব্যাঙ্ক জালিয়াতি রুখতে ব্যাঙ্কগুলি পজিটিভ পে সিস্টেম চালু করেছে সম্প্রতি। এর ফলে ৫০,০০০ টাকার বেশি মূল্যের চেক ইস্যু করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের চেক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে হবে।

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে

আজ ফের হাইপ্রোফাইল বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে কী জবাব দেবে ভারত? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে গোটা ভারতে? এই আবহে বুধবার ফের হাইপ্রোফাইল বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান প্রমুখ। গত সপ্তাহে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর নিরাপত্তা প্রস্তুতি পর্যালোচনায় দ্বিতীয়বার বৈঠক বসছেন মোদি। এরপরই কি বহু প্রতীক্ষিত প্রত্যাঘাত? জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বৈঠকে বসবে। এরপর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি এবং রাজনৈতিক বিষযক্ মন্ত্রিসভার কমিটি প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বৈঠক করবে। পহেলগাঁও পরবর্তী উত্তেজক আবহাওয়ায় এই বৈঠকে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, অজিত ডোভাল, অনিল চৌহানের পাশাপাশি পর্যটনমন্ত্রী নীতিন গড়করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমণও থাকতে পারেন। এই বৈঠকে শেষে মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটির আলাদা করে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। এদিনের সবকটি বৈঠক শেষে বড় সিদ্ধান্ত হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। তা কি সরাসরি পাকিস্তানে হামলা? এখনও স্পষ্ট নয়। ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয়কে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। এরপরেই ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। প্রাথমিক প্রত্যাঘাত হিসাবে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। ফেরানো হচ্ছে পাক নাগরিকদের। বন্ধ করা হচ্ছে পাক টুইটার অ্যাকাউন্ট , ইউটিউব চ্যানেল। যদিও এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের মতো বড় ঘোষণা করেনি কেন্দ্র।

স্বাভাবিক সুবিচার খর্ব হয়েছে' ঃ চোকসি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ বেলজিয়াম আদালতে ধাক্কা খেয়েই ফের নতুন করে আবেদন করলেন মেহুল চোকসি। পলাতক হিরে ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁর স্বাভাবিক সুবিচারের অধিকার খর্ব করেছে বেলজিয়াম প্রশাসন। তাই দ্রুত জামিন চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন চোকসি। তবে সেই আবেদন নিয়ে এখনও শুনানি হয়নি বেলজিয়ামের আদালতে।চলতি মাসেই বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হন ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী। তাঁকে ফেরাতে চেয়ে প্রত্যর্পণের অনুরোধও জানিয়েছে ভারত। কিন্তু গ্রেপ্তারির পর থেকেই একের পর এক আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন চোকসি। প্রথমে তাঁর দাবি ছিল, যেহেতু তিনি অসুস্থ তাই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর অনুমতি দেওয়া হোক। প্রয়োজন পড়লে তিনি জিপিএস ট্র্যাকারও শরীরে লাগাতে পারেন। তবে সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ৭৫ কোটি টাকা আদায়! আদালতে হাজিরা 'কালীঘাট কাকু'র সহযোগী বিজেপি নেতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অবশেষে আদালতে উপস্থিত হলেন 'কালীঘাট কাকু'র সহযোগী বিজেপি নেতা অরুণ হাজরা ওরফে চিনু। মঙ্গলবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তিনি হাজিরা দেন। সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম থাকা অরুণ হাজরার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা আদায় করে তা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের হাতে তুলে দিলেন। সেই অঙ্ক প্রায় ৭৫ কোটি টাকা! এদিন আদালতে বিচারক অরুণ হাজরাকে নিয়ে সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চান। তাতেই এসব তথ্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে, মঙ্গলবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিউটাউনে সিবিআই অফিসে হাজিরা দিলেন কেলেঙ্কারির অন্যতম 'বিভাস অধিকারী। 'কালীঘাট কাকু'কে হেফাজতে রেখে জেরার সময়ে বিজেপি নেতা অরুণ হাজরা ওরফে চিনুর নাম উঠে আসে। সিবিআই জানতে পারে, চাকরি দেওয়ার নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কাজ করতেন তিনি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জশিটে সিবিআই সে কথাই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, সবমিলিয়ে মোট ৭৫ কোটি টাকা সুজয়কৃষ্ণর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সহযোগী চিনু। তিনি আবার একা কাজ করতেন না। তাঁর বেশ কয়েকজন 'সঙ্গীও ছিল। প্রাথমিকের পাশাপাশি এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের থেকেও তাঁরা টাকা আদায় করতেন। এই মামলায় এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন 'কালীঘাট কাকু' তথা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। অসুস্থতার কারণে ৩০ মে পর্যন্ত তাঁর জামিনের মেয়াদ বেড়েছে। তার মাঝেই তাঁর সহযোগী অরুণ হাজরা ওরফে চিনুকে একাধিকবার সিবিআই আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল।

আদালতের বাইরে বিকাশরঞ্জনকে 'হেনস্তা'য় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ এসএসসি বিক্ষোভের জেরে আদালতের বাইরে আইনজীবীদের হেনস্তার অভিযোগ উঠল। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও তার শিকার থেকে বাদ যান নি। তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে। এই ঘটনায় এবার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল কলকাতা হাই কোর্ট। তিন বিচারপতি - অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে এই মামলা দায়ের হয়েছে। এদিনই নতুন বেঞ্চের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে আজ এই বেঞ্চ বসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। অভিযোগ, কলকাতা হাই কোর্টে এসএসসি সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান আদালতের বাইরে। বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তাঁকে লক্ষ্য করে প্লাস্টিক বোতল, চায়ের ভাঁড় ছোঁড়া হয়। এই বিক্ষোভের মাঝে পড়েন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। তাঁর সঙ্গে বচসা হয় বিক্ষোভকারীদের। আরও অভিযোগ, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর উদ্দেশেও কটূ মন্তব্য করেছিলেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এনিয়ে পরে চূড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, যাঁরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছেন, তাঁদের ঘিরেই বিক্ষোভ কাম্য নয়। সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই ঘটনায় আদালত অবমাননার মামলা করতে চেয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কয়েকজন আইনজীবী। সোমবার প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। ভৎর্সনা করে জানানো হয়, যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করতেই হবে। এরপর মঙ্গলবারই হাই কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল।

বৈসরনে খাবারের দোকানে লুকিয়ে ছিল ২ জঙ্গি, পর্যটকরা খেতে যেতেই শুরু হত্যালীলা!

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ মৃত্যু যে ওত পেতে রয়েছে খাবারের দোকানে তা কে জানত! দুপুর আড়াইটে নাগাদ বৈসরনে ওই খাবারের দোকানের পিছনে লুকিয়ে ছিল দুই জঙ্গি। পর্যটকদের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা। নিরীহ পর্যটকরা সেখানে আসতেই ধর্ম জানতে চায়। পরের এক মিনিটের মধ্যে চার জনকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। এভাবেই ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ২৬ জনকে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানিয়েছেন এনআইএর তদন্তকারীরা। শুরুতে মনে করা হচ্ছিল যে মঙ্গলবার বৈসরনে ঝটিকা আক্রমণ চালায় জঙ্গিরা। উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে এসে অতর্কিতে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। দ্রুত কাজ সেরে পাইন বনে উধাও হয় তারা। যদিও তদন্ত অন্য কথা জানা যাচ্ছে। যেমন, এলোপাথাড়ি গুলি চালায়নি জঙ্গিরা। ঠান্ডা মাথায় অপরেশন চালায় তারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ থেকে পর্যটকদের গুলি করা হয়। আগেই একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে আসছিল, পহেলগাঁওয়ের বেশ কিছু হোটেলে রেকি করা হয়েছিল। যদিও তদন্তকারী সংস্থা এখনও এই

বিষয়ে নিশ্চিত করেনি। তবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেছে এনআইএ। কাজে আসছে হত্যাকাণ্ডের সময়ের একাধিক ভিডিও। পহেলগাঁও কাণ্ডে তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন বৈসরন উপত্যকার এক ' অপারেটর'। হামলায় তাঁর পরোক্ষ কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। প্রাণ যায় ২৬ জনের। অপারেশন চলাকালীন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের কাছে ছিল এনক্রিপ্টেড রেডিও ডিভাইস। যার মাধ্যমে অফলাইনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল হত্যালালী চলাকালীনও। মনে করা হচ্ছে, কখন ভারতীয় সেনা কোথায় থাকছে, কোথায় তাদের ঘাঁটি আছে, কখন সেখানে পাহারা বদল হয়, সব খুঁটিনাটি তথ্য ওই ছ'জনকে দিয়েছিল আইএসআই। আরও জানা গিয়েছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্য ভারতে নিষিদ্ধ কয়েকটি চিনা অ্যাপও ব্যবহার করত জঙ্গিরা।

আজ চারধাম যাত্রার সূচনা, হরিদ্বার থেকে রওনা পুণ্যার্থীদের প্রথম দল

হরিদ্বার, ২৯ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অভিশেষে বুধবার, ৩০ মে শুরু হতে চলেছে এই বছরের চারধাম যাত্রা। আগামীকাল পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা। তার আগে মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে চারধাম যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হল পুণ্যার্থীদের প্রথম দল। আজ,বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া, পবিত্র এই দিনেই উন্মুক্ত হতে চলেছে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা। এরপর ২ মে কেদারনাথ ও ৪ মে পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হতে চলেছে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরগুলি।

পাকিস্তানপন্থী কংগ্রেসের মুখোশ আবারও উন্মোচিতঃ অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তানপন্থী কংগ্রেসের মুখোশ আবারও উন্মোচিত হয়েছে। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার মন্তব্যের সমালোচনা করে মঙ্গলবার অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, কংগ্রেস কেন পাকিস্তানকে সমর্থন করছে? ভারতীয়দের রক্তপাত দেখে কি তাঁদের রাগ না? তাদের নেতা এবং প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সাইফুদ্দিন সোজ আমাদের অনুরোধ করেন, পাকিস্তান যখন বলে যে তারা হামলায় জড়িত নয়, তখন তাদের কথা শুনতে এবং পাকিস্তানে জলের প্রবাহ বন্ধ না করতে। কংগ্রেস কার পাশে দাঁড়িয়ে আছে? ভারত না পাকিস্তান? এমনকি ভারত যখন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায় তখনও কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছিল। খুব অল্প সময় কেটে গেছে এবং কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ভারতকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া শুরু করেছে। পাকিস্তানপন্থী কংগ্রেসের মুখোশ আবারও উন্মোচিত হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা সব ধরণের বিবৃতি দিচ্ছেন এবং দলীয় নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ তাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। জঙ্গলমহল, বিমানবন্দর, স্পর্শকাতর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজে তাদের ব্যবহার করায় বর্তমানে দুই হাজার ৯৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে পুলিশ ডিরেক্টরের কে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য নির্বাচন সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা দিতে ব্যবহার করার জন্য বাহিনীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাদের খরচের ভার রাজ্য সরকারকে নিতে হয়।

শোরুমের আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা মলে

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ালো মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায়। শোরুমের আগুন ছড়িয়ে পড়ল প্রায় গোটা শপিং মলে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় ক্রোমা শোরুমে আগুন লাগে। ১৫টি ইঞ্জিন নিয়ে আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহতও হননি।এনসিপি নেতা জিশান সিদ্দিক বলেছেন, বেসমেন্টে থাকা একটি ইলেকট্রনিক্স

নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি দেশের যুবসমাজের ভবিষ্য গঠন করবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি দেশের যুবসমাজের ভবিষ্য গঠন করবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত যুগম কনক্লেভে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ সরকার, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ এখানে এত বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত এই ঐক্য, এই আত্মবিশ্বাসকেই আমরা যুগম বলি। এমন একটি যুগম যেখানে বিকশিত ভারতের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশীদাররা সংযুক্ত এবং একত্রিত হয়। আমি নিশ্চিত, এই অনুষ্ঠানটি ভারতের উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং বিশ্বব্যাপী উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তা আরও জোরদার করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দেশে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী মানদণ্ডের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো, শিক্ষণ উপকরণ এবং প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ই-বিদ্যা এবং দীক্ষা প্ল্যাটফর্মের অধীনে, '১ দেশ, ১ ডিজিটাল শিক্ষা পরিকাঠামো' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।অন্যদিকে ভবিষ্যতের প্রতিটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় নিশ্চিত করতে হবে। আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত যুগম কনক্লেভে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা ভারতে এআই-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছি এবং আমাদের লক্ষ্য হল ভারতের জন্য এআই-কে কার্যকর করা। এই বছরের বাজেটে, আমরা আইআইটিগুলিতে আসন সংখ্যা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আইআইটি এবং এইমস-এর সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি মেডিটেক (চিকিৎসা প্রযুক্তি) কোর্স শুরু করা হয়েছে। আমাদের এই যাত্রা সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, ভবিষ্যতের প্রতিটি প্রযুক্তির জন্য ভারত যেন বিশ্বের সেরাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমরা বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের জন্য আগামী পঁচিশ বছরের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছি। আমাদের কাছে সময় সীমিত এবং লক্ষ্যগুলিও বিশাল। আমি বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলছি না। অতএব, আমাদের ধারণার প্রোটোটাইপ থেকে পণ্য পর্যন্ত যাত্রা যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা ল্যাব থেকে বাজারের দূরত্ব কমিয়ে আনি, তখন গবেষণার ফলাফল দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত দশকে বিশ্বের শীর্ষ ৫০০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমাদের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে ক্যাম্পাস খুলছে। আইআইটি দিল্লি ইন্দোনেশিয়ায় একটি ক্যাম্পাস খুলেছে, তানজানিয়ায় আইআইটি মাদ্রাজ এবং দুবাইতে আইআইএম আহমেদাবাদের একটি ক্যাম্পাস খোলার প্রস্তুতি চলছে। কেবল আমাদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিই নয়, শীর্ষস্থানীয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিও ভারতে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ভারত-পাক সীমান্তে ভয়ের পরিবেশ! বাঙ্কারের দাবি পড়ুয়াদের, আতঙ্কেই চলছে পড়াশোনা

পুঞ্চ, ২৯ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন। বিগত ৫ দিন ধরে প্রতিদিনই রাত হলেই গুলিবর্ষণ করছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এমতাবস্থায় সীমান্তবর্তী এলাকায় বাঙ্কারের দাবি জানালেন পড়ুয়ারা। আতঙ্কের মধ্যেই চলছে পড়াশোনা।ভারত-পাকিস্তান সীমান্তরবর্তী নিযন্ত্রণ রেখার কাছে অবস্থিত ফকির দারার মিডল স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণের কারণে বাঙ্কার নির্মাণ অথবা স্কুলটিকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছেন। একজন শিক্ষক বলেছেন, এটি ভারতের শেষ স্কুল। কাছেই একটি বাণিজ্য কেন্দ্র আছে, আর পাকিস্তান মাত্র অল্প দূরে। যখনই পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং গোলাগুলি হয়, তখনই আমাদের স্কুল নিশানায় পরিণত হয়। গোলাগুলির কারণে আমাদের জানালা এবং দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, স্কুল তখন বন্ধ থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গোলাগুলির সময় আমাদের কোনও নিরাপদ স্থান থাকে না। যদি আমাদের একটি বাঙ্কার দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বাচ্চাদের এবং নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারব।

লরেটো কলেজে স্ক্রিপ্ট রাইটিং কর্মশালা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ সোমবার কলকাতার লরেটো কলেজের বাংলা, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন এবং ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হলো রাইট ইট রাইট (Write it Right) শীর্ষক এক বিশেষ স্ক্রিপ্ট রাইটিং কর্মশালা। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অতনু ঘোষ ছিলেন এদিনের প্রধান বক্তা।উল্লেখ্য, স্ক্রিপ্ট লেখার সেভাবে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও, চিত্রনাট্য নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ খুব সহজ ভাষায় এদিন পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরেন অতনুবাবু। এই বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি হাতেকলমেও এদিন তা শেখানো হয়। কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ অমৃতা দাশগুপ্ত ও দীপান্বিতা ঘোষ এবং অধ্যাপক ডঃ সৌম্য দত্ত তাঁদের বক্তব্যে বলেন, অনেক পড়ুয়াই প্রথাগত পেশার পাশাপাশি স্বপ্ন দেখে চলচ্চিত্র নির্দেশক কিংবা চিত্রনাট্যকার হওয়ার। তাদের সেই স্বপ্নকে সঠিক দিশা দেখানোর জন্যই এই প্রয়াস ও উদ্যোগ।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন রাহুলও, সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে এবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাহুল গান্ধী উল্লেখ করেছেন, এই সংকটময় সময়ে ভারতকে দেখাতে হবে, আমরা সর্বদা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি।উল্লেখ্য, পহেলগাম হামলার বিরুদ্ধে শাসক, বিরোধী সবাই একজোট! এই বার্তা দিতে দ্রুত সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, এই আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি দিয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। রাহুল চিঠিতে লেখেন, বিরোধীরা বিশ্বাস করে, সংসদের দুই কক্ষে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে, যাতে জনপ্রতিনিধিরা তাদের একতাবোধ এবং সঙ্কল্পের বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং উধমপুর সফরে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি বৈঠকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং উধমপুর সফর করেছেন। এই সফরে তিনি এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেছেন।নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানান, সমস্ত উদ্বেগ ও সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা করে শান্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে দুস্কৃতিকারীদের কঠোরভাবে মোকাবিলাও করা হবে বলেও জানান তিনি। ডঃ সিং বলেন, এবিষয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মার সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শ্রী শর্মা আগামী ১ মে থেকে উধমপুরে নর্দান কমান্ডের জিওসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সংবেদনশীল স্থানগুলিতে কৌশলগত উপস্থিতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন ডঃসিং।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল প্রতীক শর্মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তিনি এমন এক সময়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন, যখন সবার নজর জম্মু-কাশ্মীরের উপর। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ডঃ সিং। উল্লেখ্য, সকল নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তবে, পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই ধরনের বৈঠকের বিস্তারিত বিষয় প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, কিছু নির্দিষ্ট তথ্য কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছেই থাকে এবং তারা সেই বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ না করে কাজ করে। তবে, তাদের পদক্ষেপের সাফল্যের পরে ইতিবাচক ফলাফল জনসাধারণের চোখে পরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখতে এবং তারা যাতে কোনোভাবে নিরাপত্ত াহীনতায় না ভোগেন তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বৈঠকে নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মরিশাসের পোর্ট লুই-এ পৌছলো আইওএস সাগর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে মোতায়েন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ন্যাশনাল কোস্ট গার্ড (এনসিজি) মরিশাসের সঙ্গে যৌথ ইইজেড নজরদারির প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির পর, ২৬ এপ্রিল ২০২৫-এ মরিশাসের পোর্ট লুই হারবারে পৌঁছায় আইওএস সাগর। বিদেশী বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক সামুদ্রিক সহযোগিতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে এই সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ সুনয়না (আইওএস সাগর) ৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে কারওয়ার থেকে যাত্রা করেছিল। এতে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের (আইওআর) নয়টি বিদেশী বন্ধু দেশের ৪৪ জন নৌসেনা সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে মরিশাস প্রজাতন্ত্রের দুই কর্মকর্তা এবং ছয়জন নাবিকও আছেন।এই উদ্যোগটি ভারতীয় নৌবাহিনীর সম্মিলিত বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার ভাবনা নিয়ে আন্ত ঃকার্যক্ষমতা, পারস্পরিক সমরশিক্ষা এবং আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।উসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই জাহাজ এবং ক্রুদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়, যা ভারত ও মরিশাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং সময়-পরীক্ষিত বন্ধুত্বের প্রতিফলন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ সুরোজেবল্লি এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিক, মরিশাস পুলিশ বাহিনী, ভারতীয় হাই কমিশন এবং এনসিজি মরিশাসের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্বাগত অনুষ্ঠান শেষে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জাহাজটি ঘুরিয়ে দেখানো হয়, আর তারপর বিদেশী বন্ধু দেশগুলি থেকে আগত কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।পোর্ট কলের সময়, আইওএস সাগর-এর কমান্ডিং অফিসার, ভারতের জাতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কমান্ড্যান্ট , মরিশাসের পুলিশ কমিশনার এবং ভারতের হাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। দুই দিনের বন্দর আহ্বনের সময় বিবিধ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আইওএস সাগরের ক্রুদের মেরিটাইম এয়ার স্কোয়াড্রন, স্পেশাল মোবাইল ফোর্স স্কোয়াড্রন এবং পুলিশ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন পরিদর্শন। মরিশাসের পুলিশ কমিশনার তাঁদের পুলিশ সদর দপ্তরে আইওএস সাগরের বহুজাতিক ক্রুদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে এই জাহাজটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পোর্ট লুই-এ জাহাজের অবস্থানকালে ট্রেকিং, যৌথ যোগ ব্যায়াম এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মতো কর্মসূচিরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।যাত্রার সময়, জাহাজটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড মরিশাসের সঙ্গে যৌথ ইইজেড সার্ভেইলেন্স বা নজরদারির দ্বিতীয় ধাপ চালু করবে এবং তা সমাপ্তির পর সেশেলসের ভিক্টোরিয়া বন্দরে যাবে।আইএনএস সুনয়না, একটি অত্যাধুনিক সরযু ক্লাস এনওপিভি, যা জলদস্যু বিরোধী অভিযান, সামুদ্রিক নজরদারি এবং এইচএডিআর-এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জাহাজটি মাঝারি এবং নিকটতম পাল্লার বন্দুক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন আধুনিক ইলেকট্রনিক যুদ্ধ স্যুট দিয়ে সজ্জিত। জাহাজটি একটি হেলিকপ্টারও বহন করতে পারে, যা তার পরিচালনা এবং নজরদারি ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

লাউদোহায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ ঘুমের মধ্যে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েতের রসিকডাঙ্গা বাউড়ি পাড়ায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম আশিস বাউরি (৩০)। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েতের রসিকডাঙ্গা বাউরি পাড়ায় আগুন লাগে এক গৃহস্থের কাঁচা বাড়িতে। আগুনে পুড়ে যায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র। পরিবারের সদস্যরা বাইরে থাকায় ওই ঘরে একাই ছিল আশিস বাউরি নামে পরিবারের এক সদস্য। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের ভেতর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা জল ঢেলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। খবর দেয় দমকলে। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আশিসকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্স করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে। সেখানে তার চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার তৃণমূলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ বলেন, সোমবার রাতে আগুন লেগে আশিস বাউরি নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পিএমও-কে চিঠি দিলেন খাড়গে, সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশনের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পিএমও (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-কে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদের উভয়কক্ষের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন খাড়গে।চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি উল্লেখ করেছেন, এই মুহূর্তে, যখন ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য, বিরোধীরা বিশ্বাস করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদের উভয় কক্ষের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ২২ এপ্রিল পহেলগামে নিরীহ নাগরিকদের উপর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তির একটি শক্তিশালী প্রদর্শন হবে। আমাদের আন্তরিক আশা, অধিবেশনটি যথাযথভাবে আহ্বান করা হবে।

৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস হিসেবে পালিত হবে তামিলনাড়ুতে, ঘোষণা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল ঃ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের অবদানকে কুর্নিশ জানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মঙ্গলবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন, ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস হিসেবে পালিত হবে তামিলনাড়ুতে।মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, আমার বিশ্বাস, ডিএমকে সপ্তমবারের মতো সরকার গঠন করবে, আমরা এখনও পর্যন্ত যে সব সাফল্য এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি তা দেখে। ভারতের ইলেকট্রনিক্স আমদানিতে তামিলনাড়ুর ৪২.২ অংশ অবদান রয়েছে। এখানে যদি অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটে, তাহলে তাক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। এমনকি যদি কোনও ভুল থাকে, তবে আমরা আমাদের ভুল সংশোধন করতেও প্রস্তুত।।আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ কর্মীদের সেবা উদযাপনের জন্য ৬ সেপ্টেম্বর দিনটি 'পুলিশ দিবস' হিসেবে পালিত হবে।

কানাডার রাজনীতিতে বড় পালাবদল, প্রধানমন্ত্রীর দাযিত্বে মার্ক কার্নি

অটোয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ কানাডায় ফেডারেল নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টিকে পরাজিত করে টানা চতুর্থবার জয়ী হয়েছে লিবারেল পার্টি। একই সঙ্গে আবারও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মার্ক কার্নি। স্থানীয় সময় সোমবার ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর সর্বশেষ এই তথ্য জানা গিয়েছে। ফলে দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা লিবারেল পার্টিই আবারও কানাডার শাসনভার হাতে তুলে নেবে। একই সঙ্গে অটোয়ার কাছে নেপিয়ান আসনে বিপুল ভোট জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।জয়ের পর মার্ক বলেন, আমেরিকা আমাদের ভূমি, আমাদের সম্পদ, আমাদের জল, আমাদের দেশ চায়। এগুলো ফাঁকা হুমকি নয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের ভাঙতে চাইছেন যাতে আমেরিকা আমাদের মালিকানা নিতে পারে। এটা কখনোই হবে না। কিন্তু আমাদেরও এও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের বিশ্ব মৌলিকভাবে বদলে গেছে।

ভগবান পরশুরাম জয়ন্তী পালন পঞ্জাবে

জলন্ধর, ২৯ এপ্রিল ঃমঙ্গলবার ভগবান পরশুরাম জয়ন্তী পালিত হয় পঞ্জাবে। রাজ্যের মন্ত্রী আমন অরোরা বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে প্রথমবার পঞ্জাব সরকারের উদ্যোগে রাজ্যস্তরে ভগবান পরশুরাম জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। ভগবান পরশুরাম এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি অতুলনীয় শক্তি ও ভক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাহসিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল অসাধারণ।প্রসঙ্গত, পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, যা তাঁর আক্ষরিক অর্থ ' কুঠার হাতে রাম' বা 'রামের কুঠার'। তিনি একজন যোদ্ধা ঋষি হিসেবেও পরিচিত, ত্রেতা যুগ ও দ্বাপর যুগে বর্তমান ছিলেন। পরশুরামের বাবা ছিলেন জমদগ্নি নামের এক ব্রাহ্মণ। মা রেণুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়। পরশুরামের অন্যান্য নামঃরাম জমদগ্ন্যা, রাম ভার্গব, বীররাম।

কংগ্রেসকে আক্রমণ গৌরবের, রাহুলকেও নিশানা বিজেপি নেতার

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃপহেলগামের সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরব বলেছেন, আমাদের মধ্যে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল আছে, আমরা যদি তাদের লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস বলি, তাহলে ভুল হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে কংগ্রেসের 'নিখোঁজ' পোস্ট সম্পর্কে গৌরব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ছবিটি কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে টুইট করা হযেছে। পাকিস্তানকে একটি জোরালো বার্তা দেওয়া হয়েছে, ভারতে মীর জাফরের সমর্থকরা এখানে উপস্থিত। এখন লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে। রাহুল গান্ধীর নির্দেশে এই ধরনের পোস্ট করা হচ্ছে, যা দেশকে লজ্জিত করে। এই সংবেদনশীল সময়ে ভারতকে দুর্বল করার জন্য লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের এটি একটি প্রচেষ্টা।

কংগ্রেস পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেঃ শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার 'বিতর্কিত' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, কংগ্রেস পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে।মঙ্গলবার বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, কংগ্রেস কেবল পাকিস্তানের ভাষায় বলছে না, বরং তাদের কর্মকাণ্ড, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যও পাকিস্তানের মতোই দেখা যাচ্ছে। মণি শঙ্কর আইয়ার থেকে শুরু করে রবার্ট বঢরা, তারিক কররা থেকে শুরু করে সিদ্দারামাইয়া এবং বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার এই সকল নেতাই, কোনও না কোনওভাবে, পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দিয়েছেন। কংগ্রেস দল মনে হচ্ছে পাকিস্তান এবং সন্ত্রাসী জিহাদিদের ভাষা বলতে শুরু করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৬বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ৩০এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০১ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৬ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৬টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ১০মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মনিটে।

শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হল হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকে

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৯ এপ্রিল ঃ পোলবার আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরেন্দ্রনগর, ডাকাতিয়া ভেরি, নতুন ভেরি, ডুবির ভেরি, হারিট গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ান প্রেমনগর, মথুরপুর মাঠে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হল হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকে। ধান, পাট, তিল এবং সবজি ক্ষেত উজার হয়ে যায় শিলাবৃষ্টিতে। সোমবার রাতে হঠাই কালবৈশাখীর ঝড় হয় সঙ্গে শিলাবৃষ্টিতে পাকা ধান গাছের শিস ভেঙে পড়ে। তিল, পাট গাছের ক্ষতি হয় বিঘার পর বিঘা জমির। পোলবা দাতপুরে মোট চাষের জমির পরিমাণ ১৭৪৬০ হেক্টর জমি। সেই জমিতে প্রায.১৫ হাজার টন ধান উপাদন করেন কৃষকরা প্রতিবছর। ব্লকে পাট এবং আলুও চাষ হয। পাট ৩০৭ হেক্টর জমি থেকে ৪৭১৯ টন। এই বছরও হযেছিল বোরো ধানের চাষ তবে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিতে একেবারে মাথায. হাত পড়েছে চাষিদের। এক চাষি বলেন, শিল পড়ে জমিতে ধান বলে আর কিছু নেই। রাতে প্রচুর পরিমাণে শিল পড়ে। যে কারণে চাষের ক্ষতি হযেছে। এই ক্ষতি কীভাবে পূরণ হবে জানি না। বীরেন্দ্রনগরের আরেক চাষি জানান, ১৯ বিঘা ধান চাষ করেছিলেন, নয় বিঘা জমিতে তিল চাষ করেছিলেন। এছাড়াও ঝিঙে, শসা, বেগুন চাষ করেছিলেন। শিলাবৃষ্টিতে সব নষ্ট হযে.গেছে। প্রায় তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। কি করে এই ক্ষতিপূরণ হবে বুঝতে পারছেন না। ব্লক কৃষি আধিকারিক এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা চাষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করছেন। যাদের ফসল বীমা করানো আছে তারা বীমার টাকা পাবেন। কিন্তু যে ফসলের বিমা নেই তাদের কীভাবে ক্ষতিপূরণ হবে সেটাও ভাবা হচ্ছে।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচার করতে উদ্যোগী তৃণমূল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে চায় তৃণমূল। ইতিমধ্যে দলের জেলাস্তর থেকে শুরু করে নীচুতলা পর্যন্ত একটা অডিও বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেই বার্তায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন সংক্রান্ত বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়েছে। হাওড়া সদর জেলা তৃণমূলের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ যেমন বলছেন, ‘‘আমরা অনেক আগে থেকেই মন্দির উদ্বোধন সম্প্রচারের যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু নতুন নির্দেশ আসার পর নতুন বিষয়গুলিও যুক্ত করা হচ্ছে। আমরা চাই, সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ উদ্বোধনে যোগ দিন। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।’’ তৃণমূলের একাংশের বক্তব্য, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু দিঘার পরিসরেই আটকে রাখতে চান না। তিনি একই সঙ্গে জোর দিতে চাইছেন জনসংযোগের উপরেও। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মন্দির উদ্বোধন কর্মসূচি রাজনৈতিক ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। মন্দির উদ্বোধন সমারোহের মাধ্যমে দলের নিচুতলার নেতা-কর্মীরা যাতে আমজনতার কাছে পৌঁছে যেতে পারেন, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চাইছেন বিচক্ষণ রাজনৈতিক মমতা। দ্বিতীয়ত, মমতা যখন দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন, তখন দলের সর্ব স্তরের নেতা এবং কর্মীরাও যাতে মন্দির উদ্বোধন ঘিরে পারস্পরিক ‘দ্বন্দ্ব’ ভুলে এক ছাতার নীচে থাকতে পারেন, সেই ভাবনাও এমন নির্দেশের পিছনে কাজ করেছে বলে দলের একাংশের অভিমত।

তাৎপর্যপূর্ণ’ ভাবে ওই প্রক্রিয়ায় বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি পুরসভা এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বকে। কারণ, নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিন কাঁথি শহরে সনাতনী ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করতে চান। কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি বলেন, ‘‘আমরা জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দৃশ্য সাধারণ মানুষকে দেখাতে সব ওয়ার্ডেই এলইডি স্ক্রিন বসাচ্ছি। শহরের কোনও কোনও জায়গায় যজ্ঞানুষ্ঠানও হবে। ওই দিন সাধারণ মানুষ মন্দিরের উদ্বোধন দেখতে এসে যাতে ভগবানের প্রসাদ পান, সেই জন্য তিন হাজার মানুষের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।’’

তবে শুভেন্দুর সনাতনী সম্মেলনকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ সুপ্রকাশ। বরং তাঁর অভিযোগ, প্রভু জগন্নাথকে নিয়ে যিনি রাজনীতি করছেন, তাঁর বা তাঁর দলের কর্মসূচি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।’’ কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলন আয়োজনে শুভেন্দুর সহযোগী দক্ষিণ কাঁথির বিজেপি বিধায়ক অরূপ দাস অবশ্য বলেন, ‘‘কারা প্রভু জগন্নাথকে নিয়ে রাজনীতি করছে, তা গোটা বাংলা দেখছে। আমরা তো সনাতনী সম্মেলন করব আদালতের নির্দেশে। আদালত নির্দেশ দিলে তবেই সম্মেলন করতে পারব। নচেৎ নয়। দিঘা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে আমাদের সনাতনী সম্মেলন হচ্ছে অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষকে সামনে রেখে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগাযোগ নেই। তা হলে কেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যানের গাত্রদাহ হচ্ছে?’’

কন্যাশ্রীতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে সরগরম মানিকচক। মালদহের মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৪৬ জন ছাত্রীর কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা গায়েব। অভিযোগ, স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক তথা মানিকচক ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুনন্দ মজুমদারের বিরুদ্ধে। তাঁর স্ত্রী আবার তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত প্রধান। এই মর্মে মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে লিখিত অভিযোগ হলেও এখন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের টাকা পাওয়া তো দূর অস্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ বঞ্চিত ছাত্রীদের। এদিকে এই বিতর্কের মধ্যেই এসএফআই এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে ছাত্রীদের বাড়ি যান। তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অফিসের দরজায় বসে পড়েন। কন্যাশ্রীর টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি তুলে স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আইনজীবীদের আইনি পরামর্শ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এস এফ আই এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, মেয়েদের হকের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেতা তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।আমরা আইনজীবীদের আইনি পরামর্শ অনুযায়ী হাইকোর্টে মামলা করব। কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রী পায়েল খাতুনের বক্তব্য, আমাদের হকের টাকা সহকারি প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার চুরি করেছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আজ এসএফআই এর রাজ্য সম্পাদক এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশে থাকবেন আশ্বাস দিয়েছেন।

বর্ধিত ডিএ-সহ বেতন ঢুকল সরকারি কর্মীদের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বড় একটি অংশের ডিএ-সহ বেতন ঢুকল মঙ্গলবার সকালে। ৪ শতাংশ ডিএ-সহ এ মাসের বেতন ঢুকেছে। বাজেটেই ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন করে এই ডিএ পেয়ে খুশি সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ। যদিও অন্য একটি অংশ বলছেন, ‘কেন্দ্রের ডিএ-র হার ৫৫ শতাংশ। ৪ শতাংশ নতুন করে যুক্ত হয়ে রাজ্যের হার দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশ। এখন ফারাক ৩৭ শতাংশ। এতটা ফারাক কাম্য নয়।’

বেসিকের উপর দেওয়া হয় এই ডিএ। যেমন, ধরা যাক একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এখন বেসিক পান ১৭ হাজার টাকা। এই ৪ শতাংশ ধরে ৬৮০ টাকা আরও তাঁর বেতনে যুক্ত হবে। যদিও স্কুল শিক্ষকদের বা শিক্ষাকর্মীদের মাইনে এ দিন ঢোকেনি। সাধারণত, মাসের শেষ তারিখ বা এক অথবা দুই তারিখ স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের বেতন হয়ে থাকে। ফলে অনেকেই আশাবাদী, আগামী কাল মাইনে হবে তাঁদের। স্কুলের শিক্ষকরা বলছেন, ‘অনেক মাসেই দেখা গিয়েছে, আমাদের এক বা দু’দিন আগেই সরকারি কর্মীদের বেতন হয়েছে। ফলে এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।’

২০২৬ সালে ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হয়েছে এই বছর। তার আগে এক ধাপে ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ পেলেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। অনেকেই আশাবাদী, ভোটের আগে আর এক দফাও বাড়তে পারে ডিও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘পে কমিশনের টাকা-সহ বর্ধিত ডিএ পাবেন সরকারি কর্মীরা। ফলে টাকার পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে।’ তবে কেন্দ্র রাজ্য ফারাকের পরিমাণ নিয়ে অসন্তুষ্ট অনেকেই।

ঘরে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মহিলার মৃত্যু

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: ঘরে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় লিলুয়া স্টেশন রোডের শান্তিনগরের আবাসনে চাঞ্চল্য। মৃত্যুর কারণ খ তিয়ে দেখছে পুলিশ।হাওড়ার লিলুয়া স্টেশন রোডের শান্তিনগরে ১২ নম্বর আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একাই থাকতেন ওই গুজরাটি মহিলা। নাম অমৃতা জেঠানিয়া (৪০)। সম্ভবত মঙ্গলবার ভোরে রান্না করতে গিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিলেন তিনি। তখনই কোনওভাবে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। অনুমান, তাতেই অগ্নিদগ্ধ হন অমৃতা। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে লিলুয়া শান্তিনগর কলোনির বাসিন্দা আকাশ সামন্ত বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখি বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের ভিতর থেকে একটি মহলার চেঁচানোর আওয়াজ শুনতে পাই। দমকল এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি আমরা নিজেরাও জল, বালি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলাম। এরপর দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়ে মহিলার দেহ বার করে আনে। উনি মা-বাবার সঙ্গে থাকতেন। পরে বাবা মা মারা যাওয়ার পর মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বর্তমানে তিনি একাই থাকতেন। ওনার বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সিলিন্ডার ছিল না। মনে হয় উনি প্লাস্টিক, কাগজ দিয়ে রান্না করতেন। তা থেকেই হয়তো আগুন লাগতে পারে।

আনুমানিক ভোর পাঁচটা নাগাদ আগুন লেগেছে। ঘন্টাখানেক আগুন ছিল। তারপরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অশোক বেরা বলেন, বাবা মা মারা যাবার পর মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। রান্নাঘরে মহিলার গায়ে আগুন লাগে। এলাকার মানুষ জানার পর আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। আগুন নেভানোর পর ঘরের ভেতর দিয়ে দেখা যায় অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন ওই মহিলা। বাবা মারা যাবার পর উনি একাই বাড়িতে থাকতেন। প্রায় ৮ বছর আগে মা মারা যান। প্রায় ৫ বছর আগে মারা যান তাঁর বাবাও।

স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণ, ধৃত ৩

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: খাস কলকাতায় স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় মোট চার অভিযুক্ত। তবে এখনও চতুর্থ জনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ছাত্রী নাবালিকা। অভিযুক্তেরাও তার পূর্বপরিচিত। অভিযোগ, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে তারই চার বন্ধু। অভিযোগ পাওয়ার পরেই চার মাস আগের ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মামলা দায়ের হয় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ৬৪(এম), ৭০(২), ৭৭ এবং ৩৫১(৩) ধারায়। নির্যাতিতা নাবালিকা হওয়ায় শিশু সুরক্ষা আইনের (পকসো) অধীনেও মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, গত ১৯ ডিসেম্বর চার বন্ধু মিলে পরিকল্পনা করে ওই নাবালিকাকে লেক মলে একটি খাবারের দোকানে ডেকে পাঠায়। দুপুর ২টো নাগাদ সেখানেই সকলে মিলে খাওয়াদাওয়া করে। এর পর তাকে ভুলিয়েভালিয়ে কাছেই গোলপার্কের একটি গেস্টহাউসে নিয়ে যায় অভিযুক্তেরা। সেখানেই ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, নাবালিকা যাতে এ বিষয়ে মুখ না খোলে, সে জন্য তাকে হুমকিও দেয় অভিযুক্তেরা। নির্যাতিতার অভিযোগের পরেই তদন্তে নেমে তিন জনকে গ্রেফতার করেছেপুলিশ।

মিনাখাঁয় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

সৌরভ দাশ

বসিরহাট, ২৯ এপ্রিল: মিনাখাঁর বাসন্তী হাইওয়ের মালঞ্চ নেপাল মোড়ের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনার ঘটনায় মৃত বেড়ে দুই। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ের মিনাখাঁর মালঞ্চ নেপাল মোড়ের কাছে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থলেই এক জনের মৃত্যু হয়,আহত হন বেশ কয়েকজন। আহতদের মধ্যে তিন জনকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় আরো একজনের মৃত্যু হয়।বাম্পারের দাবিতে ও এলাকায় কোন ট্রাফিক পুলিশের দেখা নেই তারই প্রতিবাদে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন সরবেড়িয়া থেকে একটি বাস উচ্চ গতিতে আসছিল,নেপাল মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা ব্যাটারি চালিত ভ্যান ও সাইকেল ও মোটরবাইকে ধাক্কা মারে বাসটি, তাতেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

সোমবার রাতে সুন্দরবনের হোগল নদীতে ভয়াবহ নৌকা ডুবিতে এখনো নিখোঁজ দুই যুবকের জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে ডুবরিরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর, ২৯ এপ্রিল: সোমবার রাতের কালবৈশাখীর ঝড়ে সুন্দবনের মাতলা নদীতে ভয়াবহ নৌকাডুবি।নৌকাতে ৫ জন ছিলো তবে এখনো হদিশ নেই বাসন্তীর আমঝাড়ার দুই যুবকের।তাঁদের খে াঁজে নদীবক্ষে ডুবুরি নামিয়ে চলছে তল্লাশি।শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, নৌকোটির অবস্থান বুঝতে পেরেছেন বিপর্যয় মোকাবিলা টিম।চলছে জলপথে তল্লাশি।সোমবার রাতে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছিল ঝড়বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ক্যানিং এর এমভি সারদা নামের নৌকোয় পর্যটকদের নিয়ে সোনাখালি গিয়ে ছিলেন দুই যুবক।যাত্রীদের নামিয়ে রাতে ফেরার পথে শুরু হয় প্রবল ঝড় বৃষ্টি।তার ওপর অমাবস্যার ভরা কোটাল থাকায় বিপদ বাড়ে।পুরন্দরের কাছে তিনটি নদীর সংযোগ স্থল হওয়ায় স্রোত ছিল সেখানে প্রবল। সেখানেই উলটে যায় নৌকোটি।আর নৌকায় থাকা ৫ জন ডুবে যায়।পরে তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ হয়ে যায় দুই যুবক।উদ্ধার হওয়া তিন যুবক হলো -ক্যানিং এর ডাবু এলাকার রেজাউল সেখ,ক্যানিং এর সাতমুখী এলাকার দেবদাস মন্ডল ও ক্যানিং এক নম্বর লঞ্চ ঘাট এলাকার বিশু মন্ডল।খবর পেয়ে এদিন রাতেই নিখোঁজদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। নদীবক্ষে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন ডুবুরিরা। ইতিমধ্যেই নৌকোটির অবস্থান বুঝতে পেরেছেন বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। অন্য লঞ্চের সাহায্য সেটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এখ নো হদিশ নেই জয়ন্ত সরদার ও বৃন্দাবন সরদার নামে দুই যুবকের।দুজনেরই বাড়ি বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকায়।তবে ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।এদিকে নিখোঁজ দুই যুবকের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সুন্দরবনের একাধিক এলাকায় নদী বাঁধে ভাঙন

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ মৌশুনি দ্বীপে অমাবস্যার কোটালের জেরে নদী বাঁধে ভাঙন, প্লাবিত এলাকা।সোমবার অমাবস্যার কোটালের জেরে সুন্দরবনের একাধিক নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। নদীর নোনা জল ঢুকে প্লাবিত হয় এলাকা। বর্ষার আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মৌশুনি দ্বীপের সল্ট ঘেরি এলাকায় বঙ্গোপসাগর ও চিনাই নদীর সংযোগস্থলে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় এলাকা। অমাবস্যার কোটালের জোয়ারের জলের তোরে নদী বাঁধ ভেঙে পড়ে। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে এলাকার মধ্যে হু হু করে ঢোকে নদীর নোনা জল। আর তাতে আতঙ্কিত হযে.প।ছে এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের দাবি স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণের জন্য একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন সূরাহা হয়নি। প্রতিবছর নদী বাঁধের ভাঙন রোধ করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মাটির নদী বাঁধ তৈরি করা হয়। মাটির নদী বাঁধ বারবার ভেঙে যায়। বারবার বানভাসি হতে হয় এলাকার মানুষদের। নদীর নোনা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষের ফসল। অন্যদিকে এক চিত্র ফুটে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত নাদাভাঙ্গা এলাকায়। অমাবস্যার কোটালের জোয়ারের জলের তোড়ে ভেঙে যায় নাদাভাঙ্গা এলাকার নদী বাঁধ। এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকার মানুষজনেরা। আতঙ্কের নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছে এলাকার মানুষ জনেরা। এ বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা প্রণতি মাইতি বলেন, প্রতি বছর বর্ষার আগে নদী বাঁধ ভেঙে যায়। এ বছর ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।বর্ষার আগে নাদাভাঙ্গা এলাকার নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছে।স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র। প্রতিবছর নদী বাঁধ ভাঙার পরে প্রশাসনিক আধিকারিকারা এসে জোড়া তাপ্পি মেরে চলে যায় আবার নদী বাঁধ ভাঙ্গে। আমরা দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। নদী বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফসল।প্রশাসন কবে আমাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি।তবে এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন,বর্ষার আগে দ্রুততার সাথে সুন্দরবনের যে সকল জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছে সে সকল জায়গায় নদী বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হবে।

গয়না চুরির ঘটনায় ধৃত পরিচারিকা সহ ২

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: সোনার গয়না চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছিল এক পরিচারিকা। প্রায় দু’মাস গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। দক্ষিণ কলকাতার এক ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল তাকে। ধৃতের নাম দুর্গা কর্মকার। চুরি করা অলঙ্কার এক সোনার দোকানের ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সেই ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, দুর্গা কর্মকার নামে ওই মহিলা দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুর এলাকায় একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ওই বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল। তারপর থেকে ওই মহিলাও উধাও হয়ে যান। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হরিদেবপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পুলিশের কাছে খবর আসে ওই মহিলা কলকাতা ও শহরতলির একাধিক জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকছে।

সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রিজেন্ট পার্ক এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকেই দুর্গা কর্মকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেরায় ওই মহিলা স্বীকার করেন, চুরির পর তিনি দমদম, ইছাপুর-সহ একাধিক জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন। চুরি যাওয়া গয়না তিনি ইছাপুরের এক সোনার দোকানে বিক্রি করে দিয়েছেন।

তারপরই তদন্তকারীরা সেই গয়নার দোকানের মালিকের খোঁজে অভিযান চালান। উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর থেকে ওই ব্যবসায়ীকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেরায় ওই ব্যবসায়ী স্বীকার করেছেন, তিনি চুরির ওই গয়না গলিয়ে ফেলেছেন। তদন্তকারীরা চুরি যাওয়া গয়নার প্রায় ১৭.৬১৫ গ্রাম ওজনের সমান গলিত সোনা ওই ব্যবসায়ীর থেকে বাজেয়াপ্ত করেছেন।

চার মেট্রো স্টেশনের নামবদলের প্রস্তাব এল নবান্নের কাছে

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল: চারটি স্টেশনের নামবদলের প্রস্তাব এল নবান্নের কাছে। চারটি রুটের এই চারটি স্টেশনের নাম বদল করার অনুরোধ এসেছে। জোকা-ধর্মতলা প্রকল্পের খিদিরপুর, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের জয়হিন্দ, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের মধ্যে থাকা ভিআইপি রোড/তেঘরিয়া এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ, মহাকরণ স্টেশনের যে কোনও একটির নাম বদলের প্রস্তাব জমা পড়েছে। যাঁরা এই স্টেশনগুলোর নামবদলের দাবি জানিয়েছেন, তাঁরা পরিবর্তিত স্টেশনের নাম কী হবে, তা-ও ঠিক করে দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, খি দিরপুর মেট্রো স্টেশনের নাম সেন্ট থমাস স্কুল খিদিরপুর অথবা খি দিরপুর সেন্ট থমাস স্কুল রাখার প্রস্তাব দিয়েছে সেন্ট থমাস স্কুল কর্তৃপক্ষ।কবি সুভাষ-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের ভিআইপি রোড/তেঘরিয়া স্টেশনের নাম হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর স্টেশন নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ, শ্রীধাম ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ি এবং তেঘরিয়ার রেবতী রঞ্জন রায়। কিশোর কুমার ফ্যান ক্লাবের (ডানলপ) তরফে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ, মহাকরণের মধ্যে যে কোনও একটি স্টেশনের নাম কিশোর কুমারের নামে রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। সবশেষ ‘জয়হিন্দ’ স্টেশনের নাম জয়হিন্দ বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মেট্রোর চিফ অপারেশন ম্যানেজারের তরফে। অনেকের মতেই বিমানবন্দর স্টেশনের নাম শুধু জয়হিন্দ রাখলে বুঝবেন না, সেটা বিমানবন্দর স্টেশন। দুটি মেট্রো রুট সংযোগ করবে এই স্টেশন। একদিকে নোয়াপড়া চলে যাওয়া যাবে। অন্যদিকে কবি সুভাষ বা নিউ গড়িয়া। ফলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান থেকে নেমেই মেট্রো পরিষেবা পেয়ে যাবে সাধারণ মানুষ। তাঁদের সুবিধার্থেই এই স্টেশনের নাম শুধু জয়হিন্দ না রেখে জয়হিন্দ বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মাটির নিচে এশিয়ার বৃহত্তম আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশন হচ্ছে এটি। বিমানযাত্রীদের কাছে লাগেজ থাকে। সেই লাগেজ মেট্রোর প্ল্যাটফর্ম অবধি টেনে আনার সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে স্টেশনে।

তবে এই চার মেট্রো স্টেশনের নামবদল এখন রয়েছে প্রস্তাবনার স্তরে। বিভিন্ন মহল থেকে আপাতত তা এসেছে রাজ্যের কাছে। কারণ মেট্রো স্টেশনের এই নামের বিষয়টি রাজ্য সরকারই দেখে। প্রাথমিকভাবে তা পরিবহণ দপ্তরের কাছে এসেছে। এই প্রস্তাব এরপর যাবে অর্থদপ্তরে। অবশেষে রাজ্যের সম্মতি মিললে তা ফেরত আসবে রেলের কাছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ , ১৪৩২

পরিবর্তন হবেই

পরিবর্তন হবেই এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী প্রজাতির বিবর্তনের জন্য খুব প্রয়োজন। কিছু পরিবর্তন এমনিই হয়। আবার কিছু পরিবর্তন আসে বৈজ্ঞানিক ভাবে। ডিএনএ, মাধ্যাকর্ষণ এবং রোগের জীবাণু তত্ত্ব হলো ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা সভ্যতার গতিপথ পুরো দমে বদলে দিয়েছে। আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে কিছু কথা নিচে দেওয়া হল-

ডিএনএ ঃ ডিএনএ হলো সেই অণু, যার মধ্যে জীবের জিনগত তথ্য পাওয়া যায়। মা-বাবার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে দেখার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান। অনেকেই মনে করেন, ১৯৫০-এর দশকে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ আবিষ্কার করেন। তবে সত্যিকার অর্থে ১৮৬৯ সালে সুইজারল্যান্ডের চিকিৎসক ফ্রিদরিশ মিশার এটি প্রথম শনাক্ত করেছিলেন। তিনি একে শনাক্ত করেছিলেন রক্তকণিকায় থাকা ' ' হিসেবে। ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ শনাক্ত করার আগপর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন গবেষক এ নিয়ে কাজ করেছেন। সুইজারল্যান্ডের চিকিসক ফ্রিদরিশ মিশারের শনাক্ত করা নিউক্লিনই পরবর্তী সময়ে ডিএনএ নাম পায়। ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত রূপ। জার্মান জৈবরসায়নবিদ আলব্রেখ্‌ট কোসেলকে এ নামকরণের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কোসেল পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে দ্বিসূত্রক ডিএনএর গঠন আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁরা দুজন ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে নোবেল পুরস্কার পেলেও কয়েক বছর পর অভিযোগ ওঠে, রসায়নবিদ রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিনের অনুমতি না নিয়ে তাঁরা তাঁর গবেষণার তথ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর গবেষণার সূত্রেই দ্বিসূত্রক ডিএনএ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন তাঁরা।

পৃথিবীর ঘূর্ণন ঃ পৃথিবী নিজ অক্ষে এবং সূর্যের চারপাশে ঘোরে-এ ধারণা এখন খুবই সাধারণ একটি বিষয়। তবে শুরুর দিকে বিজ্ঞানীদের দেওয়া এ ঘূর্ণন তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা বলছিলেন, পৃথিবী ঘুরছে-এটা কীভাবে সম্ভব? পৃথিবী ঘুরলে কি টের পাওয়া যেত না? তবে বিচক্ষণ বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় পর তা ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পায়। পৃথিবীর ঘূর্ণন তত্ত্ব আবিষ্কার ও ক্রমান্বয়ে এটিকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর ভূমিকা আছে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে প্রথম যাঁরা ধারণা দিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ আরিসতারকুস। তবে তাঁর সময়ে এ তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, বিশ্বাস করা হতো যে মহাবিশ্বের কেন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য-সবাই আমাদের পৃথিবী গ্রহের চারপাশে ঘোরে। গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাসকে মহাবিশ্বের প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক মডেল প্রস্তাব করার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ১৫৪৩ সালে তিনি তাঁর মহান রচনা ' দ্য রেভল্যুশনস অব দ্য হেভেনলি স্ফিয়ারস' প্রকাশ করেন। এখানে তাঁর তত্ত্বগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি তত্ত্ব ছিল, পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ঘূর্ণায়মান হওয়ার মাধ্যমে দিন ও রাত তৈরি হয়। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মডেলটি পুরোনো টলেমীয় তত্ত্বকে নাকচ করে দেয়। ওই তত্ত্বে দাবি করা হয়েছিল, পৃথিবী স্থির। কোপার্নিকাসের কাজগুলো তাঁর জীবদ্দশায় তেমন একটা পরিচিতি পায়নি। পরে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। গ্যালিলিও গ্যালিলি কোপার্নিকাসের তত্ত্বের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তিনি একটি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছিলেন। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও শুক্র গ্রহের পর্যায় এবং বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। গ্যালিলিও এটাও প্রমাণ করেছিলেন, শুক্র গ্রহ যে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে, তা সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার কারণে হয়েছে। জার্মান গণিতবিদ জোহানেস কেপলার সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলোর কক্ষপথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একাধিক সূত্র তৈরি করেছিলেন। এই সূত্রগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। কোপার্নিকান তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে যথার্থভাবে গ্রহের গতিবিধি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এ সূত্রগুলো গাণিতিক সমীকরণ দেয়।

বিদ্যুৎ ঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বিখ্যাত ঘুড়ি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিলেন বলে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অথচ ১৭৫২ সালে চাবি ও ঘুড়ি ব্যবহার করে করা পরীক্ষায় ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেছিলেন, বজ্রপাতও বিদ্যুতের একটি রূপ। আরেকটি মিথ হলো, ফ্রাঙ্কলিন বজ্রপাতের শিকার হয়েছিলেন। তিনি আসলে বজ্রপাতের শিকার হননি, ঝড়ের কারণে ঘুড়িটি বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিসই প্রথম ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বে পশমকে বাকলযুক্ত গাছের রসের সঙ্গে ঘষার মধ্য দিয়ে স্থির বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট প্রথম ' বা ' শব্দটির প্রচলন করেন। গিলবার্টকে ' জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গিলবার্টই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ' মেরু', ' বল' ও ' আকর্ষণ'-এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। ১৬০০ সালে তাঁর ছয়.খণ্ডের বইয়ের সেট ' ম্যাগনেট' প্রকাশিত হয়েছিল।

রোগের জীবাণু তত্ত্ব ঃ রোগের জীবাণু তত্ত্বে অনেক রোগের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মতো অণুজীবকে দায়ী করা হয়েছে রোগের জীবাণু তত্ত্বে অনেক রোগের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মতো অণুজীবকে দায়ী করা হয়েছে। তত্ত্বটি রোগের কারণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। রোগের জীবাণু তত্ত্বটি দিয়েছিলেন লুই পাস্তুর। তিনি দেখিয়েছিলেন, জীবন্ত অণুজীবগুলো পচন ঘটায়, এতে দুধ ও ওয়াইন টক হয়ে যায়। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, তাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে এসব অণুজীব ধ্বংস করা সম্ভব।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

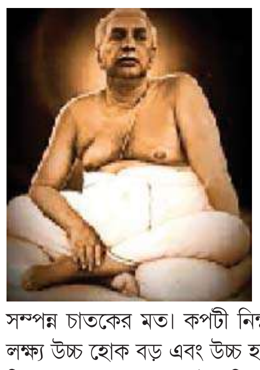

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না সরল ব্যাক্তি উদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি? অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, আর ওইতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কী আছে, অত আমি জানি না। মহিমা-যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন! লিখতে গেলেই একটু হিসাবি বুদ্ধির দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে। সংসারাসক্তি কতদিন-ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না। বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে যায় না। রাবণকে বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধরছ, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন?

ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচরণ করে আদতে কার হাত শক্ত করা হচ্ছে?

নিরাপত্তা গাফিলতি কেন হল সেটা খতিয়ে দেখা উচিত?

শুভঙ্কর দাস ঃ পহেলাগাঁওয়ে. নৃশংস হামলার পর হঠাৎ করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতন্ত্র নামক শব্দবন্ধকে ছেটে ফেলার জোরদার আবহ তৈরি করা হচ্ছে। অথচ পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে এই নারকীয় হত্যালীলা সংগঠিত হয়েছে। দায় পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানকে ৩৯৭ মিলিয়ন ডলারের সামরিক মদত দেওয়ার অনুমোদন ক্ষমতায় এসেই করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের পহেলগাঁও হামলার নিন্দা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে নমনীয় করে দেয় চীন। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও তাকে মদত দিয়ে যাওয়া দেশগুলোকে কিভাবে চাপে রাখা যায় সেই রণকৌশল তৈরি করা উচিত ছিল। তেমনটা না করে হঠাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করা হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীন ভারতের সামাজিক ভিত্তি। সংবিধানের আদর্শ ও তার গঠনের মধ্যেই রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভাবনা। পহেলাগাঁওয়ে নারকীয় জঙ্গি হামলার পর কূটনৈতিক ও সামরিক ভাবে কিভাবে পাকিস্তানকে চাপে ফেলা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদ ও তাদের অনুগত সাংবাদিকরা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। এতে করে তারা পাকিস্তানেরই হাতটা শক্ত করছে। কারণ পাকিস্তান চায় যে ভারতের মানুষ নিজেদের মধ্যে ধর্মের নামে সংঘাতে জড়িয়ে শেষ হয়ে যাক। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় চিন্তার কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বিবৃতি। যেখানে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ভৎসনা না করে সে দেশের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ভাবিত নন সেটা তার বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। নির্বিকার ভাবে তিনি বলে চলেন যে এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে কাশ্মীরের সীমান্ত নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান লড়াই করে যাচ্ছে। দুই দেশের সঙ্গেই তার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনোভাবেই ভারতের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সুসম্পর্ককে বিঘ্নিত করতে চান না। আদতে ভারতকে চাপে রাখতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ এশিয়ায় কোনভাবেই ভারতের নিরঙ্কুশ শক্তিকে বরদাস্ত করে না হোয়াইট হাউস। সেই কারণেই বরাবর তার পূর্বসূরীদের মতোই পাকিস্তানের প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে সেবার কি ভাবে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে আর ভারতকে চাপে ফেলার জন্য

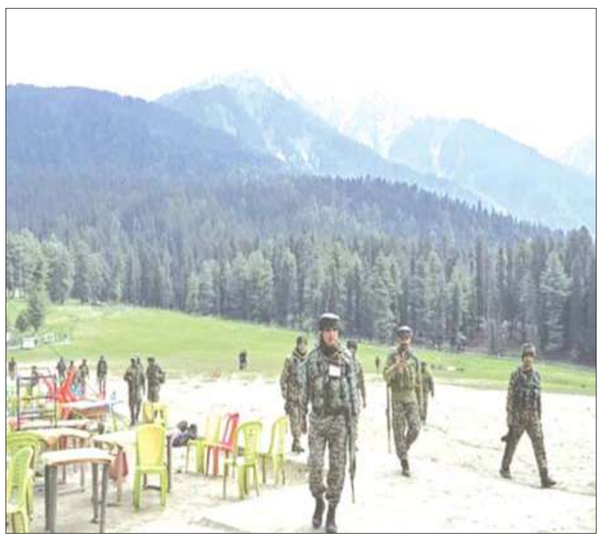

বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল পেন্টাগন। আজকের পরিস্থিতি তখনকার মতন না হলেও পাকিস্তানের প্রতি নিজেদের নমনীয় মনোভাব থেকে সরে আসেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ প্রসঙ্গে সত্যিটা স্বীকারও করে নেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী খাজা আসিফ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি মেনেও নেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর জন্য প্রায় তিন দশক ধরে এই নোংরা কাজ তারা করে আসছে। অন্যদিকে চীন তাদের পুরনো বন্ধু পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যে চীনের কর্তব্য সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে বেইজিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতকে আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। এই কূটনৈতিক লড়াই ভারতকে জিততেই হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। নয়তো আগামী দিনের প্রজন্ম আজকের প্রশাসনকে নির্বিকার মনে করবে। পহেলাগাঁওয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা নিহতদের পরিবারবর্গের দাবি থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি হামলায় প্রয়াত লেফটেন্যান্ট বিনয় করওয়ালের পরিবারবর্গের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে জঙ্গিদের গুলিতে আহত হওয়ার পর প্রায় দেড় ঘন্টা পর্যন্ত আর্তনাদে কাতরাচ্ছিলেন লেফটোরেন্ট বিনয়। সেই সময় যদি চিকিৎসা পাওয়া যেত তাহলে হয়তো তাকে বাঁচানো যেতে পারত। জঙ্গি হামলায় প্রয়াত শৈলেশ কালাথিয়ার স্ত্রী শীতল দেবী দাবি করেন উক্ত পর্যটন স্থলটিতে কোনো পুলিশ ছিল না, কোনো সেনা ছিল না, কোন নিরাপত্তা কর্মী ছিল না। তিনি প্রশ্ন করেন যদি ভিআইপিরা নিরাপত্তার সুযোগ পায় তাহলে করদাতারা ও সাধারন মানুষরা কেন পাবে না? জঙ্গি হামলার হাত থেকে বেঁচে ফেরা অসমের অধ্যাপক দেবাশীষ ভট্টাচার্যের কথায় প্রায় ৩০ মিনিট ধরে জঙ্গিরা গুলি চালায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোনো প্রকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থাই ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা গাফিলতি কেন হল সেটা খতিয়ে দেখা উচিত? তেমনটা না করে বর্তমানে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী তাতে করে মূল বিষয়ের থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা গাফিলতি নিয়ে সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রশ্ন করেছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাকেশ শর্মা। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আর কতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের কুশ পুতুল পুড়িয়ে যাবেন আপনারা? নিরাপত্তায় গাফিলতি ছিল? সাংবাদিকের বলিষ্ঠ প্রশ্নে যুক্তিসহ উত্তর দিতে না পেরে তাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। নিগৃহীত সাংবাদিকের অভিযোগ এই প্রশ্নের পরই তাকে শুনতে হয়েছে সে নাকি পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে? আদতে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলার চাপ যে সকল সুবিধাবাদীরা দিচ্ছে তারাই পাকিস্তানের হাতকে শক্ত করে তুলছে।

আজও গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠেছে উপত্যকা.......

--পহেলগাঁও হামলার আবহে আরও কোণঠাসা পাকিস্তান। এবার পাক বিমানের জন্য আকাশপথ বন্ধ করে দিতে চলেছে ভারত। এমনকী জলপথেও জারি হতে পারে নিষেধাজ্ঞা! সূত্রের খবর এমনই। পহেলগাঁও হামলার দু'দিন পরেই শিমলা চুক্তি বাতিল করে পাকিস্তান। তারপর থেকে প্রত্যেক দিনই পাক সেনা গুলি চালাচ্ছে সীমান্তে। আজও গুলির ল।।ইয়ে কেঁপে উঠেছে উপত্যকা। এনিয়ে টানা পাঁচদিন নিয়ন্ত্রণরেখায় গুলি চালাল পাক সেনা। গত সপ্তাহে ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশপথ বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল পাক সরকার। এবার পদক্ষেপ করার পথে দিল্লি। জানা গিয়েছে, পড়শি দেশকে আরও চাপে ফেলতে আকাশ ও জলপথেও নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা ভাবছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এর ফলে বিপদ বাড়বে পাকিস্তানি বিমান সংস্থাগুলোর। কুয়ালালামপুরের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গন্তব্যগুলোতে পৌঁছতে চিন বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোর উপর দিয়ে ফ্লাইটগুলোর রুট পরিবর্তন করতে হবে। তবে পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই ভারতের আকাশসীমা এড়িয়ে চলছে পাক বিমানগুলো। এছাড়া বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজও যদি এদেশে না আসে তাহলে বাণিজ্য আরও ধাক্কা খাবে ইসলামাবাদের। পহেলগাঁওয়ে ২৫ পর্যটক ও এক স্থানীয়ের রক্ত লেগে রয়েছে যে জঙ্গিদের হাতে, তারা পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফের সদস্য। যারা হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই দায় স্বীকার করে। এই জেহাদিদের ছবি ও পরিচয় প্রকাশ্যে এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সেখান থেকেই জানা গিয়েছে, হামলাকারীর মধ্যে দু'জন ভারতীয় ও বাকি সকলেই পাকিস্তানি। যদিও পরে হামলার দায় অস্বীকার করে টিআরএফ। পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। কিন্তু ঘটনার প্রতিবাদে সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করছে ভারত। এছাড়াও অবিলম্বে বন্ধ করা হবে ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত। পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করা হবে এবং বর্তমানে যেসব পাকিস্তানিরা ভারতে রয়েছেন তাঁদের ১ মে-র মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। এছাড়াও ভারত এবং পাকিস্তান-দুই দেশের হাই কমিশন থেকেই সরিয়ে নেওয়া হবে সামরিক পরামর্শদাতাদের। যার পাল্টা হিসাবে ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ, ভারতীয়দের জন্য পাক ভিসা বাতিল, হাইকমিশনের কর্মী প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে ইসলামাদ। তবে ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া শিখ পুণ্যার্থীদের ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু শিমলা চুক্তি-সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক চুক্তিও বাতিল করে দিয়েছে।

ট্রাম্প শুল্কনীতি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন

গণতন্ত্র রক্ষায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনছেন ডেমোক্র্যাট সাংসদ

যুক্তরাষ্ট্র ৯ এপ্রিল হঠাৎ করেই আমদানি পণ্যের ওপর ১০০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে বন্ডের বাজারে বেজে ওঠে অশনিসংকেত। মার্কিন প্রেসিডেন্টে র বিশ্ব বাণিজ্যে পরিবর্তনের উদ্যোগ গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বাঁধতে থাকে।

নতুন মার্কিন শুল্কনীতির প্রভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন শেয়ারবাজারের এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ১২ শতাংশ বাজার মূলধন হারায়। এরপরও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা অব্যাহতভাবে বলতে থাকেন, তাঁরা আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ট্রাম্পের বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবর্তন এবং কয়েক দশকের পুরোনো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বাতিল করে দেওয়ার পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবে কার্যকর হবে। হোয়াইট হাউসের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, মার্কিন শেয়ারবাজার (ওয়াল স্ট্রিট) বুঝতে পারে না, একজন সাধারণ মার্কিন নাগরিক প্রতিদিন কী চান-আর সাধারণ নাগরিকেরা এখনো ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই ট্রাম্প তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেন। তিনি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সংঘাত আরও উত্তপ্ত করে তুললেও অন্যান্য দেশের ওপর নতুন শুল্ক স্থগিত করেন। এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাজারের সূচকে বড় ধরনের উত্থান ঘটে।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে নেওয়া শুল্কনীতি পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথে পোস্ট দেওয়ার প্রায় ৯০ মিনিট পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ' মনে হয়, মানুষ এটিকে আর্থিক ইতিহাসের সবচেয়ে. বড় দিন হিসেবে আখ্যায়িত করছে।' ট্রাম্পের শুল্ক স্থগিতের সিদ্ধান্ত অনেককেই হতবাক করেছে। বিশেষ করে যখন তাঁর প্রশাসন বলে আসছিল, এর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে চান ট্রাম্প। তবে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল বুধবার বিকেল পর্যন্ত ট্রাম্প ও তাঁর বাণিজ্য উপদেষ্টারা বহু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা এবং বিদেশি নেতার সঙ্গে আলাপ করেছেন, যাঁরা বিশ্ববাজারে অস্থিরতা ও বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান মন্দার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য তাঁরা ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কয়েক দিন ধরেই তিনি নিজের মত বদলানোর কথা ভাবছিলেন। তিনি বলেন, ' আজ সকালেই, বেশ সকালেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা দ্রুত এ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা লিখে ফেলি। আমরা কোনো আইনজীবীর দ্বারস্থ হইনি। আমরা এটি আমাদের হৃদয় থেকে লিখেছি।' গত মঙ্গলবার রাতে ফক্স নিউজে শন হ্যানিটির রাত ৯টার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া একদল রিপাবলিকান সিনেটরের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ফোনালাপ করেন ট্রাম্প। এ সময় কিছু সিনেটর ট্রাম্পের নতুন আরোপিত শুল্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ওই সন্ধ্যায় ট্রাম্প বন্ড বাজারেও নজর রাখছিলেন, যেখানে মানুষজন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। গতকাল ট্রাম্পই এ কথা বলেছেন। শন হ্যানিটির সাক্ষাৎকারের শেষে বিজ্ঞাপন বিরতির আগে সিনেটর জন নিলি কেনেডি শুল্ক নিয়ে ' সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে উপস্থাপকের কাছে ১৫ সেকেন্ড সময় চেয়েছিলেন।' মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার বিকেল পর্যন্ত ট্রাম্প এবং তাঁর বাণিজ্য উপদেষ্টারা বহু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা এবং বিদেশি নেতার সঙ্গে আলাপ করেছেন, যাঁরা বিশ্ববাজারে অস্থিরতা এবং বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান মন্দার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য তাঁরা ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টকে কেনেডি বলেন, সময় চাওয়ার কারণ ছিল, সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম তাঁকে বলেছিলেন, ট্রাম্প অনুষ্ঠানটি দেখবেন। হ্যানিটির সঙ্গে সাক্ষাকারে কেনেডি ও গ্রাহাম ছাড়াও সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুন, রিপাবলিকান সিনেটর টিম স্কট, সাউথ ক্যারোলাইনার কেটি বয়েড ব্রিট, আরকানসর টম কটন, টেক্সাসের টেড ক্রুজ এবং ওকলাহোমার মার্কওয়েন মুলিন উপস্থিত ছিলেন। কিছু সিনেটর ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসা অন্যান্য দেশের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এসব সিনেটরের কয়েকজন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গ্রাহাম বলেন, তিনি মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্পকে বলেছেন, ' যথেষ্ট আর কোনটা যথেষ্ট নয়, তা ঠিক করার দায়িত্ব আমি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি, আপনি বুঝতে পারছেন, মানুষজন সত্যিকারের অগ্রগতি চাইছে।' সিনেটর ট্রেড ক্রুজ বলেন, তিনি ট্রাম্পকে বলেছেন, শুল্কের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সামনে দুটি পথ রয়েছে। একটি হচ্ছে ট্রাম্প অন্যান্য দেশকে তাদের নিজস্ব শুল্ক কমাতে

রাজি করানোর জন্য পাল্টা শুল্ক ব্যবহার করতে পারেন। অন্যটি হচ্ছে তিনি গত সপ্তাহে ঘোষিত শুল্ক বহাল রাখতে পারেন। এর ফলে অন্যান্য দেশ প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হবে। ট্রেড ক্রুজ বলেন, ' আমার মনে হয়, দ্বিতীয় পদক্ষেপটি দেশের জন্য এবং টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে। দ্রুত একটি বা তার বেশি বড় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে আমি তাঁকে (ডোনাল্ড ট্রাম্প) উসাহিতও করেছি।'

ক্রুজ বলেন, এই কথোপকথন ট্রাম্পকে প্রভাবিত করেছে বলে আশা করছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুল্ক স্থগিতের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা ক্রুজ ও অন্য সিনেটরদের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেও মনে করছেন এই সিনেটর। গতকাল বুধবার সকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারিন কেলার-সাটারের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলেন। রাতারাতি ৩১ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে সুইজারল্যান্ডের অভিজাত রোলেক্স ঘড়ি এবং চকলেটের বাজারে বড় ধাক্কা লেগেছে। সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট এই শুল্কনীতি শিথিল করতে ট্রাম্পকে জোর দেন। এটি তাঁর দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলেও জানান তিনি। সুইস অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, ২৫ মিনিট ধরে চলা ওই ফোনকলে কারিন কেলার-সাটার মার্কিন কর্মসংস্থান তৈরিতে সুইস ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানের কথা তুলে ধরেন। গত বছর তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা শিল্পপণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করেছিল বলেও উল্লেখ করেন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প সকাল আটটার দিকে ফক্স নিউজে সম্প্রচারিত ব্যাংকিং জায়াঃট জেপি মর্গান চেজের প্রধান নির্বাহী জেমি ডিমনের সাক্ষাকারও দেখেন। এ সময় জেমি ডিমন সতর্ক করে দেন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে মন্দা একটি ' পরিণতি'। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের বেশির ভাগের কাছ থেকে শুনেছেন, এই আগ্রাসী শুল্কের কারণে তাঁরা বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কাটছাঁট করছেন। জেমি ডিমনের ওই সাক্ষাকার ট্রাম্পের শুল্ক স্থগিতের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে সম্প্রচার করা হয়। সেখানে তিনি আরও বলেন, ' এখন বিষয়গুলোকে শান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা যদি এ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি না করতে পারি, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।' গতকাল সকালে ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে ট্রাম্প জনসাধারণকে বলেন, ' থাকুন'। যা ঘটছে, তা নিয়ে তিনি মার্কিনদের চিন্তা না করতে বলেন। এর কয়েক মিনিট পরে তিনি আরেকটি পোস্টে লেখেন, ' (শেয়ার) কেনার জন্য একটি দুর্দান্ত সময়।' ততক্ষণে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) শীর্ষ বাণিজ্য কর্মকর্তা মারোস সেফকোভিচের কাছ থেকে একটি ফোনকল পান। ইইউ মার্কিন ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে গতকাল শুল্ক আরোপের অনুমোদন দিয়েছে। সয়াবিন চাষি থেকে শুরু করে প্লাস্টিক প্রস্তুতকারক পর্যন্ত ট্রাম্পের সব স্তরের সমর্থকদের ক্ষতির মুখে ফেলার লক্ষ্যে ইইউ এই নীতি নিয়েছে। মার্কিন পণ্য ও পরিষেবার বড় ক্রেতা ইইউ। ইইউর নেতারা ওয়াশিংটনকে আরও বড় ধাক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে সম্ভব বাণিজ্য বাধা দূর করতে একটি চুক্তি করার চেষ্টাও করছেন তাঁরা। গতকাল দুপুর নাগাদ লুটনিক ও মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ওভাল অফিসে বসেছিলেন। তাঁরা এমন একটি পরিকল্পনা করছিলেন, যা পরে নিজ দলের কিছু সদস্যকেও হতবাক করে দিয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যখন ট্রুথ সোশ্যালের জন্য তাঁর সবচেয়ে অসাধারণ পোস্টগুলোর একটির ভাষা ঠিক করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন তাঁর প্রশাসনের এ দুই শীর্ষ কর্মকর্তা। ট্রাম্প বিশ্ববাসীর কাছে শুল্ক স্থগিতের বার্তা পাঠানোর ১২ মিনিট পর বেলা দেড়টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেন লুটনিক।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে একের পর এক আদেশনামা জারি করে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাফ জানিয়েছেন, জন্মসূত্রে আর মিলবে না মার্কিন নাগরিকত্ব। যা নিয়ে আদালতের ভৎর্সনার মুখেও পড়েছেন তিনি। চলছে মামলা। এছাড়া একাধিক জায়গায় স্বাস্থ্যখাতে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন, মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রেও কাটছাঁট করেছেন। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর নয়া শুল্কনীতি। যার প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাণিজ্যে। ' ট্রাম্পের এই সব পদক্ষেপেই বেজায় চটেছে বিরোধীরা। এবার দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট সাংসদ শ্রী থানেদার! তাঁর অভিযোগ, ট্রাম্প নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। গত বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লাল ঝড় উঠেছিল। সেনেট আর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, দুটোই জিতে নিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। কিন্তু এর মাঝেও নিজেদের আসন ধরে রেখেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। যার মধ্যে শ্রী থানেদার অন্যতম। ২০২২ সাল থেকে মিশিগান আসনের ডেমোক্র্যাট সাংসদ তিনি। জানা গিয়েছে, এবার থানেদার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চলেছেন। তার জন্য কয়েকটি খসড়াও তৈরি করে ফেলেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে থানেদার জানিয়েছেন, ' ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমি ইমপিচমেঃট প্রস্তাব আনব। সেই সংক্রান্ত খসরাও তৈরি। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব, অনুদান এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ করেছেন যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। তিনি তাঁর পদ আর ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করছেন। আদালত ওঁর রাজনীতি করার জায়গা নয়। এর আমাদের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে প।বে। অনেক হয়েছে, আর নয়।' প্রসঙ্গত, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দুর্নীতি, ঘুষ, বেআইনি কার্যকলাপ, অসদাচরণের অভিযোগে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর সাংবিধানিক পদ থেকে সরাতে হলে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও ইমপিচ করা হয়েছে ট্রাম্পকে। ২০১৯ সালেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও মার্কিন কংগ্রেসের কাজে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগে ইমপিচ করা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। কিন্তু সেবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে অপসারণের প্রস্তাব পাশ হলেও তা আটকে গিয়েছিল সেনেটে। তারপর ২০২০ সালে ক্যাপিটল বিল্ডিং হামলার ২০২১ সালে তাঁকে ইমপিচ করে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ। অমেরিকার ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট যাঁকে দু'বার ইমপিচ করা হয়।

অবাধে নদী চুরি আসানসোলে! চলছে প্রোমোটারি রাজ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ এপ্রিল ঃ একের পর এক পুকুর ভরাট করে প্রোমোটারি রাজ। জমা পড়েছে বহু অভিযোগ। শুধু পুকুর চুরি নয়, নদী চুরিও হচ্ছে অবাধে। একসময়ে যে গারুই নদী ২০০ ফুট চওড়া ছিল তা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ১০ ফুটে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর গ্রেপ্তার হয়েছেন জমি মাফিয়ারা। তারপরেও জলাজমি নিয়ে কোনও তথ্যই নেই পুরনিগমের কাছে। আসানসোল পুরনিগমের ১০৬টি ওয়ার্ডে একটিও জলাজমি নিজস্ব নেই। ২০১৫ সালে জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, পুরাতন আসানসোল, কুলটি পুরসভা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর পুরনিগম। পুর এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে গারুই নদী। নদীর পাড় দখল করে গড়ে উঠেছে বসতি। অথচ ২০২২-এর নির্বাচনে শাসক দলের প্রথম ও মূল এজেন্ডা ছিল গারুই নদী সংস্কার ও জলাজমি উদ্ধার করা। দ্বিতীয় বোর্ড গঠনের তিন বছর পেরিয়ে গেলেও হয়নি গারুই সংস্কার, উদ্ধার হয়নি জলাজমি। পুরনিগমের আধিকারিক অমিয় মুখোপাধ্যায় জানান, পুকুর নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই। পুরনিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তবের মুখেও একই কথা। তাহলে পুকুর ভরাট হলে কিভাবে বেআইনি কাজকে আটকানো হয়? কিংবা পুকুর সংস্কার করেন কিভাবে? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, ১০৬ ওয়ার্ডের মধ্যে যেখানে যেখানে অভিযোগ আসে, সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শন হয় বিএলআরও দফতরের সাহায্য নিয়ে। অবৈধ কাজ হলে তা আটকে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, পুরনিগমের ১০টি বরো এলাকা রয়েছে। এই দশটি বরোর মধ্যে ২ থেকে ৮ নম্বর বরো পর্যন্ত পুকুর ভরাটের অভিযোগ জমা পড়েছে। এফআইআর হয়েছে ১৫টির মতো। এইসব অভিযোগ জমা পড়েছে দ্বিতীয় বোর্ড গঠনের পর। জামুড়িয়া ও কুলটি এই দুটি এলাকায় এখনও পর্যন্ত পুকুর ভরাটের সেভাবে অভিযোগ আসেনি। পুকুর ভরাটের সবথেকে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে রানিগঞ্জ, উত্তর আসানসোলের রেলপার, দক্ষিণ আসানসোল জি টি রোড সংলগ্ন এলাকা, গাড়াই রোড এলাকা, কালীপাহাড়ি ও বার্ণপুর এলাকায়। গত মার্চ মাসেই পুকুর ভরাট করে প্লটিং করে নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে বুলডোজার চালায় পুরকর্তৃপক্ষ। পুকুর ভরাটের অভিযোগ রয়েছে খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় কারখানা থেকে এলাকার একটি জলাধার ছাই দিয়ে ভরাটের অভিযোগ ওঠে। ওই ওয়ার্ড থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন বিধান উপাধ্যায়। রানিগঞ্জের ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বিশাল সাহেববাঁধ পুকুরের একাংশ ভরাট করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। এই রানিগঞ্জে ১২২ বিঘা রাজারবাঁধ ভরাট হয়েছে কয়েক বছর আগে। বিজেপি কাউন্সিলর তথা বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারির অভিযোগ,

রানিগঞ্জ সহ গোটা পুর এলাকায় বেআইনি নির্মাণের পিছনে মদত রয়েছে শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের। মদত রয়েছে একাংশ পুর ইঞ্জিনিয়ারদের। বিরোধীরা অভিযোগ করলে তবেই টনক নড়ে। নইলে পুকুর ভরাট করে প্রোমোটারি, মার্কেট কমপ্লেক্স পর্যন্ত হয়েছে। তবু জলাজমি রক্ষা করার তাগিদ নেই এই বোর্ডের। মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, অভিযোগ পেলেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিযোগ পেয়ে পুরনিগমের মূলভবন সহ বিভিন্ন বোরো অফিসের ২৪ জন ইঞ্জিনিয়ারকে একসঙ্গে বদলি করা হয়েছে। ৪ জমি মাফিয়া গ্রেফতার হয়েছে এই পুর বোর্ডের সময়ে। উল্লেখ্য ২০২২ সালে জমি দখল করে, পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণের ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। জামুরিয়ায় জুড়ে শুরু হয়েছে সিঙ্গারন নদী বাঁচাও আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের মধ্যে সাজ্জা হেমরম, মঙ্গল টুডুদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় জল কমিশনের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে সারা রাজ্যের মধ্যে আসানসোলে সবচেয়ে দ্রুত জল স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। অথচ দিন দিন জামুড়িয়ার প্রাচীনতম সিঙ্গারন নদী চুরি করে নিচ্ছে বেসরকারি ইস্পাত কারখানাগুলি। ২০০ ফুট চওড়া ছিল সিঙ্গারণ নদী। গত চার দশকে অবশ্য তা কমে ১০-১২ ফুটে নেমে এসেছে। কোথাও হয়তো সেটা আরও কম। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রথম গুরুত্ব ছিল গারুই নদী সংস্কার। কিন্তু পুরবোর্ড গঠনের তিন বছর পরেও গারুই নদী সংস্কার হয়নি। উল্টে গারুইয়ের পাড় দখল। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বিল্ডি। মেয়র বলেন, গারুই নদীর ডেমোগ্রাফিক সার্ভে হয়ে গেছে। গারুই সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে সৃষ্টিনগর থেকে। সিঙ্গারণ নদী নিয়ে কারখানা গুলিকে নোটিস করা হয়েছে। ৫০০ কোটি জরিমানা করা হয়েছে।

নাবালক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হল প্রশাসনের তৎপরতায়

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ২ ব্লক এলাকায় এক নাবালক নাবালিকার বিয়ে রুখলো মঙ্গলবার প্রশাসন । মেমারি ২ ব্লক এর বিজুর এলাকার দুই নাবালক- নাবালিকার বিয়ে করে। ঘটনার খবর পেয়ে মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই নাবালক নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং তাদের দুটি পরিবারকে সচেতন করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তারপরে আবারো ওই নাবালক নাবালিকা বিয়ে করে একসঙ্গেই থাকতে শুরু করেন। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ, মেমারি দু'নম্বর ব্লকের প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা এসে ওই নাবালক ও নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে ঘুরে দেখলেন জঙ্গিপুরের নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ এবং অভয়বাণী দেওয়ার উদ্দেশ্যে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেন জঙ্গিপুরের নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার আইপিএস অমিত কুমার সাউ। সোমবার সন্ধ্যার পর ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন এবং সামসেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সাধারন মানুষের দ্বারে দ্বারে যান এসপি। এদিন ধুলিয়ানের ঠাকুরপাড়া, ঘোষপাড়া, শিবমন্দির সহ একাধিক এলাকায় ঘোরেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। বেশকিছুদিন আগেই সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে ধুলিয়ান। ঐতিহ্যবাহী শহরকে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে এবং মানুষের মনে অভয়বাণী, বিশ্বাস ও মেলবন্ধন গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা। পুনরায় দোকানপাট ও জীবন যাপন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কোনরকম সমস্যা হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখেন জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ সুপার। পুলিশ ও নবনিযুক্ত পুলিশ সুপারের তৎপরতায় সারা দেন সাধারণ মানুষ।

বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য সাঁইথিয়াতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ এপ্রিল ঃ দিনের পর দিন বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য সাঁইথিয়াতে। এদিন ফের বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। এই বোমা উদ্ধার করা হয়েছে দক্ষিণ সিজা গ্রামে। এই গ্রামেই দিন দুয়েক আগে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছিল। গতকাল ও উদ্ধার হয়েছে বোমা। মঙ্গলবার ফের বোমা উদ্ধার দক্ষিণ সিজা গ্রামে। জায়গাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে, খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াডকে। তারা এলে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হবে।

নয়া ইতিহাস গড়ে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা মা কালী মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ নয়া ইতিহাস গড়ে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা মা কালী মন্দিরে। এতদিন রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার মায়ের বাৎসরিক পুজোর সময় ছাড়া ভক্তরা মায়ের মুখ দর্শন করতে পারতেন না। সারা বছর পুজো হত শিলামূর্তিতেই। এবার ভক্তদের দীর্ঘদিনের দাবিতে সাড়া দিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শতাব্দী প্রাচীন দেবীর স্থায়ীভাবে রুপোর মুখমণ্ডল প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। হোম যজ্ঞের মাধ্যমে নতুন মুখমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বাৎসরিক পুজোর সময় মূর্তি গড়ার জন্য রুপোর মুখমন্ডল সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর ফের বছরের বাকি সময় ভক্তরা মায়ের অবয়ব দর্শন

করতে পারবেন। এই বিষয়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অরুপ চক্রবর্তী বললেন, ভক্তরা চাইছিলেন সারাবছর মায়ের দর্শন। আজ সেই চাওয়া আজ পরিপূর্ণ হল। মা এখন সর্বক্ষণ বিরাজ করবেন রুপোর মুখমণ্ডলে। এদিন সকাল থেকে বালুরঘাটের বোল্লা গ্রামে উপচে পড়ল ভক্তের ঢল। কেউ ফুল হাতে, কেউ দ্বীপ হাতে, কেউ চোখের জল মুছতে মুছতে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের সামনে। ঢাকের তালে তালে নেচে উঠেছে শিশু থেকে বৃদ্ধ। বোল্লার আকাশে বাতাসে যেন ধ্বনিত হয়েছে একটাই শব্দ জয় মা বোল্লা। এদিন মায়ের মুখাবয়বের সামনে প্রণামে নতজানু হলেন হাজার হাজার ভক্ত। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খের ধ্বনি আর উলুধ্বনির মাঝখানে উৎসবের আবহ যেন ভরে উঠেছিল মন্দির চত্বর। বাসরিক নিয়ম অনুযায়ী পুজোর তিনদিন পর দেবীর মূর্তি নিরঞ্জন হয়। সেক্ষেত্রে সারাবছর মায়ের দর্শন সম্ভব হত না। সেই আক্ষেপেই জন্ম নিল রুপোর মুখাবয়ব। যা আজ থেকে ভক্তির স্থায়ী প্রদীপ হয়ে রইল বোল্লার বুকে। পুজো কমিটির দাবি, এদিন ৫৬ রকমের মিষ্টান্ন নিবেদন করা হয়েছে বোল্লা মায়ের ভোগে। বিশেষ যজ্ঞের আয়োজনও হযেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভরসা আর মায়ের আশীর্বাদেই আজকের দিনটি সম্ভব হয়েছে।

ফেসবুকে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে প্রতারণার চেষ্টা! ধরা পড়ল এক অভিযুক্ত

বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ ফেসবুকে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে প্রতারণার চেষ্টার ঘটনা ফের সামনে এলো পূর্ব বর্ধমানে। শহর বর্ধমানের এক যুবতির নাম ও ছবি ব্যবহার করে তৈরি করা হয় একটি নকল প্রোফাইল। সেই ভুয়ো আইডি থেকে বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠানো হয় বর্ধমানের এক সিভিক ভলেন্টিয়ার লালটু সিংহকে। বন্ধুত্ব হওয়ার পর নানা অজুহাতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ধার চাওয়া হয় ওই ভুয়ো প্রোফাইল থেকে। তবে টাকা দেওয়ার আগে সন্দেহ হওয়ায় লালটু নিজের বুদ্ধিতে ফাঁদ পাতে। টাকা দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তকে বর্ধমান ডেকে পাঠানো হয়। মূল চক্র হাজির না হলেও, তার এক ছায়াসঙ্গী টাকা নিতে এলে লালটু সিংহ তাকে নিজের বাইকে চাপিয়ে সোজা নিয়ে যান বর্ধমান থানায়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বর্ণনায় লালটু সিংহ জানান, ভুয়ো আইডি থেকে প্রথমে লিখে যোগাযোগ করা হয়। নিজেকে মামনি বলে পরিচয় দেয়। পরে টিংকুর গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে নানা গল্প শোনায়। কিছু ছবি চাওয়ার পর বেশ কিছু ছবি পাঠায়, যা বর্ধমানের এক মহিলার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। তখনই আমি সন্দেহ করি এবং সেই মহিলার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো ঘটনা বুঝতে পারি। অন্যদিকে, ওই যুবতী জানান কিছুদিন ধরে শুনছিলাম কেউ আমার নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডি চালাচ্ছে। এবার এক সিভিক ভাইয়ের সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেছে শুনে আমি থানার দ্বারস্থ হয়েছি। চাই, এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই ঘটনায় মূল পান্ডা ছাড়াও আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে প্রতারণায় মূল অভিযুক্তের ওই ছায়াসঙ্গীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

বর্ষায় বদলের বঙ্গোপসাগরে মাছ নেই! ইলিশ-পমফ্রেট পাতে পড়বে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালী ভাব ভারতের একটা বড় অংশে ক্রমশ প্রভাব ফেলছে। বিশেষকরে বঙ্গোপসাগরের জীব জগতে তার প্রভাব ফেলছে প্রবলভাবে। বিপদে বঙ্গোপসাগরে মাছেদের জীবন। তাদের খাবারে টান পড়েছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে মাছের সরবারহ কমে যেতে পারে। এমনটাই বলা হচ্ছে নেচার জিওসায়েন্সের এক গবেষণায়। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা টানা কয়েক হাজার বছরের মৌসমী বায়ুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বঙ্গোপসাগরে খাবার কমে গিয়েছে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। বিশ্বের জলভাগের মাত্র ১ শতাংশে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। গোটা বিশ্বের মাছ সরবারহের ৮ শতাংশ আসে বঙ্গোপসাগর থেকে। দামি ইলিশও পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগর থেকেই। সুমদ্রবক্ষের ফসিল সেল ও মাইক্রোস্কোপিক ফাইটে প্ল্যাঙ্কটন বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন কীভাবে সামুদ্রিক সম্পদের উপরে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব পড়েছে। এর উপরে বাংলাদেশের মতো দেশ যে পরিমাণ মাছ বঙ্গোপসাগর থেকে ধরে তা অনেকটাই বেশি। এতেও কমছে মাছ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বঙ্গোপসাগরের মাছের উপর নির্ভর করেন ১৫ কোটি মানুষ। তাদের জীবিকা ও খাবার সংগ্রহ করেন বঙ্গোপসাগর থেকে। সমুদ্রবক্ষে ফ্লাঙ্কটনের বৃদ্ধির উপরের নির্ভর করে সেখানকার জীবের অস্তিত্ব। তাই প্ল্যাঙ্কটনের অভাবে সঙ্কটে পড়ছে মাছ-সহ অন্যান্য জীবের জীবন। এমনটাই বলছেন রাটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ইয়ার জিজেনথাল।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা, আহত সাইকেল আরোহী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা জাতীয় সড়কে। গুরুতর আহত সাইকেল চালক। বহরমপুরের ফতেপুর মোর এলাকায় যাত্রী বোঝাই বাস মারল সাইকেল চালককে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। জানা গেছে বহরমপুরের দিক থেকে একটি বাস রঘুনাথগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় মেহেদী পুরের দিক থেকে এক ব্যক্তি বাজার করার জন্য জাতীয় সড়ক ধরে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ফতেপুর মোর সং লগ্ন এলাকায় যাত্রী বোঝাই বাস একটি ডাম্পারকে ওভারটেক করতে গিয়ে মারে সাইকেল চালক কে। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহতে হয় ওই সাইকেল চালক তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে। আহত ব্যাক্তির বাড়ি নবগ্রামের দফতপুর এলাকায়। তার নাম কৃপা সিংহ মন্ডল। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

বুনো ষাঁড়ের গুঁতোয় গুরুতর অবস্থায় ৩, ভয়ে তটস্থ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৯ এপ্রিল ঃ মালবাজার মহকুমার চালসায় উন্মত্ত ষাঁড়ের তাণ্ডবের অবসান হল এবার। বনদফতরের ঘুমপাড়ানি গুলিতে উদ্ধার ওই উন্মত্ত ষাঁড়। এলাকাবাসী জানাচ্ছে এলাকায় এই ঘটনা একেবারে নতুন। মালবাজার মহকুমার চালসা ও সংলগ্ন এলাকায় কয়েকদিন ধরে আতঙ্ক ছড়ানো উন্মত্ত ষাঁড়টিকে শেষমেশ ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে কাবু করল বনদফতর। ওই ষাঁড়ের গুঁতোয় ইতিমধ্যেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মঙ্গলবার সকালে চালসার সাতখাইয়া এলাকায় অভিযান চালান খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বনদফতরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, সকলের উপস্থিতিতে ষাঁড়টিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয়েছে। ব্লক প্রাণী সম্পদ আধিকারিকের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এরপর ষাঁড়টিকে পাঠানো হয় শালবাড়ি গোশালায, যেখানে আপাতত তার রাখা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, গত কয়েকদিন ধরে ষাঁড়টি এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছিল। তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমরা স্বস্তি পেয়েছি। প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। বাইসন, চিতাবাঘ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীকে ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করে জঙ্গলে ফেরানোর ঘটনা নতুন নয়। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা একটি উন্মত্ত ষাঁড়ের ক্ষেত্রে, এই প্রথম নেওয়া হল চালসা এলাকায়। গোটা ঘটনায রীতিমতো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয়রা।

কলেজের গন্ডগোলের জের, মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ভিড় জমাল ছাত্র-ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি কলেজের গন্ডগোলের জের। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বাড়িতে গিয়ে ভিড় জমাল ছাত্র-ছাত্রীরা। চিৎকার চেচামেচি অশান্তি মেয়রের বাড়ির সামনে। ব্যাপক ক্ষুব্ধ গৌতম বললেন এটা আমার বাড়ি, দলীয় কার্যালয় নয়। ছুটে এলো বিশাল পুলিশ বাহিনী। গৌতম বললেন বাড়িতে মেয়ে এসেছে এলাকা ফাঁকা করো। শিলিগুড়ি কলেজের সোশ্যাল অনুষ্ঠানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি, এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেয়রের বাড়ির সামনেও। শিলিগুড়ি কলেজে সোশ্যাল চলাকালীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ - এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে কলেজ চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পরে দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পৌঁছে যায শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বাড়ির সামনে। রাতে মেয়রের বাড়ির সামনে TMCP-এর একাধিক নেতা ও সদস্য জমায়েত হন। এমনকি শুরু হয বিক্ষোভও। আচমকা বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে ক্ষুব্ধ হন মেয়র গৌতম দেব। ঘটনায় শাসক দলের অনন্দরের অশান্তি আরও একবার প্রকাশ্যে আসে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন মেয়র গৌতম দেব। ছাত্র-ছাত্রীদের ধমক দিয়ে বলেন এটা আমার বাড়ি দলীয় কার্যালয় নয়। ঘটনার খবর পেয়ে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর্মসূচী নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ২৯ এপ্রিল ঃ আজ অক্ষয়তৃতীয়া, আর এই বিশেষ দিনে দীঘার সমুদ্র সৈকতে শুভ উদ্বোধন হতে চলছে জগন্নাথ মন্দির! আর এই মন্দির উদ্বোধনকে ঘিরে ইতি মধ্যে এক উসবের আমেজে মেতে উঠেছে গোটা বাংলা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়েছে একাধিক কর্মসূচীও। আর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দীঘায় এই জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের জন্য মূখ্য মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে মন্দির নগরী নবদ্বীপ ধামের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের তরফে। মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ শহরে প্রাচূন মায়াপুর চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দিরের সন্মুখ থেকে এক কীর্তন সহ পদযাত্রার শুরু হয় যা শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে শহরের সরকার পাড়া স্থিত রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে সমাপ্তি হয়। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিভিন্ন আধিকারিক সহ শহরের অসংখ্য সাধু, বৈষ্ণব ও সাধারণ মানুষ। নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাসচিব কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী জানান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দীঘার সমুদ্র সৈকতে এই প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মানের ফলে একাধারে যেমন দীঘার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচারও হচ্ছে, আর এই কারনেই মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে এদিনের এই কর্মসূচী।

মেডিকন-২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে

মহন্ত দাশগুপ্ত, ২৯ এপ্রিল ঃ মেডিকন-২০২৫, ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড সোসিও মেডিকেল সামিট সার্বিকভাবে ও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বিদ্যাসাগর সভাগৃহে। ডাক্তার কে. আর.অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি অ্যান্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজি ইউনিভার্সিটি অফ কল্যানী এবং গ্রেটার কলকাতা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-আইএমএ কল্যাণী মেট্রোপলিটন ব্রাঞ্চ-এর যৌথ উদ্যোগে মেডিক্যান-২০২৫ প্_থিত যশা ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সচেতনতা শিবির ও সেমিনার এবং সংবর্ধনা প্রদান

অনুষ্ঠান। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ তথা ডাক্তার সাধন চন্দ্র রায়, ডাক্তার সুভাশিষ সাহু, অধ্যাপক ডাক্তার আর.এন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডাক্তার সুজিত নন্দী, ডাক্তার রাজিব পান্ডে, ডাক্তার পারভেজ আলম, ডাক্তার পি কে শর্মা সহ অন্যান্য ডাক্তারবাবুরা। এদিন সমস্ত স্টুডেন্ট ও প্যারামেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডাক্তারির সমস্ত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দেন বা বক্তব্য প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শুক্লা অধিকারী মহাশয়া ও তার সম্প্রদায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাক্তার কে. আর. অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজির প্রধান কর্ণধার তথা অধ্যাপক ডাক্তার তপন অধিকারী মহাশয়। এদিন প্রায় সাড়ে ৩০০ ছাত্র- ছাত্রী ও অভিভাবক ছাড়াও ডাক্তারবাবুরাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সোদপুর শুকচর বালক ব্রহ্মচারী বাবা ধামের কর্ণধার ও বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্টের সম্পাদক কাজল রায়।

মদের আসরে বচসা, হাতাহাতি থেকে খুন

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ এপ্রিল ঃ আসানসোল সালানপুর থানা এলাকার আল্লাডি পঞ্চায়েত এর সিধাবাড়ি রামচন্দ্র পুর গ্রামে বচসার জেরে খুন হতে হল এক যুবককে । যুবকের নাম দীনেশ রায় (৩৫) । এই ঘটনায় বিরজু হাসদা নামে এক যুবককে আটক করেছে সালানপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় আরো কেও যুক্ত আছে কিনা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ! স্থানীয় সূত্রের খবর, সালানপুর থানার কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ি এলাকার সীধাবাড়ি রামচন্দ্র পুর গ্রামে বিরজু হসদা নামক এক যুবকের বাড়িতেই সোমবার দুপুরের দিকে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে দীনেশ রায় এর সাথে বিরজু এর বচসা শুরু হয় এবং সেই থেকেই শুরু হয় হাতাহাতি। তারপরেই নাকি বিরজু দীনেশ এর মাথায় সজোরে আঘাত করে যার ফলে মাটিতে লুটিযে পড়ে দীনেশ। তবে দীনেশ কে রক্তাক্ত অবস্থায় তারই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ফেলে আসে বিরজু যা। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দীনেশ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে কাল্যানেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ এলে দীনেশকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে পুলিশ বিরজু হাসদা কে আটক করেছে এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে রক্তের দাগ রয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুন্দরবনের গোলপাতা গাছ - মানুষের জীবিকার একটা অংশ

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৯ এপ্রিল ঃ ন্ডবসিরহাট সহ উঃ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সু ন্দরবনের অন্তর্গত। সেই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য গাছ হলো 'গোলপাতা' গাছ। গোলপাতা ছিল এক সময়ে সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে ঘরের ছাউনির একমাত্র অবলম্বন। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্রই গোলপাতা জন্মে থাকে। তবে নদী ও খাল ধারে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সুন্দরবনে নদী ও খাল জালের ন্যায়

বিন্যস্ত সেখানে বিক্ষিপ্তরূপে অপরূপভাবে শোভা পায়। গোলপাতা সুন্দরবনের একটি সম্ভাবনাময় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতি। এটি সুন্দরবনের একটি অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক অর্থকরী সম্পদ। সাধারণত সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে স্বল্প লবণাক্ত জায়গায় জন্ম নেয় গোলপাতা গাছ। সুন্দরবনের অনেকে জানান, কয়েক দশক আগে সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত মানুষ বসতবাড়ি, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, আলাঘর, বৈঠকখানা সহ বিভিন্ন ঘরের ছাউনিতে এই গোলপাতা ব্যবহার করত। যদিও বর্তমানে মাটির বাড়ি হ্রাস পাওয়ায় গোলপাতা গাছের ছাউনির তেমন দেখা মেলেনা। গোলপাতা ঘরের ছাউনি ছাড়াও রান্নার কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয় গোলপাতা। তাছা।। গোলপাতা গাছের পাতার ভিতর থেকে মোচা আকারে বের হয়। ফুল থেকে দৃষ্টিনন্দন ফল বের হয়। সেই ফল খুবই সমাদৃত ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৩-২৫, তারিখঃ ০৯.০৪.২০২৫। সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রি নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৩-২৫। অবস্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বাহিরখণ্ড-তারকেশ্বর স্টেশনের মধ্যবর্তী এলসি নং ২৩এ-এর পরিবর্তে কিমি ৩৪/৪-৫-তে নতুন আরওবি নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ২৫ কেভি এসি ওএইচই-এর অদলবদল। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪৯,৩৩,৯৫৮.৫০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৯৮,৭০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার পর থেকে ২১ (একুশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোন সময় টেন্ডার খোলা হতে পারে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা পড়লে তা গ্রহণ করা হবে না এবং অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

(HWH-52/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

PROFECTUS CAPITAL

প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
নিবন্ধিত এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানাঃ বি /১৭, ৪র্থ তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, পিছনে ফিনিক্স মার্কেটসিটি মল, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুড়িয়া (পশ্চিম), মুম্বাই, ৪০০০৭০
শাখাঃ সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তলা, ৫ /১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

ভুল সংশোধনী

অনুগ্রহ করে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন, ঋণগ্রহীতা ভবতোষ বিশ্বাস (ভবতোষ হস্তশিল্প), সরস্বতী বিশ্বাসের উল্লেখ সহ এই পত্রিকায়। এই বিজ্ঞপ্তিতে অনুগ্রহ করে অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর পরিবর্তে অনুমোদিত কর্মকর্তা পড়ুন। চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য বিবরণ একই থাকবে।

স্থানঃ কলকাতা — স্বা /-
তারিখঃ ৩০ ।৪ ।২০২৫ — অথোরাইজড অফিসার

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-
MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id:
murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 491/MM/NIeT/2025-26 and 492/MM/NIeT/2025-26, Dated: 29-05-2025.** The last date for online submission of tender is **25-05-2025 up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O:- Ankri Srirampur Dist:- Hooghly
(Under Pursurah Development Block)
e-mail ID -srirampur_p@rediffmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No: 01/2025-2026

Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited for total 19 (Nineteen) Nos. different works. Closing Date of Tende paper Submission (Online) **03/05/2025 12.00 Noon.** The Technical bid & Financial Bid will be open:- **05/05/2025 at 12.30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Srirampur Gram Panchayat

Office of the SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT

Srirampur :: Purba Bardhaman e-Tender Srirampur Gram Panchayat, Purbasthali-I dev Block, Purba Bardhaman **NIT No: 173 & 174/SGP/2024-25,** Date: 25-04-2025, Published on eNIT site on **28-04-2025, Fund: 15th/5TH.** For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

sd/-
Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬১৫৮৬৮৮, তারিখঃ ২২.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নংঃ জিইএম বিড নং জিইএম/২০২৫/বি/৬১৫৮৬৮৮। বিবরণঃ** ক্যালিব্রেশন পরিষেবা- ২ (দুই) বছর সময়কালের জন্য (বছরে একবার ভিত্তিতে) লোকো কমপ্লেক্সে শপ নং ৯, ৯এ, ১০, ১১, ১১এ, ১৪ ৩৪/কাঁচড়াপাড়া এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রইং অফিসের ইনস্ট্রুমেন্ট, টুলস ও গেজ-এর ক্যালিব্রেশন। **টেন্ডার মূল্যামানঃ** ৭,২৪,৪৭৩ টাকা, জিএসটি সহ। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৫.২০২৫ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০২ (দুই) বছর। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **জিইএম পোর্টাল**। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে জিইএম পোর্টালে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।

(MISC-36/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
সিনঃ এল১৭১১৪ডব্লুবি১৩১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
নিবন্ধিত অফিস এবং কারখানাঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৪
ফোন ঃ ৯১ ৩৩ ২৪৮৯ ৩৪৭২, ২৪৬৯ ৭৮২৫
শহর অফিস এবং শেয়ার বিভাগঃ ৯১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ ৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩ ২২৪২ ৯৪৫৪
ওয়েবসাইট ঃ **www.kesoramtextiles.in** ইমেলঃ **sharedepartmentkesoramtextiles.in**

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার
শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির **২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৮শে মে, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১,০০ টা (১এসটি)** ভিডিও কনফারেন্স **(ভিসি)** অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম **(ডিএভিএম১)** সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, **এমসিএ** এবং **সেবি সার্কুলার** সহ পঠিত, মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম এর নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kesoramtextiles.in, The Calcutta Stock Exchange Ltd** এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** এ পাওয়া যাবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিস্তারিত তথ্য সভার নোটিশে দেওয়া হবে। ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর নোটিশ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিরেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত। বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের পাশাপাশি যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আরটিএ অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে mcsstarediffmail.com ঠিকানায় একটি ই-মেইল পাঠান যাতে সদস্য(দের) নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে ২রা মে, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৫,০০ টা (১টা) এর মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড গ্রহণ করতে পারেন। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপি-র সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানি তাদের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং এমসিএ সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে প্রেরণ করবে না। তবে, কেস-কেস ভিত্তিতে সদস্য(দের) অনুরোধের ভিত্তিতে এটি উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, এর উপর প্রযোজ্য নিয়ম এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সকল সদস্যদের সিডিএসএল এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে যাতে তারা কোম্পানির ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দিতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৪শে মে, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯.০০ টা (১টা) থেকে শুরু হয় এবং ২৭শে মে, ২০২৫ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টা (১টা) এ শেষ হয়। অতিরিক্তভাবে, কোম্পানি সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। বার্ষিক সাধারণ সভার আগেবার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভেন্যুতে ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত করার জন্য জনাব অনিল দুবে (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ১২৫৮৮), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ২২শে মে, ২০২৫ থেকে বুধবার, ২৮শে মে, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা — সাক্ষর-বিনাম্রতা আগরওয়াল
তারিখঃ ২৯শে এপ্রিল, ২০২৫ — কোম্পানি সচিব

ভ্রমণ

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কম্বোডিয়ার প্রাচীন মন্দির আঙ্করভাট

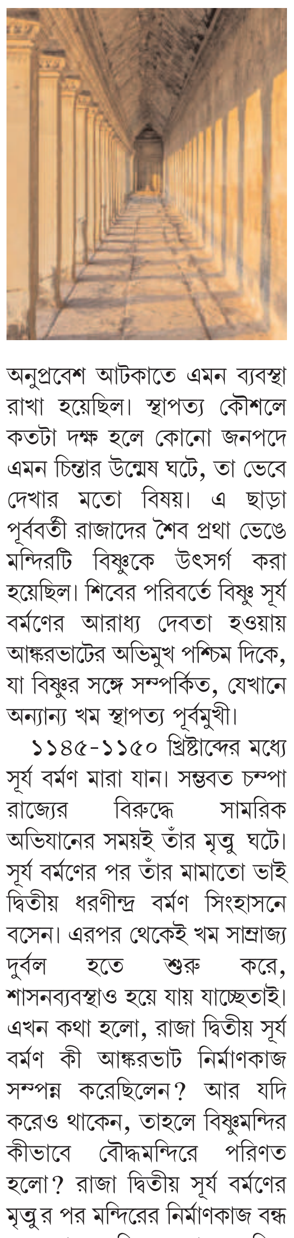

আমাদের গন্তব্য কম্বোডিয়ার আঙ্করভাট, তাই রাজধানী নমপেন ছাড়তে হলো ভরসন্ধ্যায়। নমপেন থেকে সিয়েম রিপের দূরত্ব প্রায় ৩১৮ কিলোমিটার। প্লেন, বাস, মিনিবাস ও গাড়িতে করে যাওয়া যায়। স্লিপার বাসে আমাদের লেগেছে ছয় ঘণ্টা। ভাড়া জনপ্রতি ১০১৮ ডলারের মধ্যে। রাতের ভ্রমণে আশপাশের দৃশ্যগুলো সে অর্থে দেখতে পাইনি।

আফসোসের বিষয় হলো, নমপেন পৌঁছেই যদি সিয়েম রিপের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম, তাহলে দিনের আলোয় হয়তো অনেক কিছু চোখে পড়ত। তবে এটিও ঠিক, নমপেনের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা হতো না। সিয়েম রিপে যাওয়ার পুরোটা সময় নমপেনে দেখে আসা রয়্যাল প্যালেস, গোল্ডেন টেম্পলের পাশাপাশি কিলিং ফিল্ডটাও চোখে ভাসছিল। হলোকাস্ট হোক কিংবা যুদ্ধ, এর ভয়াবহতা আমাকে ভীষণ বিষণ্ন করে। কিলিং ফিল্ড দেখে মনে হচ্ছিল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এমনকি ফিলিস্তিনের ওপরে চলমান এই নির্মম গণহত্যার স্মৃতি যদি এভাবে সংরক্ষণ করা হতো!

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সিয়েম রিপে এসে পৌঁছালাম। আলো-আঁধারিতে শহরটিকে জাদুতে মোড়া রূপকথার প্রাচীন কোনো নগরী মনে হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে আমরা যখন সিয়েম রিপ সেন্টার হোটেলে এলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা। নির্মল বাতাসে বয়ে যাচ্ছিল আমাদের হোটেলের বারান্দায়।

অষ্টম আশ্চর্য আঙ্করভাটে

আমরা যে সময় গেছি, সে সময় কম্বোডিয়ায় গ্রীষ্মকাল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোতে হলো। হাতে একদম সময় নেই। এখানকার হোটেল, হোম-স্টে এবং রেস্টহাউসগুলো বেশ সাজানোগোছানো, ঝকঝকে। সেন্টার হোটেল থেকে আমাদের অভীষ্টের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। বলে রাখা ভালো, পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের কথা শিশুদেরও জানা। অষ্টমটির খোঁজ মিলেছে দীর্ঘদিন ছাড়া, বেশ রয়েসয়ে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে আঙ্করভাটকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রোমান শহর পম্পেইকে হারিয়ে অভিনব স্থাপত্যশৈলী ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যে পর্যটকদের মুগ্ধ করে চলেছে এই প্রাচীন মন্দির। আঙ্করভাটে প্রবেশের জন্য শহর থেকে এন্ট্রি টিকিট করিয়ে নিতে হয়। এক দিনের জন্য জনপ্রতি ৩৭ ডলার। আপনি যদি তিন দিন যেতে চান, এর জন্য গুনতে হবে ১১১ ডলার। সিয়েম রিপ থেকে টুকটুকে করে আঙ্করভাটে যেতে মিনিট বিশেক লাগে। এ পর্যায়ে আপনি চাইলে গাইডের সহায়তা নিয়ে পারেন। প্রতি ঘণ্টায় ওরা ২০ ডলারের মতো নেয়। দরদাম করলে কিছুটা কমাতে পারে। আমাদের টিমে স্থানীয় একজন থাকায় গাইডের প্রয়োজন হয়নি। ৫টা ২০ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দীর্ঘ একটা পুল পেরিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। অনেক লোক সেখানে। মন্দিরটা তখনো খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতেই মনে হলো, সূর্যটা যেন মন্দিরের গা ঘেঁষে আকাশে উঠল। মূল তোরণ থেকে আঙ্করভাটের ল্যান্ডস্কেপ কিংবা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন এই দৃশ্য কতটা মনোগ্রাহী! এবার মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার পালা। তিন ধাপের মন্দির। জলের সুরক্ষা পরিখাসহ আঙ্করভাট প্রায় ২০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের প্রথম ধাপে উঠলাম। এই ধাপের চারদিকে লম্বা বারান্দা আর নকশা করা দেয়াল। হাজার হাজার মিটার প্রশস্ত চিত্রাবলির মাধ্যমে হিন্দু পৌরাণিক কিংবদন্তি ও সমসাময়িক জীবনের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমটি দেখে মনে হলো মহাভারতের যুদ্ধ। একপাশে ভীষ্ম তীরের আঘাতে শয্যাশায়ী, অন্যদিকে রথে অর্জুন আর তাঁর সারথি কৃষ্ণ। চারপাশে যুদ্ধরত অনেক সৈন্য আর ঘোড়া। রামায়ণ, সমুদ্রমন্থনের পাশাপাশি রাজা সূর্য বর্মণের জীবনী নিয়েও দুটি নকশাকাটা দেয়াল চোখে পড়ল। বারান্দার ভেতর থেকে আরেকটা লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় ধাপে। আসল সিঁড়িগুলো এতটা ক্ষয়ে গেছে যে নতুন কাঠের সিঁড়ি বানানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটি আকারে কিছুটা ছোট, এর চারপাশে চারটি স্তূপ। স্তূপগুলোর মধ্যে আবার টানা বারান্দা। প্রতিটি স্তূপের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য, যেদিকে তাকাই, মনে হয়, অপ্সরারা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের পরিক্রমায় দেয়ালে খোদিত চিত্র ধ্বংস হলেও শুরুর দিকে মন্দিরের গায়ে ১ হাজার ৮৬০ জন অপ্সরার চিত্র ছিল। এখান থেকে শেষ ধাপে ওঠার সিঁড়ি ভীষণ খাড়া আর অনেকটা উঁচু। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় ''মানুষের মৃত্যু হ'লে কবিতাটি বারবার মনে পড়ছিল। জীবনানন্দ দাশ বোধ হয় তাঁর কবিতায় এমন সিঁড়ির কথাই বলেছিলেন

'একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিলো
ব'লে ভেবেছিলো।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকেতাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়েতবুকেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে!
চেয়েছিলো
পেয়েছিলো শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে
সিঁড়ি উদ্ভাসিত ক'রে রোদ
সিঁড়ি ধ'রে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির ক'রে কি অসাধারণ...'
(মানুষের মৃত্যু হ'লে জীবনানন্দ দাশ)

ওপরে উঠে দেখলাম, এই ধাপের চার কোণেও রয়েছে চারটি স্তূপ, মাঝখানে একটি গর্ভগৃহ। দেয়ালের গায়ে বরাবরের মতোই নিখুঁত কারুকার্য। গর্ভগৃহে এককালে বিষ্ণুমূর্তি রাখা ছিল, বুদ্ধের প্রতিকৃতির আড়ালে আজও তার দেখা মেলে। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে নিচে নামতে নামতে মনে হলো, একসময় যে পথ দিয়ে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ ও প্রাচীন খেমার রাজ্যের লোকজন হেঁটেছেন, সেই পথ ধরে আমিও হাঁটছি। এই অনুভূতি প্রকাশের মতো কোনো শব্দ হয়তো আমার অভিধানে নেই। ইত্যবসরে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণকে নিয়ে দু-চার ছত্র না লিখলেই নয়। সূর্য বর্মণের (শাসনকাল ১১১৩-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামলে ২৮ বছর ধরে আঙ্করভাটের নির্মাণকাজ চলতে থাকে। জনশ্রুতি আছে, দিবাকর পণ্ডিত (১০৪০-১১২০) নামের একজন ব্রাহ্মণের অনুরোধে মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিলালিপিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সূর্য বর্মণের বাবা ছিলেন ক্ষিতিন্দ্রাদিত্য আর মা নরেন্দ্র লক্ষ্মী। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তবে স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তরুণ বয়সে সূর্য বর্মণ সিংহাসন আরোহণের জন্য সুকৌশলে এগোন, যদিও তা বৈধ ছিল।

বিষ্ণুমন্দির কীভাবে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হলো

আঙ্করভাটের মোটিফ গুলো হিন্দুধর্ম থেকেই উদ্ভূত। পাঁচটি কেন্দ্রীয় রত্ন (টাওয়ার) হিন্দু দেবদেবীর বাসস্থান সুমেরু পর্বতের শিখরকে নির্দেশ করে। এই মন্দিরে স্থাপত্যবিদ্যার দুটি অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। একটা টেম্পল মাউন্টেন বা পাহাড়ি মন্দিরের ধাঁচে, অন্যটি গ্যালারির ধাঁচে। মনে প্রশ্ন জাগে, মন্দিরটির ভেতরে-বাইরে এত সুরক্ষা পরিখা কেন রাখা হয়েছিল? কম্বোডিয়া দুই ঋতুর দেশ। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন, গ্রীষ্মকালীন জলসংকট দূর করার পাশাপাশি বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ আটকাতে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্থাপত্য কৌশলে কতটা দক্ষ হলে কোনো জনপদে এমন চিন্তার উন্মেষ ঘটে, তা ভেবে দেখার মতো বিষয়। এ ছাড়া পূর্ববর্তী রাজাদের শৈব প্রথা ভেঙে মন্দিরটি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। শিবের পরিবর্তে বিষ্ণু সূর্য বর্মণের আরাধ্য দেবতা হওয়ায় আঙ্করভাটের অভিমুখ পশ্চিম দিকে, যা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে অন্যান্য খম স্থাপত্য পূর্বমুখী।

১১৪৫-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সূর্য বর্মণ মারা যান। সম্ভবত চম্পা রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সূর্য বর্মণের পর তাঁর মামাতো ভাই দ্বিতীয় ধরণীন্দ্র বর্মণ সিংহাসনে বসেন। এরপর থেকেই খম সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে, শাসনব্যবস্থাও হয়ে যায় যাচ্ছেতাই। এখন কথা হলো, রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ কী আঙ্করভাট নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছিলেন? আর যদি করেও থাকেন, তাহলে বিষ্ণুমন্দির কীভাবে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হলো? রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণের মৃত্যুর পর মন্দিরের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও দেয়ালের কিছু কারুকাজ ছাড়া প্রায় সবটুকুই তিনি গুছিয়ে এনেছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে বেশ কিছু মিথ প্রচলিত থাকলেও যুক্তিযুক্ত কথা হলো, ইতিহাসে ধর্মের রদবদল হামেশাই ঘটে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন উপাদানও বড় ভূমিকা রাখে। যেমনটা পাল সাম্রাজ্যের পতন এবং সেন বংশের উত্থানের সময় হয়েছিল কিংবা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এদিকে ১১৭৭ সালে আঙ্কর শহরটি খামেরদের চিরাচরিত শত্রু চম্পা রাজ্যের (বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপকূলে অবস্থিত একটি অংশ) সৈন্যদের হাতে পরাজিত ও লুণ্ঠিত হয়। ১১৭৮ সালে রাজা সপ্তম জয় বর্মণ (১১২০-১২১৮ খ্রিষ্টাব্দ) খেমার সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে বহিরাক্রমণ পরাহতের পাশাপাশি রাজ্যটি পুনর্গঠন করেন। তিনি আঙ্করভাট থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে রাজধানী স্থানান্তরের পাশাপাশি একটি নতুন মন্দির স্থাপন করেন।

দুর্গের একটি কক্ষে আছে নির্যাতনের এই প্রতীকী স্মারক

স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাটিস্লাভা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার ট্রেনযাত্রা শেষে সবুজ পাহাড়, নদী আর মেঘ জানান দিল আমরা হাই টাট্রাস পর্বতমালার দিকে এগোচ্ছি। আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি কমে ক্রালোভানি এসে থামল। ক্রালোভানি থেকে ট্রেন বদলে কুবিন যাব। কিন্তু স্টেশনে নেমে জানা গেল শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ এ জন্য কুবিন পর্যন্ত বাসের ব্যবস্থা করে দিল। বাসে উঠতে গিয়ে মনে হলো স্নিগ্ধ জায়গাটায় কিছুটা সময় কাটাতে পারলে মন্দ হতো না। এলাকাটা এত সবুজ আর স্নিগ্ধ যে বারবার আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা মনে করিয়ে দিল। ট্রেনের বদলে বাস হওয়ায় ভালোই হলো। লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ঝাঁচকচকে বাসটি আঁকাবাঁকা-উঁচুনিচু রাস্তা ধরে আধা ঘণ্টা পর কুবিন এসে নামিয়ে দিল। এরপর আবার ট্রেনে উঠে মূল গন্তব্য ওরাভস্কি পোডজামকের স্টেশনে এলাম মিনিট বিশেক পরই। স্টেশন থেকে বের হতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের ওপরের বিশাল ওরাভা ক্যাসেল বা দুর্গ। সেখানেই যাব, তবে তার আগে গুগল ম্যাপে বুকিং করে আসা মোটেলটা খুঁজে নিলাম। পাহাড়ের পাদদেশে চমৎকার মোটেল দেখে মনটা ভরে গেল। বাড়ির মালিক ক্যারোলিনা নামে একজন। ফোন পেয়ে দ্রুত দরজা খুলে দিয়ে অভিনন্দন জানাল। ছিমছাম বাড়ির নিচতলাটুকু নিজেদের বসবাসের জন্য রেখে ওপরতলায় ছয়টা রুম ভাড়া দেয় ক্যারোলিনা। আমার রুমের ব্যালকনি থেকে ওরাভা দুর্গের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। মনে হলো, মাত্র ৪০ ইউরোতেই এমন দারুণ জায়গায় থাকছি! দুপুর হয়েছে। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিলাম। সঙ্গে আনা শুকনা খাবার খেয়েই বের হলাম ওরাভা দুর্গের উদ্দেশ্যে। মোটেল থেকে বেরিয়েই নদী। এখানে ক্যাম্পিং সাইট আছে। নদীতে অনেককেই কায়াকিং করতে দেখা গেল। আরও কিছুটা সামনে এগোতেই কিছু সুভ্যেনির শপ। উপহারের দোকানে ঢুঁ মেরে চলে গেলাম দুর্গের টিকিট কাউন্টারে। দুই রকমের টিকিট নেওয়া যায়। এক শ্রেণির টিকিট নিলে কেবল দুর্গের ভেতরে ঢুকে প্রথম তলা পর্যন্ত ঘোরার অনুমতি মেলে। আরেক শ্রেণির টিকিটে পুরো দুর্গ ঘুরে দেখা যায়। জনপ্রতি ১৩ ইউরোতে পুরো দুর্গ ঘোরার টিকিটই নিলাম। ওরাভা দুর্গ শত শত বছরের ইতিহাস বহন করে চলছে। দূর থেকে দেখতে ঈগল পাখির বাসার মতো। এই দুর্গ ১২৪১ সালে নির্মিত। এরপর ধীরে ধীরে দুর্গের বিস্তৃতি বাড়ে। একসময় তা ১৫৪ কক্ষের বিশাল দুর্গে রূপ নেয়। এখান থেকেই পরিচালিত হতো ওরাভা প্রশাসন। দুর্গের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তর উভয় ক্ষেত্রেই রোমান, গথিক, রেনেসাঁ, বারোক এবং এমনকি সমসাময়িক স্থাপত্যের প্রভাব আছে। পুরো স্থাপনাটিই পাহাড়ের আকৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে গড়ে তোলা। ১৮ শতকের দিকে আগুন লেগে প্রাচীন দুর্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গই সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে। পাথুরে রাস্তার ঢাল বেয়ে কিছুটা উঠলেই দুর্গের প্রথম দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকে সুড়ঙ্গের মতো পথ। এই পথে কিছু দূর এগোতেই বিশাল উঠোনের মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। যার বাঁ পাশে দর্শনার্থীদের জন্য কয়েকটি কক্ষ আছে। আর সোজা সামনের সিঁড়ি দুর্গের আরও ওপরের দিকে উঠে গেছে। বাঁ পাশের কক্ষগুলোয় ঘুরে দেখলাম আদি আমলের বেশ কিছু পোশাক আর নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। এখানে একটা ছোট চার্চও আছে। সেখান থেকে বের হয়ে আরেক তলা উঠলে আরও কিছু কক্ষ দেখা যায়।

Name Change
I, Sumon Pramanik (Old Name) S/O– Gajen Pramanik resident of Vill-Chandannagar, Po- Chandannagar, Ps-Krishnaganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741509 do hereby decrale that I have changed my name from Sumon Pramanik to Suman Pramanik and hencefort I shall be known as Suman Pramanik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Suman Pramanik & Sumon Pramanik both are same and one identical person.

Name Change
I, Nikita (Old Name) W/o Debashis Bakshi Residing at Flat No-1204, Block A3 Emami City, 2,Jessore Road, Nager Bazar, Kolkata, South Dumdum (M), P.o - Dumdum, District- North 24 Parganas, Pin- 700028 West Bengal shall henceforth be known as Nikita Kumari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 71/2025 Dated 29-04-2025.Nikita (Old Name) and Nikita Kumari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanuwari Bibi (Old Name) W/O– Imdadul Hoque resident of Vill-Teghari Kayalpara, Po-Kabilpur, Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742237 do hereby decrale that I have changed my name from Sanuwari Bibi to Sanuara Bibi and hencefort I shall be known as Sanuara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Sanuara Bibi & Sanuwari Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Debashish Kumar Shome (Old Name) S/o Satya Kinkar Shome Residing at 166, Mondal Para Road, Kolkata Municipal corporation, Behala, District-Kolkata, Pin- 700034 West Bengal shall henceforth be known as Debasish Shome (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2025 Dated 29-04-2025.Debashish Kumar Shome (Old Name) and Debasish Shome (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sadrul Islam (Old Name) S/O– Arman Ali resident of Vill-Gobra , Po-Kalukhali, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby decrale that I have changed my name from Md Sadrul Islam to Sadrul Islam and hencefort I shall be known as Sadrul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Sadrul Islam & Md Sadrul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Narsingh Goswami (Old Name) S/o Dwarka Nath Goswami Residing at 49/5H/83/1, K.M. Sarani, Khiddirpore, District- Kolkata, Pin- 700023 West Bengal shall henceforth be known as Narsingh Kumar Goswami (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 69/2025 Dated 29-04-2025.Narsingh Goswami (Old Name) and Narsingh Kumar Goswami (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mamena Bibi (Old Name) W/O– Ismail Sekh resident of Vill-Tiorkhali Karatipara, Po-Maheshganj, Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741315 do hereby decrale that I have changed my name from Mamena Bibi to Momina Bibi and hencefort I shall be known as Momina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Momina Bibi & Mamena Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Kanchan Kumari Goswami (Old Name) D/o Narsingh Kumar Goswami Residing at 49/5H/83/1, K.M. Sarani, Khiddirpore, District- Kolkata, Pin-700023 West Bengal shall henceforth be known as Kanchan Goswami (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 45729 Dated 13-08-2019.Kanchan Kumari Goswami (Old Name) and Kanchan Goswami (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ismail Sk (Old Name) S/O–Saydel Sekh resident of Vill-Tiorkhali Karatipara, Po-Maheshganj, Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741315 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ismail Sk to Ismail Sekh and hencefort I shall be known as Ismail Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Ismail Sekh & Md Ismail Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Robiin Agarwal (old name) son of Rajesh Agarwal, residing at 231, Bangur Avenue, 2nd Floor, Flat-2/8, Kolkata-700055, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Robin Agarwal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/04/2025. Robiin Agarwal (old name) and Robin Agarwal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Imdadul Haque (Old Name) S/O– Manuruddin Shaikh resident of Vill-Teghari Kayalpara, Po-Kabilpur, Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742237 do hereby decrale that I have changed my name from Imdadul Haque to Imdadul Hoque and hencefort I shall be known as Imdadul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/04/2025 . My name Imdadul Hoque & Imdadul Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Dipali Bera W/o Bhabasankar Bera Residing at Vill - Dighirpar Agarhati, District - North 24 Parganas, Pin- 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Ankhi Bera. I declare that Dipali Bera and Ankhi Bera is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-04-2025.

Name Change
I, Jayeeta Mukherjee (Old Name) D/o Gautam Bagchi and W/o Amitava Ray residing at Gangotri Apt, 2A, Garia Garden , Hindustan More ,PO- Garia, Baruipur, South 24 Parganas- 700084 have changed my name and henceforth shall be known as Jayeeta Bagchi (New Name) vide affidavit before The Notary Public , Calcutta on 29.04.25. That Jayeeta Mukherjee and Jayeeta Bagchi both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Muquim Ansari S/o Md Sulaman Residing at 148, A/H/4, Chittaranjan Avenue, Near Telephone Exchang, District - Kolkata, Pin- 700007 West Bengal India shall henceforth be known as Md Mokim. I declare that Md Muquim Ansari and Md Mokim is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-04-2025.

Name Change
I, Md Arshad Reza (old name) son of Md Ali Reza, residing at 3/20, Narkeldanga Main Road, Kolkata-700011, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Asad Reza (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide affidavit No. 4701 dated 10/05/2024. Md Arshad Reza (old name) and Md Asad Reza (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Tapan Kumar De S/o Janaki Nath De resident of Ward No.-03, P.O. & P.S. & Municipality-Arambagh, Dist.-Hooghly, WB, Pin-712601 India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Tapan Kumar De instead of Tapan Kr Dey, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Arambagh, Hooghly on 29/04/2025. Tapan Kumar De and Tapan Kr Dey both are same and one idenical person.

Name Change
I NASHIBUL SEKH S/o JAMIR UDDIN SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY MADHYAMIK ADMIT CARD AS NASHIBUL SHAIKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 29-4-25 NASHIBUL SEKH AND NASHIBUL SHAIKH IS SAME PERSON. MY FATHER JAMIRUDDIN SEKH AND JAMIR SHAIKH IS SAME PERSON. R/O VILL+PO-MAHAT PUR DIST-NADIA.

Name Change
I,JAMALUDDIN SHAIKH (OLD NAME) S/O SK ILIYAS,RESIDING AT VILL-PAIRATUNGI,PO-MAKARDAHA,PS-DOMJUR,DIST-HOWRAH,PIN-711409,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JAMAL UDDIN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2025. JAMALUDDIN SHAIKH (OLD NAME) AND SK JAMAL UDDIN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mucha Karim Mallick, S/o- Chatai Mallick, resident of Vill. Komihana. Po Baruipara, Ps- Tehatta, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741156 do hereby declare that I have changed my name from Mucha Karim Mallick to Mochhakarim Mallick and henceforth I shall be known as Mochhakarim Mallick in all purpose, vide affidavit No. 07 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 22.04.2025. Mochhakarim Mallick and Mucha Karim Mallick both are same and identical person.

Name Change
I,NIZAMUDDIN SHAIKH (OLD NAME) S/O SK JAMAL UDDIN,RESIDING AT VILL-PAIRATUNGI,PO-MAKARDAHA,,PS-DOMJUR,DIST-HOWRAH,PIN-711409,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NIZAMUDDIN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2025. NIZAMUDDIN SHAIKH (OLD NAME) AND SK NIZAMUDDIN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Gopal Gupta (Old name) S/O Laxmi Prasad Gupta, residing at 24/1/3, Shalimar Road,B.Garden, Dist.- Howrah, Pin –711103, have changed my name and henceforthe shall be known as Gopal Prasad Gupta (New name) as declared before Notary Public at Howrah by the affidavit vide no. K/Apr/115/25 dated 22.04.2025, Gopal Gupta (Old name) and Gopal Prasad Gupta (New name) are both the same and one identical person.

Name Change
I,Rakibur Saikh (Old name) S/o-Mannan Sekh, Resident at, Vill-Nutangram, Po- Mougram,Ps-Ketugram, Dist- Purba Bardhaman, 713123, I have changed my name to Rokibur Sk (New name) I shall be known as Rokibur Sk vide affidavit before the Executive Migistrate Katwa on 16/04/2025 Rakibur Saikh and Rokibur Sk same and one identical person.

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কন্যা ভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধ, শিশুদের লিঙ্গবৈষম্য এবং গার্হস্থ্য নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড চ্যারিটি (ইমস্চ) এর উদ্যোগে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ বিহার রাজ্যের অন্তর্গত লক্ষীসরাই জেলার অধীন মহিলা, দামোদরপুর এবং কুড়াউটা গ্রামে কন্যা ভ্রূণ হত্যা পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ কন্যা শিশুদের সামাজিক বা নৈতিক নীতির স্বাধীনতা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুনিশ্চিত করুন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৬৫৮ জন কন্যা শিশু অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল কন্যা শিশুদের দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দূরীকরণ, পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য কন্যা শিশুদের রোজগার নয় তাদের বিদ্যালয় শিক্ষা অত্যাবশক পরিকাঠামো গড়ে তোলায় হল মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। ২৪ শে এপ্রিল ২০২৫, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত কুরনুল জেলার অধীন গর্জিয়াপুরাম মামিডালাপাদু এবং পাসুপুলা গ্রামে কন্যা শিশু ন্যায় বিচার অধিকার, অভিব্যক্তি অধিকার, নাবালিকাদের বিশেষ সুরক্ষা, ক্রমহ্রাসমান লিঙ্গানুপাত, জন্মের আগে লিঙ্গ নির্ধারণ এবং কন্যা শিশু বে-আইনি পাচার প্রতিরোধ, কন্যা শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, খাদ্য এবং শারীরিক সুরক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা হয়।কর্মশালায় ৫৭৩ জন কন্যা শিশু অংশ নেয়। কর্মশালায় কন্যা শিশুদের শ্লীলতাহানি, যৌন নির্যাতন, শৌর্য্য ও কর্মের দিক থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন গড়ে তোলাই হল মিশনের এই প্রকল্পের মূল উপসংহার। ২৫শে এপ্রিল ২০২৫ তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত নাগাপাট্টনাম জেলার অধীন ম্যানগাইনাল্লুর, থিরুপুন্ডি এবং পাপ্পাকোভিল গ্রামে ভূমিষ্ঠ না হওয়া জাতকের লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি প্রতিরোধ, কন্যা শিশুদের সার্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশ পরিসেবা , কন্যা শিশুদের বাক স্বাধীনতা অধিকার, কন্যা শিশুদের পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দান, কর্মশালার আয়োজন করা হয় । কর্মশালায় ৬৪৩ জন কন্যা শিশু অংশ নেয়।

বাইক, স্কুটি, গাড়ি সহ বিভিন্ন চুরি যাওয়া সামগ্রী মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ঃ দুই মাসে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা চুরি যাওয়া বাইক, স্কুটি, গাড়ি, স্বর্ণালঙ্কার এবং গ্যাস সিলিন্ডার মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দিল পূর্ব আগরতলা থানা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে রয়েছে সাতটি বাইক, একটি স্কুটি, একটি গাড়ি, চারশ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার এবং তিনটি গ্যাসের সিলিন্ডার। চুরি যাওয়া সামগ্রী ফিরে পেয়ে খুশি সংশ্লিষ্টরা। দুই মাসে পূর্ব আগরতলা থানার অধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক বাইক ও স্কুটি চুরি হয়। চুরি হয় একটি মারুতি গাড়ি এবং একাধিক বাড়ি থেকে বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার ও গ্যাসের সিলিন্ডার। সংশ্লিষ্ট চুরির ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে পুলিশ সাতটি চুরি যাওয়া বাইক, একটি স্কুটি, একটি গাড়ি, চারশ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালঙ্কার এবং তিনটি গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করে। চুরি যাওয়া এই জিনিসগুলি আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে পূর্ব থানায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, আদালতের নির্দেশ মতোই উদ্ধারকৃত জিনিসগুলি সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলির মোট বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি।

চুরি যাওয়া সামগ্রী ফিরে পেয়ে খুশি সংশ্লিষ্ট বাইক, স্কুটি, গাড়ি, স্বর্ণালঙ্কার এবং গ্যাসের সিলিন্ডারের মালিকরা। তারা পূর্ব আগরতলা থানার ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই ধরনের ঘটনায় পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল।

কামরূপের দদরায় বিপুল পরিমাণের ড্রাগ্স সহ গ্রেফতার তিন

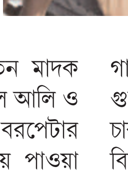

কামরূপ, ২৯ এপ্রিল ঃ কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত দদরায় বিপুল পরিমাণের ড্রাগস সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত তিন মাদক কারবারিকে হাউলির রুবুল আলি ও আবদুল মজিদ এবং বরপেটার কমল মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাতে দদরা ফাঁড়ির কাছে গুয়াহাটি-হাজো সংযোগী রাস্তায় পুলিশের এক দল এআর ০১ আর ৮৭১৫ নম্বরের চার চাকার একটি গাড়ির গতিরোধ করে। গাড়িটি গুয়াহাটির দিক থেকে আসছিল। চার চাকার গাড়িতে তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে সাবানের ছয়টি (৬) কেস থেকে ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এর সঙ্গে পুলিশ রুবুল আলি, আবদুল মজিদ এবং কমল মিয়াঁকে গ্রেফতার করে। পুলিশের জেরায় তারা নাকি স্বীকার করেছে, ড্রাগসগুলি শিলচর থেকে বরপেটায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ মুন্সী রোডে হ্যাপী সংঘের উদ্যোগে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি কাপ- ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থানীয় মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

শহরের নোংরা ফেলা হচ্ছে ধোবীঝোরা নদীতে, অস্তিত্ব সংকটে মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের

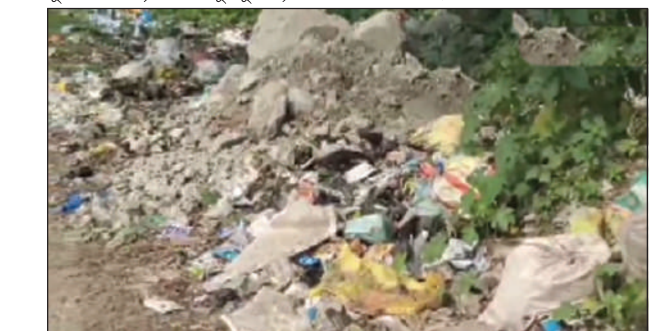

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল ঃ সমগ্র হ্যামিলটনগঞ্জ এলাকার নোংরা ফেলা হচ্ছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প লাগোয়া এই নদীতে। যার ফলে নদীর জল দূষিত হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। অস্তিত্ব সংকটে বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি এলাকাবাসীদের। এমনই দূষণের ছবি দেখা যায় হ্যামিলটনগঞ্জের বিশ্বনাথ পাড়ায় গেলে। নোংরা আবর্জনা দুর্গন্ধে ওষ্ঠাগত প্রাণ লতাবাড়ি বিশ্বনাথ পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। অভিযোগ, গোটা হ্যামিলটনগঞ্জের নোংরা আবর্জনা, এমনকি বাজারের নোংরা ফেলা হচ্ছে বিশ্বনাথ পাড়ার সড়কের দুধারে ও ধোবীঝোরা নদীতে। যার ফলে নদী দূষণ হচ্ছে। এই নদীতে অষ্টমীর স্নান সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের নানা পুজো হয়ে থাকে। এলাকার এই পরিস্থিতির কথা প্রশাসনের কাছে বারবার জানানো হয়েছে। তারপরেও এলাকা পরিস্কারের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। শহরের নোংরায় অবস্থা খারাপ নদী থেকে গ্রাম্য মানুষ, বন্যপ্রাণীদের বন দফতরের পক্ষ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের বারবার বলা হয় নোংরা নদীতে না ফেলার কথা। এলাকাবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই নোংরা তারা নদীতে ফেলেন না। এলাকার বাসিন্দা জানান, বিশ্বনাথ পাড়াকে ভাগাড়ে পরিণত করে দিচ্ছে হ্যামিলটনগঞ্জ সদর এলাকার বাসিন্দারা। হ্যামিলটনগঞ্জের পেছনের অংশ বলে এই স্থানটি নোংরা ফেলে তোলার কোনও মানে হয় না। গত দুবছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই ছবি। মাঝেমধ্যে এলাকাবাসীরা এই আবর্জনা পরিস্কার করে। কিন্তু তারপরেও আবার যেই কে সেই পরিস্থিতি। যারা নোংরা ফেলাতে আসে তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ হয় না বলে জানান বাসিন্দারা। এদিকে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। এলাকার শিশুরা বেশি অসুস্থ হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকেছে বারুইপুর শহর, নজর নেই পৌর প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকেছে বারুইপুর শহর। আনাচে-কানাচে বারুইপুর মূল শহরের রাস্তার দুপাশে বিশেষত বারুইপুর বাইপাস এলাকায় .বিজ্ঞাপনের ব্যানার হোর্ডিং এ ছেয়ে গেছে যা দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে বলে মত পরিবেশ বিদদের। এখনও দেখা মিলছে বিজয়ার শুভেচ্ছা। রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যানারও। তার সঙ্গে নতুন জুটেছে বাংলার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উষ্ণ আমন্ত্রণ। এমন নানা হোর্ডিং, ব্যানারে ঢেকেছে বারুইপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগ, যে যাঁর মতো ব্যানার, হোর্ডিং টাঙিয়ে দিয়ে চলে যান। তারপর আর খোলার দায় নেন না। এই এলাকার কাছে বারুইপুর পুরসভা। রয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপারের অফিস, রয়েছে জেলা ডাকঘর। কিন্তু কারও কোন ও নজরদারি নেই বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এতে এই এলাকায় দৃশ্যদূষণ হচ্ছে বলেও অভিযোগ। বিরক্ত এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু ব্যানার-হোর্ডিং আদৌ সরানো হবে কি না, জানা নেই তাঁদের। এই ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন, আমরা দেখছি বিষয়টি, কিভাবে পুর শহরকে হোর্ডিং মুক্ত করা যায়। বারুইপুরের এই পথ ধরেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল পার হয়ে সোজা যাওয়া যায় কুলপির দিকে। রোজ শয়ে শয়ে গাড়ি চলাচল করে এই পথ দিয়ে। বাইপাসের এই উড়ালপুলের

কাছে বারুইপুর ট্রাফিক পুলিসের কিয়স্ক। তার সামনেই রাস্তার পাশে ব্যানার, হোর্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, খুব খারাপ লাগে দেখতে। এলাকা গিজগিজ করছে ব্যানারে। পুরসভার কোনও নজরদারি নেই। অবিলম্বে বিষয়টি দেখা উচিত প্রশাসনের। পরিবেশবিদদের মতে প্রশাসন অবিলম্বে এই গুলি খুলে হোর্ডিং মুক্ত করুক শহর কে। দূষণ মুক্ত করুক বারুইপুর পৌর শহরকে।

প্যাকেট ছিঁড়তেই আইসক্রিম থেকে বেরোচ্ছে পোকা! কারখানা বন্ধ করল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ আইসক্রিমে কিলবিল করছে পোকা! পোকা সহ আইসক্রিম,কারখানা বন্ধ করে দিল ব্লক প্রশাসন। প্রথমে জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতর বিকেলেই অভিযুক্ত কারখানা পরিদর্শনে যান সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার, কারখানার মালিককে সঙ্গে নিয়ে আইসক্রিম তৈরির প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শন শেষে বিডিও মিহির কর্মকার জানান, অনেক কিছু গলদ নজরে এসেছে, যে কারণে এই মুহূর্তেই আমরা আইসক্রিম কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা কিছু গলদ পাওয়া গেছে সেই বিষয়গুলি দ্রুত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হবে। এদিকে, প্রশাসনের নাকের ডগায় কিভাবে ৫ বছর ধরে দিব্যি চলছিল নিয়ম না মেনে আইসক্রিম তৈরি। রবিবার সেই আইসক্রিমে পোকা মেলায় টনক নড়ে খাদ্য সুরক্ষা ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের। ওই আইসক্রিম কারখানায় সে আচমকা হানা দেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। নিয়ম না মেনে তৈরি করায় প্রায় ১৫০ কেজি আইসক্রিম নষ্ট করে দেন তাঁরা। জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া খড়িয়া পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ি এলাকায় এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার কাছ থেকে বাচ্চার জন্য আইসক্রিম কেনেন এক মহিলা। সেই আইসক্রিমে পোকা মেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পরে জেলাজুড়ে। জেলাশাসকের নির্দেশে সেই আইসক্রিম কারখানায় হানা দেন জেলার খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে জেলার সহকারী ক্রেতা সুরক্ষা অধিকর্তা দেবাশীষ মণ্ডল জানান, কিছু ত্রুটি আমাদের নজরে এসেছে, বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ আইসক্রিম আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। তবে সরকারি আধিকারিক যাই বলুন আইসক্রিম কারখানার মালিক বলেন,' ২১ সাল থেকে এভাবেই ব্যবসা করে আসছি, কারখানায় সরকারি লোকজনও এসেছেন, ওঁরা তখনও কিছু বলেননি, আগামীতে সেভাবেই আইসক্রিম তৈরি করব। কারখানার কর্মীকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন হয়তো মেলার কাছে আসা পোকা আইসক্রিমে পড়ে গিয়েছিল। কারখানায় মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন সামগ্রী রাখার ব্যাপারে ওই কর্মী জানান, ওইগুলি এমনি রাখা হয়েছে,পাশেই নতুন প্যাকেটও আছে।' যদিও এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসে যাওয়ায় প্রশাসনের এত তোড়জোড় বলে মনে করছেন নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা বিস্তৃত পরিধিতে সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিচালন

মালিগাঁও, ২৯ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রীষ্মের ঋতুতে বর্ধিত যাত্রী পরিবহনে সুবিধা প্রদান এবং যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে বেশ কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে। এসএমভিটি বেঙ্গালুরু- নারেঙ্গি, ডিব্রুগড়-কলকাতা, এসএএসএস হুবলি-কাটিহার, শিলচর-কলকাতা, গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর, নিউ জলপাইগুড়ি-অযোধ্যা ক্যান্ট, কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল, কাটিহার-অমৃতসর, নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং আনন্দ বিহার টার্মিনাল -যোগবানী সহ মূল রুটে স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি, শিয়ালদহ - জাগিরোড, উদয়পুর সিটি - ফরবেসগঞ্জ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস - নারেঙ্গি এবং শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা -গুয়াহাটির মধ্যেও পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশেষভাবে ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) কর্মীদের মোতায়েন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য স্টেশনগুলিতে সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে নিরন্তর নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বাণিজ্যিক স্টাফদের সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে

এবং যাত্রী প্রবাহকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। যাত্রীর চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধিকে নজরে রেখে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভবিষ্যতে আরও সামার স্পেশাল ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা করছে। এই ইতিবাচক দৃষ্টিকোনের উদ্দেশ্য যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করা এবং ব্যস্ততম ভ্রমণের সময়কালে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত, সুগম ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিষেবা বর্ধিতকরণ এবং যাত্রী কল্যাণে মনোযোগ দিয়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই ব্যস্ত মরসুমে রেলে চলাচলের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বড়সড় সাফল্য! গাঁজাসহ ধৃত এক পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য পেলো। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে, থানার পুলিশ হিলির বকশীগঞ্জ এলাকা থেকে ৯৩ কেজি ৪১০ গ্রাম গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ঘটনায় কথা জানা জানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হিলির বকশীগঞ্জ এলাকায়। ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকায় হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কাঞ্চন হালদার নামে এক ব্যক্তি। ধৃত ওই ব্যক্তির বাড়ি হিলি থানার ত্রিমোহিনীর চাপাহাট এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় জানা যায়, ধৃত ঐ ব্যক্তি শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে করে আট বস্তা গাঁজা নিয়ে আসেন হিলিতে। সে নিজে কেনে ও নিজেই বহন করে হিলিতে আনে। আরো জানা যায়, সেখান থেকে হাত বদলের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাচার করা হতো। ডিমের কার্টুনের মধ্যে থেকে এই গাঁজা উদ্ধার করে হিলি থানার পুলিশ। উদ্ধারকৃত ৯৩ কেজি ৪১০ গ্রাম গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি কোন বড় চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ কর্মসূচিঃ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বর্ধমানে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন তারা বর্ধমান শহরের উসব মযদান থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিক্ষোভ মিছিল করে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট আসে , এখানেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ও রেফ মোতায়েন করা ছিলো পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে । কার্জন গেটে

বিক্ষোভ মিছিল আসতেই, পুলিশ বাধা দেয়, এদিন তাদের ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাধারনের কাছে। কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে গেলে বর্ধমানের কার্জনগেটে পুলিশ ব্যারিকেডর সামনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ কাইতি বলেন, কাশ্মীরে ইসলামিক জেহাদিদের হাতে যেভাবে শান্তিপ্রিয় হিন্দু পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছে, তাতে গোটা দেশ আতঙ্কিত। শুধু কাশ্মীর নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেও সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর অত্যাচার বাড়ছে। মন্দিরে ভাঙচুর, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মা-বোনদের অসম্মান-এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানিয়ে আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। সংগঠনের দাবি, দেশের সর্বত্র হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি। অন্যদিকে, পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই ব্যারিকেড করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।

দুর্গাপুর ব্যারেজ মেরামতির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ দুর্গাপুর ব্যারেজ মেরামতির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে চলেছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ ব্রিজ বাঁকুড়া এবং দুর্গাপুরের মুখ্য যোগাযোগ স্থাপনের ব্রিজ। দীর্ঘদিন ব্যাপী এই ব্রিজ দুই জেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আসছে। বাণিজ্যগত দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ব্রিজের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঁকুড়া পুলিশের তরফ থেকে পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যাত্রীবাহী যানবাহন (বাস) কিছু সমন্বয় সহ ব্যারেজ সড়ক দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে। ছোট যাত্রীবাহী যানবাহনগুলিকে ব্যারেজের নিচের দিকে নির্মিত অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে চলাচলের

অনুমতি দেওয়া হয়েছে জেলা পুলিশের তরফ থেকে। ইতিমধ্যেই পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ মহড়া শেষ হয়েছে। এছাড়াও পণ্যবাহী যানবাহনগুলিকে পার্শ্ববর্তী জেলা এবং জেলার মধ্যে থেকেও ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের দিকে ব্যারাজ সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে, ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকছে। দুর্গাপুর ব্যারেজে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ, চলছে শুধুমাত্র বাস ও অ্যাম্বুলেন্স। ছোট চার চাকা গাড়ি, কমার্শিয়াল গাড়ি, বাইক ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে। অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে চলানো হচ্ছে যানবাহন। রয়েছে কিছু অসঙ্গতি। অস্থায়ী রাস্তার মিডিলে বয়ে যাচ্ছে নদীর জল, তাই ঢালাই ব্লক নির্মিত রাস্তার মাঝে বালি পাথর সরে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যা যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কষ্টকর ও বিপদজনক। দুই চাকা গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে কষ্টকর ও বিপদজনক। রয়েছে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা রাত্রিকালীন চলাচলে হতে পারে সমস্যা। সুষ্ঠভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার।

মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ পুলিসের জালে সিভিক ভলান্টিয়ার। শুধু তাই নয় মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার। তাজ্জব পুলিসও। স্সামবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত নকশালবাড়ি ব্লকের বেঙ্গাইজোত এলাকায় অভিযান চালায় এসএসবি। এরপর সেখানে একটি বাইকে থাকা দুজনকে আটক করে। বাইক আরোহীদের তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় মরফিন। এরপরেই ওই দুই যুবককে আটক করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারা। পরবর্তীতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ধৃত দুজনকেই গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল, শ্যামলাল সিংহ, নকশালবাড়ির মাল্লাবাড়ির বাসিন্দা এবং অন্যজন সহদেব বর্মন, নকশালবাড়ির কমলা জোতের বাসিন্দা। ধৃত শ্যামলাল নকশালবাড়ি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের কাছ থেকে ২৩৪ গ্রাম মরফিন উদ্ধার হয়েছে। জানাজায় উদ্ধার হওয়া মরফিন নকশালবাড়ি থেকে ইন্দো- নেপাল সীমান্তের পানি ট্যাংকির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও দার্জিলিং জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ টেলিফোনে জানিয়েছেন, আমরা একেবারে জিরো টলারেন্সের চেষ্টা করছি । সিভিক ধরা পড়েছে, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আইন আইনের পথেই চলবে।এর আগেও অনেক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিস।

মধ্যরাতে বাড়িতে ভয়াবহ আগুন, ঝলসে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের অন্তর্গত গোগলা অঞ্চলের বাউরি পাড়ায়। সোমবার গভীররাতে গ্রামের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সমস্ত আসবাবপত্র। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের, তাঁর নাম আশিস বাউরি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গোগলা অঞ্চলের ওই বাড়িতে আগুন লাগে। দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা গোটা বাড়িটিকে গ্রাস করে। সে সময় বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন আশিস বাউরি। আগুন এতই তীব্র ছিল যে তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে পারেননি। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিদগ্ধ যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রা। কিন্তু, যুবককে প্রাণে বাঁচানো যায়নি।

আবার দুর্ঘটনার কবলে টয়ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৯ এপ্রিল ঃ ফের দার্জিলিংয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টয়ট্রেন। একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি টয়ট্রেনের লাইনের উপর চলে আসায় সংঘর্ষ হয়। মঙ্গলবার দুপুরে টয়ট্রেনটি ঘুম থেকে দার্জিলিং ফিরছিল। পথে দার্জিলিং স্টেশন থেকে ৪ কিমি দূরে ডালি এলাকায় মেরি ভিলার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও এতে কেউ হতাহত হননি। এর আগে একাধিকবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে টয়ট্রেন। গত ২৫ এপ্রিলই শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া যাওয়ার পথে সুকনার কাছে উলটে যায় টয়ট্রেনের একটি ইঞ্জিন। চালক ও সহকারী চালক সামান্য আহত হন। এছাড়াও একাধিকবার টয়ট্রেনের লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-04/Sub/II of 2025-26** for 01(One)No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **06.05.2025.** Last date of receiving tender paper- **08.05.2025.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction
Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF. NO- 03/CH-II PS/2025-2026 DT. 28.04.2025 SL 01 to 04 (Tender ID-2025_ZPHD_839720_1 to4) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির
চন্ডিতলা , হুগলী

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-সিপিএম- জিএসইউ-এডিআরএ-০৩-২০২৫, তারিখ ২৫.০৪.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিপিএম/জিএসইউ, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত এবিএসএস কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিশনে রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজের জন্য টোপোগ্র্যাফিক সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন অফ সয়েল স্ট্র্যাটা (২৭টি) পরিচালনার মাধ্যমে ডিপিআর কাম টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৮,৪৯,৯৫৯.২০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-90)**

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৩৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আই টেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নারেঙ্গি - পানীখাইতির মধ্যে কেএম ২১/৮-৯ এ ব্রিজ নং. ৩৫, আরসিসি বক্স (সেগমেটাল), স্প্যান ১×৩.৬৬ এম, কেএম ২২/৪-৫ এ ব্রিজ নং. ৩৫(এ), আরসিসি বক্স (সেগমেটাল), স্প্যান ১×৩.৬৬ এম-এর পুনর্নির্মাণ এবং ঠাকুরকুচি - পানবারীর মধ্যে কেএম ৩২/৯-৩৩/০ এ ব্রিজ নং. ৪৩, আরসিসি বক্স (সেগমেটাল), স্প্যান ১×৩.৬৬ এম-এর পুনর্নির্মাণ (বাকী থাকা কাজ)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৬৩,১১,৫৫০.১৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩১,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e – Tender Notice

e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Urgent rectification of existing loop box cover by supply & fixing of new Loop Box Cover for Gariahat and Parkstreet Flyover under Hooghly River Bridge Commissioners. Tender ID -2025_HRBC_840245_1 e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/02/25-26

Last date of submission of bid (online) is **08.05.2025** up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-01/2025-26 Vide Memo No-301/Shy-II Dated-24.04.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission -**08.05.2025 at 05.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

Cooch Behar Municipality
CORRIGENDUM

Following changes have been made for eNIT Nos.-**COOCH BEHAR/ELEC/4/25-26, COOCH BEHAR/PWD/ 44 /24-25 (2nd Call) , COOCH BEHAR/PWD/ 39 /24-25 (3rd Call) Dt.17-04-25 & COOCH BEHAR/PWD/ 02 / 25-26 (2nd Call) Dt. 19-04-25** e-bid submission end date - **03-05-2025** e-Bid opening date - **05-05-2025**
Details information will be available from the website — (i) **http://wbtenders.gov.in** (ii)**www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

ফর্ম নং INC-২৬
কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে
কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বাঞ্চল, কলকাতার সামনে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০(৬) (ক)
এবং
স্প্যাটিয়েন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে
(**CIN: U72900WB2021PTC245912**) এর নিবন্ধিত অফিস ৭১, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (নর্থ ব্লক), আরএইচ ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬।
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (আরডি) কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে'' পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তিনি MCA-21 পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, নিজাম প্লেস, এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, ২৩৪ /৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ একটি অনুলিপি পাঠাতে পারেন।
৭১, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (উত্তর ব্লক), ৭ম তলা, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ।

এর পক্ষে,
স্প্যাটিয়েন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডে
স্বা /-
মিঃ খুসগর ভংসীত
পরিচালক
DIN: 08880669

স্থান- কলকাতা
তারিখ - ২৯ এপ্রিল, ২০২৫

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-01/25-26, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT- 02/25-26

For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 6(Six) Nos. different works. Document download starting from **30/04/2025 from 05.00 PM up to 08/05/2025 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **08/05/2025 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **10/05/2025 at 12.00 PM.** For details visit **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, WTP-II (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:-
1. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/36/2024-25/01**
Name of the Work: **Repairing and replacement different components of penstock gate against Clariflocculator No.-4 with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: **Rate to be Quoted**. Earnest Money: ₹ **4,615.00**. Period of Completion: **10 days**.
2. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/52/2024-25/07**
Name of the Work: **Outside and inside repairing, painting with replacement of delivery water pipe lines and rain water pipe lines at northern side of recirculation pump house with other allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,61,536.00**. Earnest Money: ₹ **5,235.00**. Period of Completion: **21 days**.
3. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/37/2024-25/02**
Name of the Work: **Repairing and replacement different components of under Water Agitator Mechanism against Clariflocculator No.-2 and 3 with other allied works at WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: **Rate to be Quoted**. Earnest Money: ₹ **5,225.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **13.05.2025 at 2.00 p.m. / 15.05.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:-
1. NIT No.: **KMC/WS/WEST/W-71/T-9/2025-26**
Name of the Work: **Development of filtered water supply by replacement of old and worn out G.I. Service Pipe at 28/1, 31, 48/1, 56 Sambhunath Pandit St., 4/1 School Row and 31/1, D.N. Ghosh Road Bustee in Ward No.-71.** Estimated Amount: ₹ **2,97,064.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
2. NIT No.: **KMC/WS/WEST/W-70/T-5/2025-26**
Name of the Work: **Enhancement of filtered water supply at Pora Bazar Lane giving a pick up by extension of existing 100 mm. dia F.W. service main from 82B, Chowranghee Road to 78A, Chowranghee Road in Ward No.-70.** Estimated Amount: ₹ **1,87,455.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **5 days**.
3. NIT No.: **KMC/WS/WEST/W-82/T-7/2025-26**
Name of the Work: **Strengthening of 600 mm. dia reserve main by M.S. Jacketing at TH Jn. of Alipore Road and Gobinda Auddy Road in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **1,81,566.00**. Earnest Money: ₹ **3,700.00**. Period of Completion: **7 days**.
4. NIT No.: **KMC/WS/WEST/MAINS/T-8/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of damaged 300 mm dia reserve main near Tollygunge Police Station under in Ward No.-88.** Estimated Amount: ₹ **1,57,653.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date of receipt/opening of Tender (Online): **14.05.2025 upto 1.00 p.m. / 16.05.2025 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Water Supply) BPS, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for the following works:-
1. NIT No.: **KMC/WS/BBPS/25-26/01**
Name of the Work: **Fabrication and installation of gratings and chequered plate over cut outs on SUGR at Behala BPS.** Estimated cost: ₹ **4,74,122.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **7 days**.
2. NIT No.: **KMC/WS/GMBPS/24-25/08**
Name of the Work: **Renovation works including painting of Pump House Internal Building at Gandhi Maidan BPS.** Estimated cost: ₹ **4,94,693.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **14 days**. Last date of submission of bid: **10.05.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **13.05.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from **30.04.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate to bid sysem for the following works:-
1. NIT No.: **KMC/US/HQ/105/25-26/002 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of sanitary latrines at Jadavgarh Colony, Sucheta Nagar Colony (Slum Area) etc. in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **4,82,072.74**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 days**.
2. NIT No.: **KMC/US/HQ/081/25-26/003 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of Modern Road side Urinal beside Sunny Marbel on T.C. Road in Ward No.-81, Borough-X.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,91,596.39**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **75 days**.
3. NIT No.: **KMC/US/HQ/032/25-26/004 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of bustee passages at Hotat Colony and its surrounding area in Ward No.-32, Borough-III.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **4,65,830.22**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of bid: **25.04.2025 upto 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **14.05.2025 upto 11.00 a.m.** (for Sl. No. 3). Bid opening date and time for technical proposals: **06.05.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **16.05.2025 at 11.30 a.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **08.05.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.05.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3). The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

143/25-26

সেমিফাইনালে লক্ষ্য খেতাব জয়! সমর্থকদের বার্তা দলের তরুণ ফুটবলারদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সুপার কাপ ২০২৫ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের দুরন্ত যাত্রা অব্যাহত। হাই ভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে সাহাল আবদুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ানদের তরুণ ব্রিগেড। সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ, প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। তবে এই প্রতিপক্ষকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় মোহনবাগান শিবির। দলের সকলের মুখেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক। সবার লক্ষ্য একটাই - ট্রফি জয়। শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পরে রবিবার রিকভারি সেশনে মন দিলেন বাস্তব রায় ও তাঁর সহকারী কোচরা। ফুটবলারদের শারীরিক ও মানসিক চাপ কাটাতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে শরীর ঠান্ডা করেন দীপেন্দু বিশ্বাস, ধীরাজ সিং, সালাউদ্দিনরা। পরে ছিল জিম সেশন। দলের প্রস্তুতি যে কতটা পরিকল্পনামাফিক চলছে, তা স্পষ্ট এই কর্মকাণ্ডেই। সন্ধ্যায় বাস্তব রায়, সহকারী কোচ ডেগি কার্ডোজো, গোলকিপার কোচ অভ্র মণ্ডল এবং বিদেশি তারকা নুনো রেইস গিয়েছিলেন ইন্টার কাশী বনাম মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ দেখতে। এই ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন এফসি গোয়ার কোচ মানালো মার্কুয়েজও। সেমিফাইনালে তাঁর দলই মুখোমুখি হবে মোহনবাগানের সঙ্গে।

আইএসএলের লিগ শিল্ডে মোহনবাগান ছিল প্রথম, আর এফসি গোয়া দ্বিতীয়। ফলে ম্যাচ যে টানটান উত্তেজনার হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। এবার সুপার কাপে গোয়ার অন্যতম

ভরসা আর্মান্দো সাদিকু খেলছেন না। তবে দল হিসেবে তারা এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্যদিকে, মোহনবাগান দলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে রয়েছে তরুণদের জ্বালা। সাহাল আবদুল সামাদ প্রথম ম্যাচেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে সুহেল ভাট, সালাউদ্দিন, দীপেন্দু, ধীরাজ - প্রত্যেকেই নজর কেড়েছেন দারুণ পারফরম্যান্সে।

মোহনবাগান দলের মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল সাহালের কথায়। তিনি বলেন, ''আমরা প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবি না। মাঠে নেমে জেতাই আমাদের লক্ষ্য। এই টুর্নামেন্টে আমরা ম্যাচ ধরে এগোচ্ছি।'' একই সুর আশিক কুরুনিয়ানের গলাতেও। তিনি জানান, ''সিজনের শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য সব ট্রফি জেতা। হয়ত কোনও ম্যাচে আমরা হেরে যাই, কিন্তু লক্ষ্য বদলায় না। সমর্থকদের বলব, আমাদের পাশে থাকুন। আমরা আরও ভালো খেলব।'' বাগান বনাম গোয়া ম্যাচে এই তিন দ্বৈরথ নির্ধারণ করবে সেমিফাইনালের ভাগ্য!

এছাড়া কোচ বাস্তব রায়ও যথেষ্ট মনোযোগী। তরুণ ফুটবলারদের দিয়ে বারবার বোঝাতে চাইছেন, প্রতিটি ম্যাচ যেন ফাইনাল। ছোটখাটো ভুলেও সুযোগ নিতে পারে প্রতিপক্ষ। তাই রিকভারি সেশন, ট্যাকটিকস, ভিডিও অ্যানালিসিস - সব দিকেই জোর দিচ্ছেন তিনি। বিদেশি ফুটবলারদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংমিশ্রণও দলকে ভারসাম্য দিয়েছে। সমর্থকদের আশাবাদী করে তুলেছে এই তরুণ ব্রিগেডের একাগ্রতা ও আগ্রাসন। মাঠে সাহসী খেলা, প্রতি মিনিটে লড়াইয়ের মানসিকতা এবং একে অপরকে সাহায্য করার মনোভাব - এই সব কিছুই মোহনবাগানকে এনে দিয়েছে নতুন শক্তি। এই ধারা ধরে রাখলে সুপার কাপ খেতাব জয় মোহনবাগানের পক্ষে অসম্ভব নয়। সামনের ম্যাচে নজর থাকবে সাহাল, আশিক, দীপেন্দু, ধীরাজদের ওপর। গোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে না, তবে বর্তমান ফর্ম আর আত্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে মোহনবাগান যে নিজেদের শ্রেষ্ঠটা দিতে তৈরি, তা বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপেই। সমর্থকদের চোখ এখন সেই বহুচর্চিত সেমিফাইনালে। তারা চায়, মোহনবাগান ট্রফির আরও এক ধাপ কাছে যাক। মাঠে সাহস, ডাগআউটে পরিকল্পনা, গ্যালারিতে সমর্থন - এই ত্র্যহস্পর্শ যদি একসূত্রে বাঁধা যায়, তাহলে 'মোহনবাগান মানেই চ্যাম্পিয়ন' - এই কথা আবারও প্রমাণ হতে চলেছে।

এই ভারতীয় মিডফিল্ডারকে দলে টানার পথে এফসি গোয়া

পানাজি, ২৯ এপ্রিলঃ পুরনো সমস্ত হতাশা ভুলে এবার দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছে এফসি গোয়া। মরসুমের শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকেই ছন্দে ফিরেছিল এই ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির কাছে ধাক্কা খাওয়ার পর কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পয়েন্ট ভাগাভাগি করে শেষ করতে হয়েছিল সেই ম্যাচ। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করে দুর্বল ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে। তারপর আর খুব একটা অসুবিধা হয়নি বোরহা হেরেরাদের। সময় এগোনোর সাথে সাথে ছন্দে ফিরতে শুরু করে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। এমনকি টুর্নামেন্টের প্রথম লেগে অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল এফসি গোয়া। স্বাভাবিকভাবেই একটা সময় মোহনবাগানের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠেছিল ইকের গ্যারেক্সোনারা। তবে কলকাতা ময়দানের সেই প্রধানের থেকে পয়েন্ট এর পার্থক্য ছিল অনেকটাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের টেক্কা দেওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল গোয়ার ফুটবলারদের কাছে। তাই শেষ পর্যন্ত শিল্ড জয়ের ভঙ্গ হয় দেশের এই ফুটবল দলের। সেই সমস্ত হতাশা ভুলে এবার প্রথমবারের জন্য আইএসএল

জিততে বদ্ধপরিকর ছিল এফসি গোয়া। সেই মতো নিজেদের তৈরি করেছিলেন দলের ফুটবলাররা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আইএসএলের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় আইএসএলের এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। তবে এবার প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এফসিকে টেক্কা দিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপে পৌঁছে গিয়েছে গোয়া শিবির। আগামী বুধবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লড়াই। সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। পাশাপাশি এখন থেকেই আগামী মরসুমের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে নতুন কোচ নিয়োগ করার ক্ষেত্রে গত কয়েক মাস ধরেই যথেষ্ট সক্রিয় থেকেছে গোয়া শিবির। নজরে রয়েছে একাধিক হাইপ্রোফাইল কোচ। শুধুমাত্র কোচ নয়। দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে একবারের শিল্ড জয়ীরা। সেই সাথে বেশ কিছু ভারতীয় ফুটবলারদের দলে টানতে চলেছে আইএসএলের এই দল। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে হর্ষ পাত্রের নাম। বর্তমানে জেরার্ড জারাগোজার বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। খেলেছেন বেশ কিছু ম্যাচ। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে বেঙ্গালুরু শিবিরের। তারপরেই বছর বাইশের এই ফুটবলারকে দলে সই করাতে পারে গোয়া শিবির।

নজর একাধিকের! আইলিগের এই মিডফিল্ডারকে চূড়ান্ত করার পথে মুম্বই

মুম্বই, ২৯ এপ্রিলঃ শেষ মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে পরাজিত করে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মুম্বাই সিটি এফসি। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। তাই এবার ও কিরঘিজ কোচ পেট্র ক্র্যাটকির উপরেই ভরসা রেখেছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু এবার বজায় থাকেনি সেই ধারা। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ম্যাচেই আটকে যেতে হয়েছিল বাগানের কাছে। তারপর ও আসেনি জয়। দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজিত হতে হয় জামশেদপুর এফসির কাছে। পরবর্তীতে ফের দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। চেন্নাইয়িন এফসি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব এফসি হোক কিংবা নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সবার কাছেই ধাক্কা খেতে হয় লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের। যার প্রভাব পড়েছিল লিগ টেবিলে। সেই নিয়ে হতাশ ছিল সকল সমর্থকরা। তবে সময়ের সাথে দল জয়ের সরণিতে ফিরে টুর্নামেন্টের সুপার সিক্স নিশ্চিত করলেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। নর্থইস্ট

ইউনাইটেডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিল মুম্বাই। তারপর সেই হতাশা ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল দেশের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো প্রথম থেকেই ছন্দে থেকেছে দল। দিনকয়েক আগেই তাঁরা পরাজিত করেছে ইন্টার কাশী ফুটবল দলকে। সেইসাথে এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য দল গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে রনবীর কাপুরের এই ফুটবল দল। আসন্ন ফুটবল সিজনের জন্য বেশকিছু বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি দেশীয় ব্রিগেডে ও বেশকিছু পরিবর্তন করার পরিকল্পনা রয়েছে সিটি ম্যানেজমেন্টের। সেক্ষেত্রে আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের একাধিক ফুটবল ক্লাবের দিকে নজর রয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল দলের। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে লালরামদিনসাঙ্গা রাল্টের নাম। বর্তমানে রিয়াল কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই মিডফিল্ডার। দলের জার্সিতে বাইশটি ম্যাচ খেলে একটি গোল রয়েছে বছর তেইশের এই ফুটবলারের। নতুন মরসুমে তাঁকেই দলে নিতে আগ্রহী একাধিক ফুটবল ক্লাব। যার মধ্যে অনেকটা এগিয়ে রনবীর কাপুরের মুম্বই সিটি এফসি। কথাবার্তাও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে এই ফুটবল দল। অন্যদিকে, মুম্বই ছাড়াও তাঁকে দলে টানতে মরিয়া ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং হায়দরাবাদ এফসি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

'রোনাল্ডোকে দেখতে হলে আরবে যাও'

ফ্লোরিডা, ২৯ এপ্রিলঃ এতদিন দেখা যেত দলের নিজের দলের বিপর্যয়ের পর লিওনেল মেসির (নাম শুনলেই খেপে যাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এমনকি তাঁকে তেড়ে যেতেও দেখা গিয়েছে। এবার কিন্তু দেখা গেল উলটপুরাণ। মেসিকে সবাই শান্ত মানুষ বলেই চেনেন। কখনওই তাঁকে রেগে যেতে দেখা যায়নি। ঘটনাটি ঘটেছে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে। ভ্যাঙ্কুভারে বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে হেরে গিয়েছিল মেসির ইন্টার মায়ামি। ম্যাচ শেষে লিওনেল মেসিকে দেখা গেল এক সমর্থকের ওপর রেগে যেতে। মেসিকে নাকি সিআর সেভেনের জার্সি দেখিয়েছেলেন সেই সমর্থক। তাতেই রেগে যান ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক। এক সমর্থক রোনাল্ডোর জার্সি দেখানোর পর মেসিকে বলতে শোনা যায়, 'ওকে দেখতে হলে আরবে যাও।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও লিভারপুলের কোন খেলোয়াড়েরা পদক পাবেন না

লিভারপুল, ২৯ এপ্রিলঃ চার ম্যাচ হাতে রেখে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লিভারপুল। এটা নিয়ে ২০তম বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হলো অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। তাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের লিগ জয়ের রেকর্ড ছুঁয়েছে রেডরা। রবিবার ঘরের মাঠে টটেনহামকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেই শিরোপা নিশ্চিত করে লিভারপুল। সেই ম্যাচের পর উৎসবে ভাসছে লিভারপুল। খেলোয়াড়েরাও ভাসছেন আনন্দ-সরোবরে। তবে এমন আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও দলটির কিছু খেলোয়াড়ের মন খারাপ থাকতেই পারে। মন খারাপের কারণটা অবশ্যই যৌক্তিক। দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কিন্তু ওই খেলোয়াড়েরা শঙ্কায় চ্যাম্পিয়নের পদক গলায় ঝোলাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে। প্রিমিয়ার লিগের নিয়ম হলো চ্যাম্পিয়নের পদক পেতে হলে পুরো মরসুমে কমপক্ষে ৫টি ম্যাচে মাঠে নামতে হবে। প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবকে ৪০টি পদক দেয়। নিয়ম মেনে পদক বিতরণের পর চাইলে হাতে থাকা পদক অন্য খেলোয়াড়দের দিতে পারে। প্রিমিয়ার লিগের

নিয়ম অনুযায়ী এখন পর্যন্ত লিভারপুলের ২১ জন খেলোয়াড়ের পদক পাওয়া নিশ্চিত। এঁরা হলেন আলিসন বেকার, ক্যালভিন কেলাহার, ভার্জিল ফন ডাইক, ইব্রাহিমা কোনাতে, জো গোমেজ, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আরনল্ড, অ্যান্ডি রবার্টসন, কস্তাস সিমিকাস, জ্যারেল কোয়ানসা, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, কার্টিস জোন্স, রায়ান গ্রাভেনবার্চ, দমিনিক সোবোসলাই, ওয়াতারু এন্দো, হার্ভি এলিয়ট, মহম্মদ সালাহ, লুইস দিয়াজ, দিয়োগো জোতা, দারউইন নুনিয়েজ, কোডি গাকপো ও কনর ব্র্যাডলি। এই একুশের পদক নিশ্চিত হলেও লিভারপুলের ১১ জন খেলোয়াড় শঙ্কায় পদক না পাওয়ার। এঁরা হলেন ফেদেরিকো কিয়েসা, ভিতেজলাভ ইয়ারোস, হার্ভি ডেভিস, আমারা নালো, আইজ্যাক মাবায়া, জেমস ম্যাকনেল, ট্রে নিওনি, টাইলার মর্টন, কিয়েরান মরিসন, র‍্যানেল ইয়াং, রিও এনগুমোহা ও ট্রেন্ট কোন-ডোহার্টি। এদের কারোরই আসলে এই মরসুমে লিগে লিভারপুলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন পদক পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫ ম্যাচ খেলার কোটা পূরণ করতে পারেননি। এঁদের মধ্যে ফেদেরিকো কিয়েসা এখন পর্যন্ত চারটি ম্যাচে খেলেছেন। বাকি চার ম্যাচের একটিতে মাঠে নামলে পদক পাওয়ার যোগ্য হবেন তিনি। ভিতেজলাভ ইয়ারোস খেলেছেন একটি ম্যাচ। পদক পেতে হলে তাঁকে বাকি চার ম্যাচেই মাঠে নামতে হবে। বাকিরা কেউ লিগে কোনো ম্যাচই খেলেননি। শেষ চার ম্যাচের পর এঁদের দু-একজন সরাসরি পদকপ্রাপ্তদের তালিকায় ঢুকতেও পারেন। নইলে তাঁদের অপেক্ষায় থাকতে হবে ক্লাব তাঁদের পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেয় কি না।

ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাহত্রে! খেলবেন টেস্ট-ওডিআই

মুম্বই, ২৯ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। গত রাতে রাজস্থান রয়্যালসের হোম ম্যাচ ছিল। খাদের কিনারায় থাকা রাজস্থান দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে নেট রান রেটও বাড়িয়ে নিয়েছে। গুজরাট টাইটান্সের মতো ছন্দে থাকা দলের বিরুদ্ধে বিশাল স্কোর তাড়া করেছে রয়্যালস। আর এই ম্যাচেই বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন দুই তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সওয়াল। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় বৈভব। মাত্র ১৪ বছর বয়স। এ মরসুমের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি করেন। সেখানেই থামেননি। ৩৫ বলে সেঞ্চুরি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েছেন। সেই বৈভব এ বার ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ডে খেলতে যাবেন! আইপিএল শেষে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারতের সিনিয়র দল। তেমনই ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলও ইংল্যান্ডে যাবে। সেই টিমের সঙ্গে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বৈভব সূর্যবংশী এবং আয়ুষ মাহত্রের মতো ক্রিকেটারদের। বৈভব সদ্য আইপিএলে অভিষেক করলেও এর আগে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে খেলেছেন। তেমনই আয়ুষ মাহত্রেও। দ্বিতীয় জন আইপিএলে শুরুতে টিম পাননি। চেন্নাই সুপার কিংস ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে যাওয়ার পর আয়ুষকে নেওয়া হয়। চেন্নাইয়ের জার্সিতে খেলেওছেন। এ বার ইংল্যান্ড সফরে বাড়তি নজর থাকবে। ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল ইংল্যান্ড সফরে পাঁচটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে। ২৭ জুন থেকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। দুটি টেস্ট টেস্ট রয়েছে। ম্যাচ দুটি হবে চেমসফোর্ডে। প্রথম ম্যাচ ১২-১৫ জুলাই ও দ্বিতীয় ম্যাচ ২০-২৩ জুলাই। তার আগে নজর থাকবে আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলোতে ১৭ বছরের আয়ুষ মাহত্রে এবং ১৪ বছরের বৈভব

কেমন পারফর্ম করেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে বৈভবের ৩৮ বলে ১০১ রান করায় মুগ্ধ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। এতটাই মুগ্ধ যে বৈভবের জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। কী সেই পুরস্কার? গুজরাটের বোলিং ইউনিটকে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং দিয়ে এককথায় গুঁড়িয়ে দেন বৈভব। শেষে প্রসিধ কৃষ্ণার ইয়র্কারে ইনিংস শেষ হয় বৈভবের। তবে ডু-অর-ডাই ম্যাচে রাজস্থানকে প্রয়োজনীয় দু'পয়েন্ট পেতে বৈভবের অবদান বিশাল। ওই রেকর্ড ব্রেকিং ইনিংসেই মুগ্ধ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারও। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে বৈভবকে শুভেচ্ছা জানান নীতিশ কুমার। এবং সেখানেই তিনি বৈভবের জন্য ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। পোস্টটিতে তিনি লিখেছেন, 'বিহারের বৈভব সূর্যবংশীকে অনেক শুভেচ্ছা। আইপিএলের সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন হয়েছেন বৈভব। কঠোর পরিশ্রম ও ট্যালেন্ট ওকে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন আশা হিসেবে তুলে ধরেছে। ২০২৪ সালে বৈভব এবং ওর বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন আমি ওকে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছিলাম। আজকের দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর ফোন করে অভিনন্দনও জানিয়েছি। বৈভবকে ওর পারফরম্যান্সের জন্য সরকারের তরফ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কারও দেওয়া হবে। আমি কামনা করি যেন বৈভব ভারতীয় দলের হয়ে অনেক রেকর্ড বানাবে এবং দেশের হয়ে গৌরব বয়ে আনবে।'

প্রতীকার রেকর্ডে প্রোটিয়া বধ হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৯ এপ্রিলঃ টানা পাঁচ ম্যাচে অর্ধশতরান করে কিংবদন্তি মিতালি রাজকে ছুঁলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নতুন তারা প্রতীকা রাওয়াল। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে আর কোনও ভারতীয় এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। যদিও মিতালি বিশ্বের একমাত্র ব্যাটার হিসাবে পরপর সাতটি একদিনের ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। মঙ্গলবার কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ২৪ বছর বয়সি প্রতীকা এই কৃতিত্ব গড়লেন। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে নেমেছিল ওমেন ইন ব্লুজ। প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর এদিনও জিতল হরমনপ্রীত ব্রিগেড। আর এদিনই এই নজির গড়লেন প্রতীকা। ভারতের এই তরুণ প্রতিভা তাঁর কেরিয়ার শুরুতেই চমকে দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক হয় তাঁর। সেই ম্যাচে তিনি করেন ৪০ রান। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচেই করেন ৭৮ রান। সেখানেই থেমে যায়নি তাঁর ব্যাট। প্রতিটা ম্যাচেই হাফসেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। মিতালি রাজ ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা সাতটি অর্ধশতরান করেছিলেন ২০১৭ সালে। ২০২১ সালেও মিতালি আবার টানা পাঁচটি অর্ধশতরান করেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন শার্লট এডওয়ার্ডসও দু'টি পৃথক সময়ে টানা পাঁচটি অর্ধশতরান করেছেন। তবে একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার এলিস পেরি এই কীর্তি তিনবার করেছেন। মঙ্গলবার প্রেমদাসা

স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারত ছয় উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২৭৬ রান। প্রতীকা রাওয়াল (৯১ বলে ৭৮) ও স্মৃতি মন্ধানা (৫৪ বলে ৩৬) ৮৩ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন। এরপরে হারলিনের সঙ্গে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান প্রতীকা। ১৫১-২ রানে প্রতীকা আউট হওয়ার পরেই হারলিনও আউট হন। এরপরে জেমিমা (৩২ বলে ৪১) ও হরমনপ্রীত (৪৮ বলে ৪১) দলকে বড় স্কোরের পথে নিয়ে যান। ইনিংসের শেষ দিকে রিচা ঘোষ ১৪ বলে ২৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ২৭৭ রানের লক্ষ্য রাখে ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৯.২ ওভারে ২৬১ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৫ রানে জিতে ত্রিদেশীয় সিরিজের দু'টি ম্যাচেই জয় তুলে নেয় ভারত। দশ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা স্নেহ রানা।

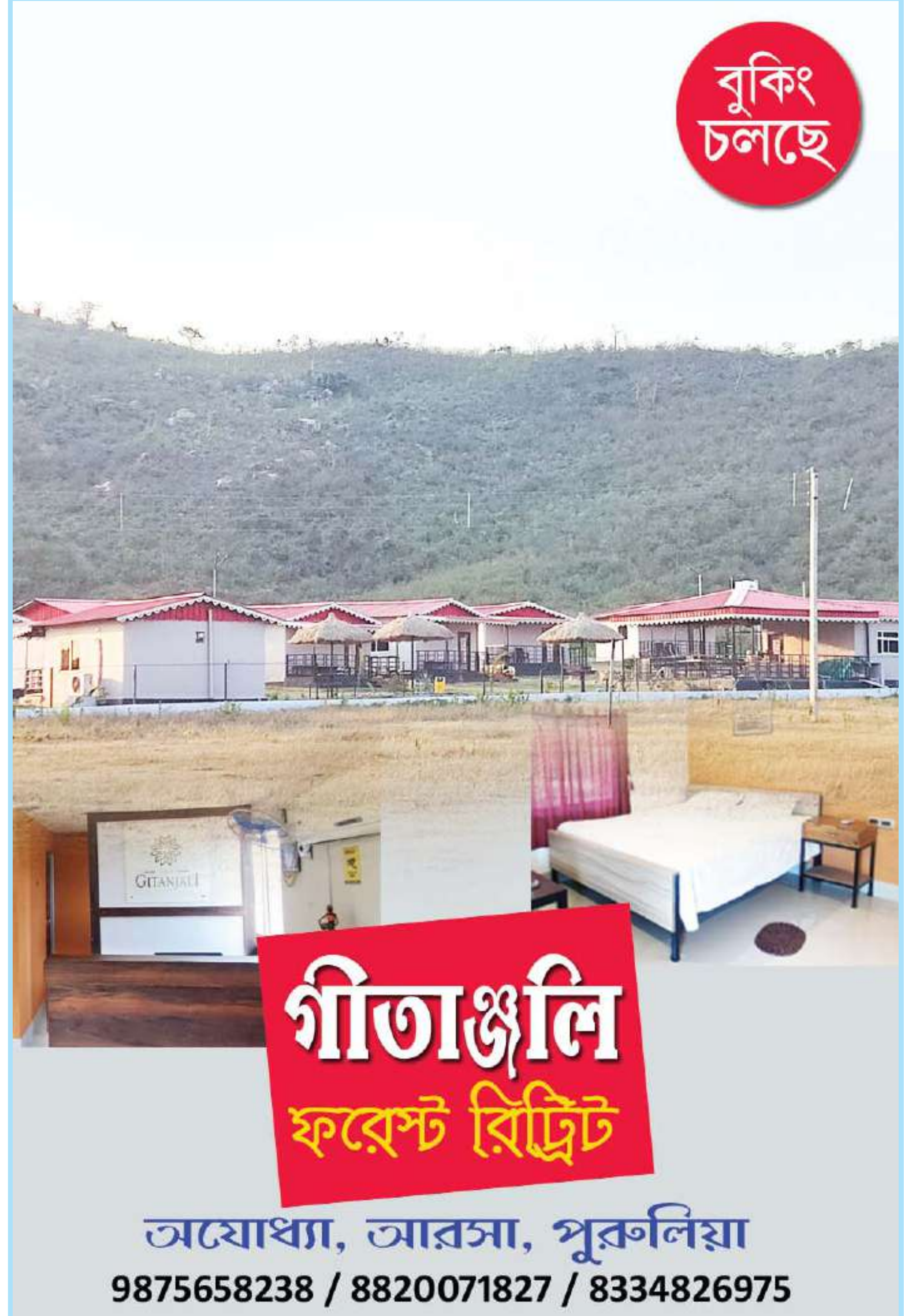

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com

সোনার ঝাড়ু ও রথযাত্রা, দিঘায় জগন্নাথধামে মমতার চমক

অক্ষয় তৃতীয়া আজ শুভক্ষণে উদ্বোধন হতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির। বুধবার আজ পর পর রয়েছে একাধিক যজ্ঞ। বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া মাহেন্দ্রক্ষণ ২০ মিনিট থাকছে। বেলা ১১ টা ১০ মিনিট থেকে ১১ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় থাকবে এই শুভক্ষণ।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোও দিঘার মন্দিরে ধ্বজা থাকবে। পুরীতে যাঁরা ধ্বজা তোলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছরের রথ শুরু হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। যে সোনার ঝাড়ু ব্যবহার করা হয়, সেটার জন্য নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচ লাখ টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে কী আছে বিশেষ?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়-

১) ২০০ একর জায়গায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

২) ৯০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যে কাজ বাকি আছে, সেটা তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। হিডকো দারুণ কাজ করেছে।

৩) জগন্নাথ দেবের কাঠ এবং পাথরের মূর্তি থাকবে।

৪) মন্দিরের প্রবেশদ্বারে থাকবে চৈতন্যদেবের মূর্তি। প্রাথমিকভাবে জগন্নাথগদেবের মাসির বাড়ির কাছে মূর্তি তৈরি করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। তবে সেই পরিকল্পনার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের সামনেই চৈতন্যদেবের মূর্তি বসানো হবে। সেই প্রবেশদ্বারের নাম হবে - 'চৈতন্যদ্বার জগন্নাথ ধাম'।

৫) মন্দিরের আশপাশ সনাতন ধর্মের লোকজনের দোকান থাকবে।

৬) কালীঘাটের প্যাঁড়ার মতো প্যাঁড়া, ক্ষীরের গজা, গুজিয়া পাওয়া যাবে।

৭) দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডে গঠন করা হয়েছে। তাতে থাকছেন মুখ্যসচিব, জেলাশাসক, সনাতন ধর্মের সভাধিপতি, ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি, পুরোহিতরা থাকছেন ট্রাস্টি বোর্ডে। নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যসচিব। কোনও রাজনৈতিক নেতা থাকবেন না।

৮) দিঘার জগন্নাথ মন্দির তৈরির জন্য এখনও পর্যন্ত ২৫০ কোটি টাকা খরচ করেছে রাজ্য সরকার। অঙ্কটা আরও কিছুটা বেশি হবে। তৈরি করতে হবে ঘাট। জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ির দিকে কাজ করতে হবে।

৯) দিঘার রথযাত্রায় থাকবেন রাধারমণ দাস। রথের দিন আসব আমি। সাধারণত আমি ইসকনের রথের অনুষ্ঠানে যেতাম। এবার দিঘায় আসব। উলটো রথে যাব ইসকন কলকাতায়।

১০) প্রথম ছয় মাস ভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ-সহ দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় খরচের ভার বহন করবে রাজ্য সরকার।

১১) দিঘার জগন্নাথ মঃিদরে আসবেন রাজ্য, দেশ, বিদেশের মানুষ আসবেন।

কী কী আচার পালিত হতে চলেছে? কী কী থাকবে মন্দির চত্বরে? দেখা যাক

- বুধবার আজ শুরুতেই যে যজ্ঞ দিঘার মন্দিরে হবে, সেখানে বিগ্রহের চারদিকে ঘেরা থাকবে সোনা, রুপো, তামার তার। সেই তিন ধাতুরই কার থাকবে প্রধান পুরোহিতের কোমরেও। এটি পুজোর বিশেষ প্রক্রিয়া। এরপর তৈরি হবে যজ্ঞকুণ্ড, কুম্ভকুণ্ড। এদিকে, মাহেন্দ্রক্ষণের ২০ মিনিটের মধ্যে দেববিগ্রহের সর্বাঙ্গে কুশস্পর্শ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এরপর শুরু হবে জগন্নাথমূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা পর্ব। জগন্নাথ দেবের সঙ্গে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রাধা কৃষ্ণেরও। রুদ্ধ দরজার ভিতরে হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সেখানে শাস্ত্রজ্ঞ, সন্ন্যাসী, সাধুরাই থাকবেন। বিশেষ এক নির্দিষ্ট সময়ে জগন্নাথদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই জগন্নাথের স্নান ও বস্ত্র পরিধানের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

- এই পর্যায়ের পর অর্পণ করা হবে ভোগ। সেখান দেবতাকে ৫৬ ভোগ অর্পণ করা হবে। দেবতাকে অর্পণ করা হবে গজা, প্যাঁড়ার সঙ্গে রসগোল্লা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অথবা আজ বিকেল ৫ টা থেকে ৫ টা ১০ মিনিটের মধ্যে হবে দ্বারোদঘাটন। তা করবেন মুখ্যমমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় তিনি করবেন দেবতার আরতি।
- রাজস্থানের গোলাপি বেলেপাথর দিয়ে মন্দির তৈরি হয়েছে। নির্মাণ কাজে রাজস্থানের অন্তত ৮০০ দক্ষ কারিগর ছিলেন। পুরীর মতো দিঘার জগন্নাথ মন্দিরেও রয়েছে লক্ষ্মীমন্দির, রয়েছে আলাদা ভোগশালা। অশ্বদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, মূল প্রবেশ দ্বার, সহ মোট ৪ দ্বার রয়েছে মন্দিরে। প্রবেশ দ্বারের সামনে রয়েছে ১৮ মুখী ৩৪ ফুট লম্বা অরুণস্তম্ভ। মাথায় রয়েছে অরুণামূর্তি।
- সিংহদ্বারে ঢুকলেই পুরীর মন্দিরের মতো দেখা যাবে জগন্নাথদেবের মূর্তি। দিঘার মন্দিরে রয়েছে ভোগমণ্ডপ, তারপর ১৬ স্তম্ভের উপরে নাটমন্দির। নাট মন্দিরের পরে ৪ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে জগমোহন। তারপর মূল গর্ভগৃহ। সেখানে সিংহাসনে থাকছেন জগন্নাথদেব, বলরাম দেব ও সুভদ্রার মূর্তি। জানা যাচ্ছে এই মূর্তি পাথরের। তবে পুজো করা হবে নিমকাঠের মূর্তিকে।দিঘার মন্দিরে ভোগ মণ্ডপ আর নাট মন্দিরের মাঝে রয়েছে গরুড় স্তম্ভ। নাট মন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে কালো ছোট ছোট দশবতারের মূর্তি। মন্দিরের গায়েও রয়েছে অসংখ্য কারুকাজ।

শুভ অক্ষয় তৃতীয় মাহাত্ম্যের সাথে দীঘার সমুদ্রবেলায় শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা

■ **ড. সুবীর মুখোপাধ্যায়**

পঞ্জিকার বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। এটি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীর কাছে একটি বিশেষ পবিত্র দিন। এই শুভ দিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসাবেও পালিত হয়। বেদব্যাস এই দিনে মহাভারতের রচনা শুরু করেন। এই দিনেই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতা যুগের সূচনা হয়। এই দিনেই রাজা ভগিরথ গঙ্গা দেবী কে মর্ত্যে আবাহন করেন। এই দিনে কুবেরের তপসায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। কুবেরের এই দিন লক্ষী লাভ হয়েছিল। তিনি হয়েছিলেন ধনকুবের। তাই এই দিনে বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার এই পূণ্য দিনে পুরী ধামে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই দিন প্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার চন্দন যাত্রা। সুগন্ধি চন্দন মাখিয়ে রথযাত্রা পর্যন্ত বিয়াল্লিশ দিনের উৎসবের শুভ সূচনা হয় এই দিনে। অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যার কোন বিনাশ নেই। বৈদিক বিশ্বাস অনুযায়ী এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভ কাজ সম্পন্ন হলে অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। কেদার বদ্রি গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী যে মন্দির ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন বন্ধ হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ার এই পূর্ণ দিনে ওই মন্দিরগুলির দ্বার খুললে দেখা যায় প্রজ্বলিত প্রদীপ আছে যা ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল। এই শুভ দিন থেকে ওই মন্দির গুলির পূজা আবার শুরু হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই মনে করেন এই শুভ দিনে অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতে স্বর্ণ, রত্ন, মাঙ্গলিক কিছু ক্রয় করলে শুভ হবে। সুখ শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এই শুভ দিনে অনেকেই নতুন গৃহে প্রবেশ করে। যাকে গৃহপ্রবেশ বলে। মানুষের বিশ্বাস এই দিনে গৃহে প্রবেশ করলে সেই গৃহে সুখ শান্তি এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কেউ কেউ নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিস গৃহে ক্রয় করে। চাল, গুড়, ডাল, নারকেল ও ঘৃত।

- **চাল-** ভারতীয় সংস্কৃতিতে চালকে গভীরভাবে সম্মান করা হয় এবং অক্ষয় তৃতীয়ার সময় চাল কেনাকাটা প্রাচুর্য নিশ্চিত করার একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়। এটি একটি প্রধান খাদ্য যা সমৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর শক্তির প্রতীক, যা এটিকে হাতের কাছে রাখার একটি দুর্দান্ত জিনিস করে তোলে।
- **গুড়-** অক্ষয় তৃতীয়ায় গুড়কে কেনাকে শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এটি মিষ্টতা এবং সৌভাগ্যের প্রতীক খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ ধর্মীয় নৈবেদ্যতে ব্যবহৃত হয় এই খাদ্য, গুড় বাড়িতে ইতিবাচকতা এবং আনন্দ নিয়ে আসে বলে মনে করা হয়।
- **ডাল-** ডাল এবং বিশেষ করে মসুর ডাল পুষ্টি এবং ভরনপোষনের সাথে জড়িত। এগুলি এই দিনে কিনলে পারিবিরিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং সারা বছর গৃহস্থের রান্নাঘরে মজুদ থাকে। যাতে খাদ্যদ্রব্য মজুদ থাকে সারা বছর গৃহে সেই জন্য এই দিন গৃহে ডাল রাখতে হয়।
- **নারকেল-** হিন্দুদের প্রতিটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারকেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অক্ষয় তৃতীয়ায় নারকেল কেনাকে বিশেষভাবে ভাগ্যবান হিসাবে দেখা হয়। এই ফল পবিত্রতা, সুরক্ষা এবং ফলপ্রসু জীবনের প্রতিশ্রুতির প্রতীক।
- **ঘৃত-** ভারতীয় বাড়িতে বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে প্রায়শই তরল সোনা নামে এই ঘৃত পরিচিত। ঘৃত হলো একটি শুভ খাবার এটি সম্পদ বিশুদ্ধতা এবং প্রাণশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে- আগামী একটি সমৃদ্ধ বছরের জন্য তাই ঘৃত অপরিহার্য উপাদান।

অক্ষয় তৃতীয়ার এই পুণ্যদিনে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক ভাবনা সাথে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দীঘার সমুদ্র সৈকতে নবনির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এই মন্দির অক্ষয় হয়ে থাকবে ভাবিকালের ইতিবৃত্ত এ। এবং অন্যতম এক তীর্থস্থানে পরিণত হবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এতগুলি শুভ কাজের যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিক সূচনা এবং তার সাথে দীঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দিরে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় বিগ্রহের অধিষ্ঠান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে এক নবতম সংযোজন।

অক্ষয় হোক দীঘার সমুদ্র সৈকতের ধারে বাংলার নবতম জগন্নাথ ধাম। শ্রীচৈতন্যের দেশে এক পরম প্রাপ্তি আমাদের।

গরমকালে ঘি খাওয়ার উপকারিতা

গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম ও ঘামের কারণে শরীর দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে ঘি খাওয়া শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। বহুদিন ধরেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘিকে সুপারফুড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শরীরকে ঠান্ডা রাখে- ঘি শরীরের ভেতরের অতিরিক্ত উত্তাপ কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, ফলে গরমের কষ্ট কিছুটা হলেও কমে।

ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করে- গ্রীষ্মকালে শরীরে জলশূন্যতা একটি সাধারণ সমস্যা। ঘি শরীরের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে, ত্বক ও চুলকে হাইড্রেটেড রাখে।

হজমশক্তি বাড়ায়- ঘিতে উপস্থিত বিউটাইরিক অ্যাসিড অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হজমের প্রক্রিয়া সহজ করে। নিয়মিত ঘি খেলে খাবার থেকে পুষ্টির শোষণ ভালো হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি- ঘিতে থাকা ভিটামিন এ,ডি, ই এবং কে শরীরের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে, যা গরমকালের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়- ঘির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়, ফলে গরমে ক্লান্তি ও দুর্বলতা কমে যায়।

কীভাবে খাওয়া উচিত-

সকালে খালি পেটে আধা থেকে এক চামচ ঘি খাওয়া সবচেয়ে উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে, ঘি যেন অতিরিক্ত পরিমাণে না খাওয়া হয়, কারণ তা ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

উপসংহার- গ্রীষ্মের দাবদাহে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে ঘি হতে পারে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের অন্যতম অংশ। তবে সবসময় পরিমিত মাত্রায় গ্রহণই স্বাস্থ্যকর।

অক্ষয় তৃতীয়া

কিছু কথা

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অক্ষয় তৃতীয়া হিসেবে পালিত হয়, এই তিথিতে বেশ কিছু ব্রত পালিত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সেগুলি করতে পারেন। অক্ষয় তৃতীয়ার উপকরণ- নতুন কাপড়, কলসি, তালপাতার পাখা ও গামছা। প্রথমে যব দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা করে ভর্তি জল ভরা কলসি, তালপাতার পাখা, গামছা বা নতুন কাপড় ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। আট বছর ধরেই ব্রত করতে হয়। লোক বিশ্বাস এই ব্রত পালনের ফলে গৃহস্থ সমস্ত সুখের অধিকারী হন এবং মৃত্যুর পরে বৈকুণ্ঠ বাসের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষক ও লোকশিল্পের কারিগররা অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত পালন করে। রজসংক্রান্তি ব্রতের আগেই এই ব্রত পালন করা হয়, এই ব্রতের বিশেষত্ব হল এই দিন প্রথম বীজ বপন করা হয় এবং এই দিন কর্ষণের শুরু। এই দিন থেকে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথের চাকা তৈরি শুরু হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে ভাগ্যদেবীর সাথী উদ্দেশ্যে পূজা প্রার্থনা করা হয়। এই দিনটি একটি শুভ দিন বলে পরিচিত, তাই এই শুভদিনে বাড়ি তৈরি, হালখাতা, পুষ্করনি বা কুয়ো খনন শুরু করা হয়। অক্ষয় তৃতীয় উপলক্ষে আরো বেশ কিছু ব্রতের কথা বলা যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য- ১) অক্ষয় কুমারী ব্রত, ২) অক্ষয় সিদুঁর ব্রত, ৩) অক্ষয় ফল ব্রত, ৪) অক্ষয় ঘট ব্রত।

- **অক্ষয় কুমারী ব্রত-**অক্ষয় তৃতীয়াতে একটি কুমারীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তাকে পিঁড়িতে বসিয়ে, পা ধুয়ে আলতা পড়ানো হয়, তারপরে লাল পাড় শাড়ি পরিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়। কপালে শ্বেত চন্দন ও সিঁদুরের ফোটা দিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে তাকে ভোজন করাতে হয়। এইভাবে চার বছর পালন করতে হয়।
- **অক্ষয় সিঁদুর ব্রত-** বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন একজন এয়োকে সিঁদুর, আলতা, পান, সুপারি, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিয়ে ব্রত করতে হয়। প্রতিবছর একজন করে এয়ো বাড়ে, অর্থাৎ প্রথম বছরে একজন, দ্বিতীয় বছরে দুজন, তৃতীয় বছরের তিনজন এবং চতুর্থ বছরের চার জন এয়ো থাকবে। এদের বাড়িতে এনে পা ধুইয়ে, মাথায় সিঁদুর পরিয়ে, নতুন শাড়ি পরিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এবং শেষে হাতে কিছু উপহার দিতে হয়। সাধারণত শাড়ি বা গামছা উপহার দেওয়া হয়। এভাবে চার বছর পালন করতে হয়।
- **অক্ষয় ফল ব্রত-** অক্ষয় তৃতীয়ায় দিন একজন ব্রাহ্মণকে আম, ডাব, কলা, বেল, ডালিম, হরিতকি প্রভৃতি পাঁচটি ফল, পৈতা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণাসহ দিতে হবে। তার ভোজনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রথম বছরে একজন, দ্বিতীয় বছরে দুজন, তৃতীয় বছরে তিনজন এবং চতুর্থ বছরে চারজন ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত থাকবেন। মোট চার বছর পালন করতে হয়।
- **অক্ষয় ঘট ব্রত-** অক্ষয় তৃতীয়ার দিন একটি মাটির কলসি অথবা ঘটে জলপূর্ণ করে তার উপরে মাটির সরাতে আমের ডাল ঘটের মুখে দিয়ে গলায় ফুলের মালা দিতে হয়। কলসি বা ঘটের গায়ে শ্বেত চন্দন ও সিঁদুরের ফোটা দিতে হবে। পাঁচ প্রকার ফল, মিষ্টান্ন, পৈতা পাখা ও পয়সা কলসির ঘাটের মুখের সরার উপর দিতে হবে। শেষে এগুলি একজন ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রথম বছরে একজন, দ্বিতীয় বছরে দুজন, তৃতীয় বছরের তিনজন এবং চতুর্থ বছরে চারজন ব্রাহ্মণকে সেটা দিতে হবে। এইভাবে চার বছর অক্ষয় ঘট ব্রত পালন করতে হয়।

বাংলার ঘরে ঘরে দেখা যায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই সমস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। তবে বেশিরভাগ নজর পড়ে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিভিন্ন ব্যবসাদারদের হালখাতা পূজা করার বিষয়টি, এই দিন বিভিন্ন মন্দিরে হালখাতা পুজোর জন্য বেশ ভিড় হয়। এভাবেই বাঙালি অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন করে।

ক্রেতা যুগের অক্ষয় তৃতীয়ায় বীরত্ব, সাহসের মূর্ত প্রতীক যোদ্ধা ও বিষ্ণুর অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঋষি পরশুরাম

পরশুরামের আবির্ভাব হয় ত্রেতা যুগে। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্য ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম ত্রেতা যুগ এবং দ্বাপর যুগে বিদ্যমান ছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি ঋষি জমদগ্নি এবং রেনুকার পুত্র ছিলেন। তাকে যোদ্ধা ঋষি হিসাবে চিত্রিত করা হয়। তার হাতে কুঠার বীরত্ব ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। তিনি কঠোর তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে পরশু (কুঠার) লাভ করেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। কথিত আছে, তিনি সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে কোঙ্কণ ও মালাবার অঞ্চলকে রক্ষা করেছিলেন।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, ভগবান পরশুরাম এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন পৃথিবী কলুষিত ছিল এবং পাপে পূর্ণ ছিল। কথিত আছে যে তিনি যজ্ঞ করে তার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে ভূমি শুদ করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে তার ত্যাগের কাজটি জমিকে শুদ্ধ করতে এবং ধর্মকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। পরশুরামের কাহিনী হেতাযুগের অন্তর্গত। পরশুরাম শব্দের অর্থ কুঠার সহ ভগবান রাম। হিন্দু পুরাণ আর বিভিন্ন মহাকাব্যে একাধিক মৃত্যুহীন ব্যাক্তির কথা বলা রয়েছে। হিন্দু পুরাণে যে কজন অমরত্বের অধিকারী হয়েছন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বর্ণময় এক চরিত্র হলেন পরশুরাম। রামায়ণ ও মহাভারতেও পরশুরামের কথা উল্লেখ রয়েছে। ঋষি জমদগ্নি ও স্ত্রী বেণুকার পাঁচ সন্তান হলেন বসু, বিশ্বাসবসু, বৃহৎ-ভানু, বৃহৎ-কথ ও পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন তাদের কনিষ্ঠ সন্তান। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, একসময় সমাজে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে যায়। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকল দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে অভিযোগ জানায়। ক্ষত্রিয়দের শায়েস্তা করার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বরে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। আবার অন্য আর এক পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, পৃথিবী স্বয়ং একটি গান্ধীর রূপ ধারণ করে বিষ্ণুর কাছে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিয়েছিলেন। তখন বিন্দু পরশুরাম হয়ে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। কথিত আছে যে তিনি যজ্ঞ করে তার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে ভূমি শুদ্ধ করেছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে তার আগের কাজটি জমিকে শুদ্ধ করতে এবং ধর্মকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে তার সকল সন্তানরা যখন বেদ-বেদান্ত চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, পরশুরামের তাতে কোনো উৎসাহই ছিল না, বরং তীর-ধনুক চালনার কৌশল শিখতেই তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন। জন্মের পর থেকেই পরশুরাম জেনে এসেছেন ক্ষত্রিয়দের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই তার জন্ম হয়েছে। অল্প বয়স থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন দাম্ভিক, রাগী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ব্রহ্মার কাছ বেশ কয়েকটি মারণাস্ত্র আদায় করে নেন। মহাদেবকে তুষ্ট করে পরশু অর্থাৎ কুঠার অস্ত্রটি লাভ করেন। সেই থেকে তার নাম হয় পরশুরাম। তার প্রকৃত নাম ছিল রাম। মহাদেবের নির্দেশে এ অস্ত্র দিয়ে তিনি অনেক অসুর নিধন করেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন এক পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাই পরশুরাম ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও কর্মে তিনি হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনিই প্রথম যোদ্ধা ব্রাহ্মণ। একজন যোদ্ধা হিসেবে তার প্রচণ্ড খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও, পরশুরামও ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ অনুসারী। পুরাণে আছে তিনি একবার তাঁর আশীর্বাদ পেতে ভগবান শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলেন। পরশুরাম জানতেন না তাঁর আগমনের আগে মহাদেব তাঁর অনুগত পুত্র গণেশকে তাঁর ঐশ্বরিক আবাসের প্রবেশদ্বার পাহারা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি গণেশকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করে বললেন, ‘হে কৈলাসের রক্ষক, আমি পরশুরাম, ভগবান শিবের একনিষ্ঠ সেবক। আমি প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রবেশ করতে চাই।’ গণেশ, তার কর্তব্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি আপনাকে জানাতে দুঃখিত যে আমার বাবা ধ্যান করার সময় কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দয়া করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, কারণ প্রভুর ধ্যান শীঘ্রই শেষ হবে।’ পরশুরাম অধৈর্য এবং ক্রোধীত হয়ে ওঠেন প্রভু দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখার জন্য। পিতার প্রতি গণেশ যে অটল ভক্তি ও কর্তব্য পালন করছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। পরশুরাম ঐশ্বরিক কুঠারটি তার মাথার উপরে তুলে গণেশের দিকে ছুঁড়ে দেন। গণেশের মুখে কুঠার আঘাত করার সাথে সাথে কৈলাসের পবিত্র ভূমিতে ঐশ্বরিক শক্তির সংঘর্ষ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এর প্রভাব ছিল গভীর, এবং এর ফলে গণেশের একটি দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। ভগবান পরশুরাম তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষমা

চাইলেন গণেশের কাছে। গণেশ, যন্ত্রণা সহ্য করেও, অসাধারণ করুণা এবং উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি পরশুরামের দিকে ফিরে সদয়ভাবে বললেন, ‘পরশুরাম, আমি বুঝতে পারছি যে কুড়ালটি আমাকে আঘাত করছে তবু কিছু বলিনি কারণ এটা আমার পিতার উপহার। পৃথিবীতে অশুভ শক্তি নির্মূল করার জন্য আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবেই, আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি।’ পরশুরাম ভারতের কোষন অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, ভগবান পরশুরাম সমুদ্র থেকে তুমি পুনরুদ্ধার করে কোঙ্কন অঞ্চলের সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান পরশুরাম রাজা কার্তবীর্য অর্জুন ও তার সেনাবাহিনীকে হত্যা করে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। এতে তিনি দুঃখ এবং অপরাধ বোধে কাবু হয়েছিলেন। তিনি তার যোদ্ধা জীবন ত্যাগ করার এবং তার কর্মের জন্য তপস্যা চরিতে সিদ্ধান্ত নেন। একটি তপস্যা হিসাবে, ভগবান পরশুরাম সমুদ্র থেকে এটি পুনরুদ্ধার করে জমি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার কুঠার বা পরশুকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে তুমি সমুদ্র থেকে উঠেছিল। এই ভূমি কোষন অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, যা ভগবান পরশুরামের তুমি বলে বিশ্বাস করা হয়। ভগবান পরশুরামকে ব্রাহ্মণ ও কোয়ান অঞ্চলের রক্ষক বলে মনে করা হয়। পরশুরাম ছিলেন কুরু পিতামহ ভীষ্ম ও কর্ণের অস্ত্রগুরু। একদা ভীষ্ম তার সৎ ভাই বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। কাশীরাজের বড় মেয়ে অস্থা জানান যে, তিনি আগে থেকে শাম্বরাজকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়ায় বিচিত্রবীর্যকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন ভীষ্ম অম্বাকে শাম্বরাজের কাছ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাম্বরাজ অস্বাকে আর গ্রহণ না করায় অস্থ্য ভীষ্মের কাছে ফিরে আসেন এবং তাকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ভীষ্ম আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা করায় তার পক্ষে অম্বাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে জানান। অম্বা তখন পরশুরামের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। পরশুরাম এসেও ভীষ্মকে এই বিয়েতে রাজি করাতে ব্যর্থ হলেন। তখন পরশুরামের সাথে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। ২৩ দিন যুদ্ধের পরও পরশুরাম ভীষ্মকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে আর কোনো ক্ষত্রিয়কে অসুশিক্ষা দেবেন না। এরপর পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে মহাদেবের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। মহাবীর কর্ণ অসুশিক্ষা লাভের জন্য পরশুরামের কাছে উপস্থিত হন। কর্ণ জানতেন যে, পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশজাত কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না। তাই কর্ণ নিজের পরিচয় গোপন করে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিতে থাকেন এবং নিজেকে একজন বড় ধনুর্বিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গুরুর কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহারের কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু একদিন পরশুরাম কর্ণের হলনার কথা জানতে পারেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে অন্তশিক্ষা লাভ করায় পরশুরাম কর্ণের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি কর্ণকে অভিশাপ দেন যে, অন্তিম মুহূর্তে কর্ণ তাঁর কাছে পাওয়া বড় বড় অস্ত্রের ব্যবহারের কৌশল ভুলে যাবেন। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রে কর্ণের করুণ মৃত্যু ঘটেছিল। লোককাহিনী অনুসারে, পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র দিয়েছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের কর্তব্যে অবহেলাকারী পাপী ও ধর্মহীন রাজাদের হতয় করে পৃথিবীর বোঝা মুক্ত করা। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ এবং রূপমন্ডনের মতো মূর্তিবিদ্যার হিন্দু সাহিত্যে তাকে ম্যাটেড তালাওয়ালা, দুই হাতে, একজন কুঠার বহনকারী একজন মানুষ হিসাবে বর্ণনা করে। অগ্নি পুরাণ অনুযায়ী পরশুরামের চার হাতে তার কুঠার, ধনুক, তীর এবং তলোয়ার বহন করে তার মূর্তিকে। চিত্রিত করেছে। ভাগবত পুরাণ তার মূর্তিকে বর্ণনা করে চার হাত বিশিষ্ট, তার কুঠার, ধনুক, তীর এবং যোদ্ধার মতো একটি ঢাল বহন করে। একজন যোদ্ধা হলেও তার মূর্তিটি একটি কু।াল হাতে উপবিষ্ট। ঋষি কশ্যপকে পরশুরাম পৃথিবী দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে ভগবান পরশুরাম ২১ বার সমস্ত ক্ষত্রিয় এবং রাজাদের গ্রহ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ঋষি কশ্যপের সাহায্যে তিনি একটি যজ্ঞ করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল দান করেন। পরশুরাম। হলেন শক্তি, সাহস এবং ধার্মিকতার প্রতিনিধিত্বকারী। তিনি পাপীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং ধর্মের শিক্ষা অনুসারে তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। ভক্তরা পরশুরাম জয়ন্তীতে ভগবান পরশুরামের পুজা করে, তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এবং বিশেষ পুজার আচার পালন করে। এই দিনে, অনেকে উপবাসও করেন, পুজা শেষ হলেই উপবাস ভাঙেন। এই দিনে ভক্তরা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম অনুসরণ করার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। পরশুরাম জন্মজয়ন্তী পালনে মন্দের উপর ন্যায়ের বিজয় কেতন ওড়ে।

বাড়িতে এই জিনিসগুলি নিয়ে আসুন অক্ষয় তৃতীয়াতে! পাবেন সম্পদের দেবীর কৃপাও

হিন্দু ধর্মে অক্ষয় তৃতীয়াকে অত্যন্ত শুভ বলে মানে করা হয়। এই দিনটির জন্য সকলেই সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন সকলে। কারণ এই দিনেই সকলেই মা লক্ষ্মী, ভগবান বিষ্ণু এবং কুবেরের পুজো করা হয়। আর এদিন দেবতার পুজো করলে তাঁদের বিশেষ কৃপা পেয়ে থাকেন সকলে। এতে জীবনের সকল কাজে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি। আর্থিক দিকেও আপনার খুব লাভ হবে। এই বিশেষ দিনে আপনি যদি এই জিনিসগুলি বাড়িতে আনেন, তাহলে আপনার জীবনে খুব শুভ সময় শুরু হবে। পাবেন মা লক্ষ্মীর কৃপাও। জানুন কোন কোন জিনিস বাড়িতে আনা খুব শুভ, জানুন।

● **শ্রী যন্ত্র-** সনাতন ঐতিহ্যে, শ্রী যন্ত্রকে দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক মনে করা হয়। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে বাড়িতে নিয়ম-কানুন মেনে শ্রীযন্ত্রের পূজা করা হয়, সেই বাড়িতে সর্বদা অর্থের ভাণ্ডার থাকে। যদি আপনার উপাসনালয়ে কোনো শ্রীযন্ত্র না থাকে, তাহলে আপনার বাড়িতে অবশ্যই শ্রীযন্ত্র নিয়ে আসা উচিত এবং এই বছর শুভ ও কল্যাণকর ফল পেতে প্রতিদিন পূজা করা উচিত।

● **হলুদ কাউরি-** ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় যে হলুদ পেনি দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে কেউ যদি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা লক্ষ্মীর প্রিয় হলুদ শাঁস কিনে বাড়িতে নিয়ে আসেন, তাহলে তিনি সোনার মতো শুভ ফল লাভ করেন।

● **বার্লি-** সনাতন প্রথায় করা পূজায় যব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের বিশ্বাস যে কেউ যদি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বার্লি কিনে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীকে নিবেদন করে, তাহলে তার আর্থিক সমস্যা শীঘ্রই দূর হয়ে যায়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যে ব্যক্তি সারা বছর যবের এই প্রতিকার করেন তার উপর দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

● **তুলসী-** সনাতন ঐতিহ্যে তুলসীকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলা হয়েছে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে বাড়িতে তুলসী গাছ থাকে, সেই বাড়ির সব ধরনের দোষ-ত্রুটি দূর হয়ে যায় এবং তাতে লক্ষ্মী ও নারায়ণ উভয়ের আশীর্বাদ হয়। এমন পরিস্থিতিতে সুখ এবং সৌভাগ্য আনতে এই অক্ষয় তৃতীয়ায় আপনার বাড়িতে একটি তুলসি গাছ নিয়ে আসুন। আপনি ইচ্ছা করলে শমীর চারা সাথে এনে আপনার বাড়িতে লাগাতে পারেন।

● **শঙ্খ-** সনাতন ঐতিহ্যে, শঙ্খকে দেবী লক্ষ্মীর ভাই হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি সমুদ্র মন্থনের সময়ও উদ্ভূত হয়েছিল। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ কামনা করেন, তার উচিত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন একটি শঙ্খ কিনে বাড়িতে আনা। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে যে বাড়িতে প্রতিদিন শঙ্খ ফুঁক দেওয়া হয়, সেই বাড়ির সমস্ত নেতিবাচক শক্তি চলে যায় এবং দেবী লক্ষ্মী সর্বদা সেখানে বাস করেন।

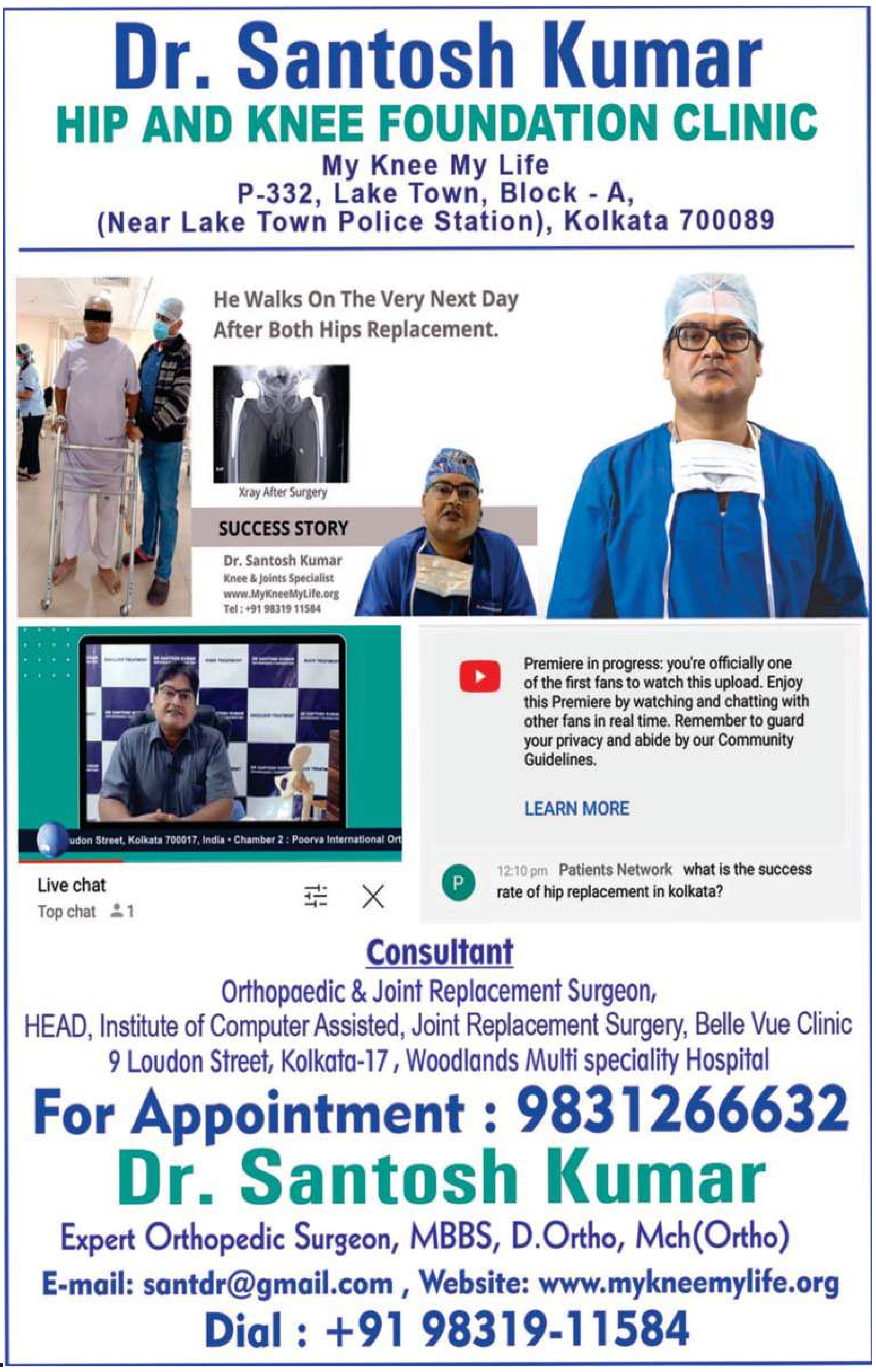

অক্ষয় তৃতীয়ায় কি ধরিত্রীতে নেমেছিলেন গঙ্গা?

এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিতে বড় বড় সব ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়। অনেক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মনে করা হয়, এদিনই গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন, গঙ্গা আসলে ব্রহ্মার মানসকন্যা এবং স্বর্গেই প্রবাহিতা ছিলেন। এক বিশেষ কারণে তাঁকে মর্ত্যে নেমে আসতে হয়। যে দিন তিনি মর্ত্যে অবতরণ করেন, সেই দিনটি ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। এমন বিশ্বাস বেশ কিছু পুরাণে লভ্য। পাশাপাশি অন্যত্র এ-ও বলা হয়, গঙ্গাবতরণ ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠ মাসে।আগে জানা দরকার গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের কাহিনি।

মহাভারতের বনপর্বে লোমশ মুনি যধিষ্ঠিরকে গঙ্গাবতরণের আখ্যান জানিয়েছিলেন। ইক্ষাকু বংশের রাজা সগর ছিলেন অপুত্রক। পুত্রকামনায় তিনি তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের বরলাভে সমর্থ হন। এর ফলে তাঁর এক স্ত্রী-র গর্ভে ৬০ হাজার ও অন্য জনের গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বেশ কিছুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের ঘোড়াটি ৬০ হাজার সগরপুত্রের দ্বারা রক্ষিত হতে হতে সমুদ্রের তীরে এসে উধাও হয়ে যায়। সমুদ্রবাসী অসুর, নাগ এবং রাক্ষসরা তাকে অপহরণ করেছে ধরে নিয়ে সগরপুত্ররা সমুদ্র খনন করে নাগ-অসুর-রাক্ষসদের নির্বিচারে হত্যা করে পাতালে পৌঁছন। সেখানে তাঁরা দেখতে পান, এক মহাতেজা ঋষি ধ্যানমগ্ন। ইনিই কপিলমুনি। তাঁর সামনেই ঘোড়াটিও বিচরণ করছিল। কপিলকে অশ্বচোর ভেবে সগরপুত্ররা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে কপিল তাঁর দৃষ্টি দ্বারা তাঁদের ভস্ম করেন।

সগরের বংশে বাতি দিতে বেঁচে রইলেন তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার গর্ভজাত পুত্র অসমঞ্জা। কিন্তু অসমঞ্জা ছিলেন পাপাচারী। সগর তাঁকে নির্বাসন দেন। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানকে

সগর তাঁর ৬০ হাজার পুত্রের করুণ পরিণতি শোনালে অংশুমান পূর্বপুরুষদের উদ্ধারে ব্রতী হন। তিনি পাতালে গিয়ে কপিলমুনির কাছে ক্ষমা চান এবং যজ্ঞাশ্ব ও পূর্বপুরুষদের মুক্তি প্রার্থনা করেন। কপিল তাঁকে অশ্ব ফিরিয়ে দেন এবং জানান, অংশুমানের পৌত্র মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এলেই তাঁর পূর্বপুরুষরা মুক্তি পাবেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ। রাজ্যলাভের পর ভগীরথ তাঁর মন্ত্রীদের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা শুরু করেন। সহস্র বছর ধরে চলে এই তপস্যা। অবশেষে গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে ভগীরথকে দেখা দেন এবং জানান, তিনি মর্ত্যে অবতরণ করতে সম্মত। কিন্তু তাঁর মতো বেগবতীকে মর্ত্যে প্রবাহিত করতে হলে বেগ স্তিমিত করা প্রয়োজন। একমাত্র মহাদেবই সেই কাজে সমর্থ।

এর পর ভগীরথ কৈলাসে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। চন্দ্রচূড় তাঁর জটাজালে জাহ্নবীকে ধারণ করতে সম্মত হন। অবশেষে গঙ্গা স্বর্গ থেকে অবতরণ করলেন। মহাদেব তাঁর জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে ধরায় প্রবাহিত হওয়ার গতিছন্দ নির্ধারণ করে দিলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ দেখিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষের ভস্মরাশির কাছে নিয়ে গেলেন। গঙ্গার স্পর্শে ৬০ হাজার সগরসন্তান উদ্ধার লাভ করলেন।

গঙ্গাবতরণের ওই দিনটি কি অক্ষয় তৃতীয়াই ছিল? অনেক কিংবদন্তি আবার জানায়, গঙ্গাবতরণ ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠ মাসে। মনে রাখতে হবে, গঙ্গা সরাসরি স্বর্গ থেকে নামেননি। তাঁকে প্রথমে নামতে হয়েছিল মহাদেবের জটায়। তার পর গতি সংবরণ করে তিনি ধরায় আসেন। সে ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত অনুমান, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই মহাদেব তাঁকে জটায় ধারণ করেন এবং জ্যৈষ্ঠে তিনি সেই জটা থেকে নেমে আসেন। এখনও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গঙ্গাস্নানের রীতি বিদ্যমান। হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র চার ধামের মধ্যে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির শীতের শেষে এই তিথিতেই পুনরায় উন্মুক্ত হয়।

গরমে কী ধরনের পোশাক পরলে আরাম পাবেন? জানুন

বৈশাখের শুরু থেকে তাপপ্রবাহে নাজেহাল মানুষ। স্কুল, কলেজ ছুটি থাকলেও অফিস-কাছারি বন্ধ নেই। ফলে কিছু সংখ্যক মানুষকে গরমের তোয়াক্কা না করে প্রায় রোজই বাইরে বেরোতে হচ্ছে। এই গরমে বাইরে বেরতে হলে পোশাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মেয়েরা ফ্যাশন নিয়ে যতটা মাথা ঘামান, সব ছেলেরা ততটা নন। মনে রাখতে হবে, এমন পোশাক বেছে নেবেন যা গরমে স্বস্তি দেবে আবার স্টাইলের সঙ্গেও আপোস করতে হবে না।

গরমে কটকটে বা গাঢ় রঙের পোশাক না পরাই বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে বেছে নিতে পারেন সাদা রঙের পোশাক। তবে রোজ তো আর সাদা শার্ট পরা যায় না। তাই হালকা রঙের মধ্যে বেছে নিতে পারেন ঘিয়ে, আকাশী, হালকা সবুজ বা হালকা বাদামি রং। যে কোনও সহনশীল রং হলেই দেখবেন ততটা অস্বস্তি হচ্ছে না। কালো ও কালচে শেডের রংগুলো বাদে যে কোনও রঙের শার্ট বা টি-শার্টই পরতে পারেন। তবে খুব ঝলমলে পোশাক দেখতে ভাল লাগবে না। কোনও পার্টি হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে আউটিং, কী রঙের পোশাক পরবেন বুঝতে না পারলে, হালকা অলিভ গ্রিন আর বাদামি রঙের জুটি পরতে পারেন। গায়ের রং যেমনই হোক না কেন, সকলকেই এই দুই রং বেশ মানায়।

আকাশি রং আর কালোর মেলবন্ধন কিন্তু সব ছেলেকেই দারুণ মানায়। অফিস হোক বা কোনও অনুষ্ঠান, আকাশি শার্টের সঙ্গে কালো জিন্স রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়।

রঙের বিষয়টা তো হল। এ বার যে দিকে নজর দিতে হবে তা হল পোশাকের কাপড়। ছেলেরা যেহেতু দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটান, তাই আরামদায়ক ফেব্রিকের কথা মাথায় রাখুন। সুতির চেয়ে আরামদায়ক কিছু হতে পারে না। লিনেনের পোশাকও পরতে পারেন। লিনেনের কাপড় দ্রুত ঘাম শুষে নেয়, হাওয়া চলাচলের জায়গা থাকে।

টাইট পোশাকের পরিবর্তে পরুন ঢিলেঢালা পোশাক। রোদে বেরনোর সময় ফুলহাতা পোশাক পরুন। অফিসে যাওয়ার সময় ব্যাগে অতিরিক্ত একটি জামা নিয়ে যান। গরমে ঘেমে ভিজে যাওয়া জামা বা বৃষ্টিতে ভেজা জামা পরে থাকবেন না। অফিসে ঢুকে জামা বদলে নিন।

ঢিলেঢালা পোশাক এখন বেশ পছন্দ করছেন ছেলেরা। অফিসে ফর্ম্যাল শার্ট-প্যান্ট পরলেও, ঘরোয়া আড্ডা বা অনুষ্ঠান, সান্ধ্য পার্টিতে ঢোলা কাঁধ বা 'ড্রপ শোল্ডার'-এর পোশাকের খুব চল। মানে নিজের মাপের চেয়ে এক সাইজ বড় (ওভার সাইজ) পোশাক এখন পরতে পারেন অনায়াসে। বলিউড তারকা থেকে মডেল- 'ওভার সাইজ' পোশাকের এখন খুব চল। ঢিলেঢালা প্যান্টও পছন্দ করছেন ছেলেরা। কার্গো প্যান্ট, ক্যাজুয়াল ট্রাউজার, চেক প্যান্ট ভালই চলছে।

অফিস ইন্টারভিউ হোক বা জরুরি মিটিং, নিশ্চিন্তে গলিয়ে নিতে পারেন 'সামার ব্লেজার'। গরমে স্যুট পরতে না চাইলে সুতির 'সামার ব্লেজার' পরতে পারেন। দেখতে ভাল লাগবে এবং আরামদায়কও। এখন বিভিন্ন ফ্যাশন শো-তে 'সামার ব্লেজার' এর প্রদর্শন হয়। নামী ব্র্যান্ডের শো রুমে বা শপিং মলে গেলে পেয়ে যাবেন। হালকা রং দেখে কেনাই ভাল।

টুকটাক বাইরে বেরোচ্ছেন বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, দোকানবাজারে যাওয়ার সময়ে শর্টস গলিয়ে নিন।

গণেশের ভাঙা দাঁত থেকে মহাভারত, অক্ষয় তৃতীয়ায় মিলছে রহস্যের সূত্র

শিরোনামটা পড়ে যদি কারও মনে হয় এ যেন সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'-এর তিব্বত যাত্রার মানচিত্র থেকে তুলে আনা কল্পকাহিনি, তবে তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। তবে আশ্চর্যের বিষয়, অক্ষয় তৃতীয়া, মহাভারত রচনার শুরু আর গণেশের ভাঙা দাঁতের মধ্যে সত্যিই এক নিবিড় যোগ রয়েছে- কমপক্ষে লোককথা ও পুরাণ সেই কথাই বলে। শ্রী গণেশের বসার ভঙ্গি এবং প্রতিটি অঙ্গের নাকি এক-একটা অর্থ রয়েছে। কথিত রয়েছে, গণপতির ছোট ছোট চোখ দৃঢ় মনসংযোগের প্রতীক। তাঁর শুঁড় মানুষকে নমনীয় হতে এবং ভুঁড়ি জীবনকে উপভোগ করতে শেখায়। গণেশের বসার ভঙ্গির মধ্যেও নাকি একটা গভীর অর্থ রয়েছে। গণপতি এক পা ভাঁজ করে এবং অন্য পা মাটিতে রেখে বসেন। তাঁর বসার এই ভঙ্গি মানুষকে শেখায়, যতই উন্নতি হক, পা যেন মাটিতেই থাকে। এবার সিদ্ধিদাতার এক দাঁত ভাঙা থাকার কারণ জানান যাক। ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতের আদিপর্বে শৌনক মুনির আশ্রমে সৌতি মুনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। সৌতি রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে ফিরছিলেন। সেখানে তিনি বৈশম্পায়নের মুখ থেকে মহাভারত-কথা শ্রবণ করেন। শৌনকের অনুরোধে সৌতি সেই কাহিনি শোনাতে শুরু করেন। সৌতিকথন থেকে জানা যায়, প্রজাপিতা ব্রহ্মার নির্দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত লিখনে রাজি হন। ব্যাসদেব আবার কুরুবংশের সাতটি প্রজন্মকে দেখেছেন এবং নিজেও এই ইতিহাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। ফলে ঘনিয়ে ওঠা মহাকাব্যটির আকার-আয়তন কী দাঁড়াবে, তা তিনি ভালই জানতেন। সে কারণে ব্যাস ব্রহ্মার কাছে একজন লিপিকার চান। ব্রহ্মার মতে গণেশই একমাত্র, যিনি ওই মহাকাব্যকে কলমে ধরে রাখতে পারবেন। গণপতিকে লিপিকার হওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, লিপিকারের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু কলম তিনি থামাতে পারবেন না। ও দিকে ব্যাসদেব দেখলেন, মহাভারতের ৮ হাজার ৮ শত কূটশ্লোক তিনি ও তাঁর পুত্র শুক ছাড়া অন্য কেউ সহজে বুঝতে পারবেন না। তিনি জানালেন, গণেশও না বুঝে তাঁর শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন না। সেই ব্যবস্থাতেই চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শুরু হয় মহাভারত রচনা। ওই দিনটিই অক্ষয় তৃতীয়া। তাই যে কোনও কাজের শুভারম্ভের জন্য দিনটি বিশেষ প্রশস্ত। শুভকাজ তো শুরু হল। ব্যাস বলে যেতে লাগলেন তাঁর কাব্য। গণপতিও লিখে যেতে লাগলেন। কূটশ্লোক হৃদয়ঙ্গমের জন্য মাঝে মাঝে গণেশ খানিক শ্লথ হতেন আর ব্যাসদেবও পরবর্তী শ্লোকগুলি মনে মনে গুছিয়ে নিতেন। কিন্তু বলা আর লেখা থামত না। এক কিংবদন্তি অনুসারে, একদিন অতি দ্রুতবেগে চলছে শ্রুতিলিখন। এমন সময়ে হঠাৎ গণেশের কলম ভেঙে গেল। ও দিকে ব্যাসদেবের মুখ থেকে ক্রমাগত নিঃসৃত হয়ে চলেছে শ্লোকের পরে শ্লোক। গণপতি তাঁর লিখন না থামিয়ে নিজের একটা দাঁতকেই ভেঙে কলম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। সেই 'অক্ষয়' গজদন্তেই নাকি লিখিত হয়েছিল মহাভারতের বাকি অংশ। গণপতিও জড়িয়ে গিয়েছিলেন এই তিথির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে। তাঁর 'একদন্তা' রূপটিই সবাই দেখেন।

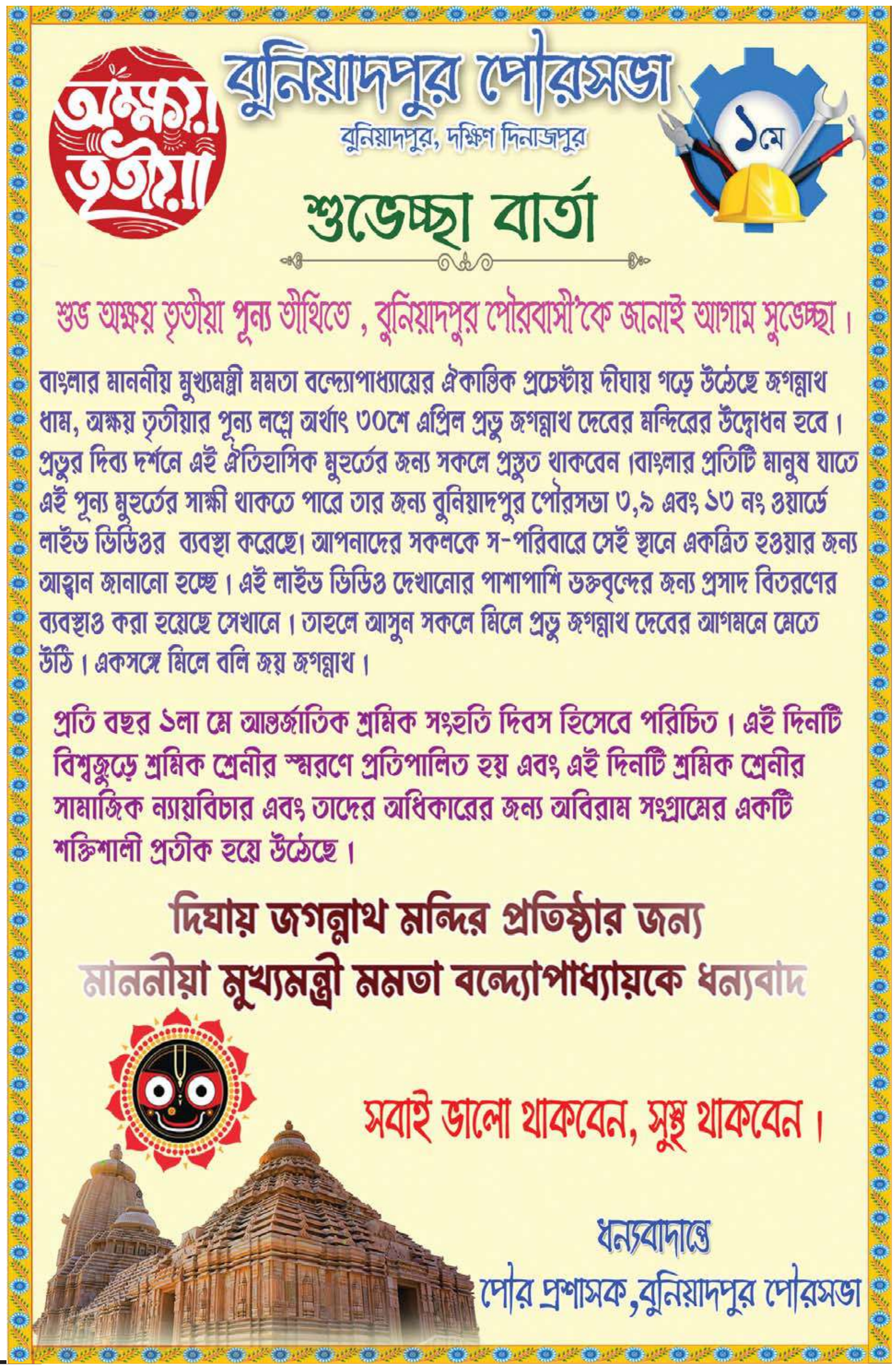

অক্ষয় তৃতীয়া কেন এত তাৎপর্যপূর্ণ?

হিন্দু ও জৈন ধর্মের বিশেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ তিথি অক্ষয় তৃতীয়া। বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিকে বলা হয় অক্ষয় তিথি। অক্ষয়তীজ্ বা পরশুরাম জয়ন্তী নামেও এই তিথি পরিচিত। অক্ষয় তৃতীয়া হলো বছরের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন। তার ওপর সেদিন সোমবার এবং রোহিণী নক্ষত্র সমাসীন হলে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বৈশাখের এই বিশেষ দিন নানাবিধ মহতী কাজের পরম্পরা শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই দিন ঘটেছিল। সেই কারণে অক্ষয় তৃতীয়ায় শুভ কর্মানুষ্ঠানে পুণ্যফল অক্ষয় হিসেবে ধরা হয়। এই তিথি কেন এত মাহাত্ম্যপূর্ণ? প্রশ্নের অবকাশ আছে। সনাতন পণ্ডিতরা মনে করেন, এই তিথিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তাই এই তিথিতে কোনো শুভ কর্মানুষ্ঠান করলে বা কারও শুভযোগ থাকলে তার পুণ্যফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখন এই তিথিতে যেসব ঘটনার পরম্পরা শুরু হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জেনে আসি-

- **সত্যযুগের শুরু**-হিন্দুদের যুগপরম্পরার প্রথমটি হলো সত্যযুগ। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, অক্ষয় তৃতীয়ায় এই যুগের শুরু হয়েছিল। এই যুগেই বিষ্ণু যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম বা কচ্ছপ, বরাহ বা শূকর, বামন এবং পরশুরামের অবতার নিয়ে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
- **পরশুরাম আবির্ভূত**-এই তিথিতেই ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতার পরশুরাম মর্ত্যে আবির্ভূত হন। চিরঞ্জীব, অমর ও অক্ষয় আয়ু নিয়ে তিনি এখনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছেন। পরশুরাম আবির্ভূত হওয়ায় এই তিথি পরশুরাম জয়ন্তী নামেও সমধিক পরিচিত।
- **মহাভারত রচনা শুরু**-অক্ষয় তৃতীয়ায় মহাভারত রচনার কাজে হাত দেন ব্যাসদেব। এই মহাভারতের অন্যতম চরিত্র অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আমাদের পার্থিব ও পারমার্থিক উন্নতির জন্য নির্দেশিকাস্বরূপ। জাতি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের সবার জন্যই আশীর্বাদস্বরূপ।
- **মা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব**-দেবী পার্বতীর আরেক রূপ মা অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হন এই তিথিতেই। অক্ষয় তৃতীয়ায় আবির্ভূতা হয়ে মহাদেবকে অন্নভিক্ষা দেন তিনি।

- **শ্রীকৃষ্ণের পরম সখার আগমন**-অক্ষয় তৃতীয়ায় দ্বারকা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে তার পরম সখা সুদামা বিপ্র দারিদ্র্যাবস্থার কথা বর্ণনা করতে আসেন। কিন্তু 'অতিথি দেবঃ ভবঃ' এবং 'ব্রাহ্মণ নিত্য পূজ্য'-এই জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্র সুদামাকে যে আতিথেয়তা করেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে সুদামা আর সে কথা বর্ণনা করতে পারেননি।
- **দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ**-দুর্যোধনের নির্দেশে এই তিথিতেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেন দুঃশাসন। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেন পাণ্ডব-পত্নী।
- **পাণ্ডবদের অক্ষয়পাত্র দান**-পাণ্ডবরা যখন বনবাসে ছিলেন, তখন সূর্যদেব তাদের অক্ষয়পাত্র দান করেছিলেন। তাদেরকে যে তিথিতে এটা দান করা হয়েছিল, তা অক্ষয় তৃতীয়া ছিল। এই পাত্রের বৈশিষ্ট্য হলো-এক থালা অন্ন দ্রৌপদীর আহার গ্রহণের আগে পর্যন্ত যতজন উপস্থিত থাকতো তাদেরকে খাওয়ানো সম্ভব ছিল।
- **কুবেরের স্বর্গের ধনসম্পদ লাভ**-দীর্ঘকাল তপস্যা করে এই তিথিতেই মহাদেবের প্রসন্নতায় স্বর্গের ধনসম্পদ লাভ করেন কুবের।
- **শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নির্মাণ শুরু**-অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নির্মাণকাজের শুভ সূচনা হয়। ভক্তবসল জগন্নাথদেব ভক্ত দর্শনের জন্য রথযাত্রা করেন। আর ভক্তদের প্রতিও তার অক্ষয় কৃপা এই যে, স্বয়ং ভগবান মন্দির থেকে পথে তাদের দর্শনসুখ দিতে আসেন।

কেন পালন করবেন অক্ষয় তৃতীয়া, কেন এই তিথিকে মানা হয় এত শুভ, জেনে নিন তার কারণ

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কয়েকদিন আগেই গিয়েছে পয়লা বৈশাখ। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথিতে পালিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া। শুক্লপক্ষের এই তৃতীয় তিথি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। 'অক্ষয় তৃতীয়া'। এর মধ্যে 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ হল, যার ক্ষয় নেই। বলা হয়, এইদিন আপনি যা দান করবেন, তার অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। যে সকল পুণ্য কর্ম করবেন, তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই কারণে এই দিন নানা প্রকার শুভ কাজ করার বিধান শাস্ত্রে দেওয়া আছে। এ

নিয়ে হিন্দু ধর্মে বহু পৌরাণিক বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে যে এই দিনে ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল ও ভগবান পরশুরামের অবতার হিসেবে মর্ত্যে জন্মেছিলেন। এ দিনে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও শুভ পৌরাণিক ঘটনা ঘটেছিল, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

অক্ষয় তৃতীয়া হল চান্দ্র বৈশাখ মাসের তৃতীয় তিথি। এই বিশেষ তিথিতে অর্জিত পুণ্য বা সুকৃতির যেমন ক্ষয় নেই, তেমনই পাপেরও কোনও ক্ষয় নেই। তাই এদিন খুব সতর্কতা সহকারে দিন অতিবাহিত করা জরুরি। যেন কোন প্রকার মন্দ কর্ম না-হয়, কারও মনে কোনও কষ্ট যেন না-হয়। তাই এদিন বেশি করে হরিনাম জপ, কীর্তন, ভগবৎ ও ভক্ত সেবা করে দিন অতিবাহিত করা হয়। আমিষ আহার করা হয় না। মন্দিরে ভোগ, চন্দন, ফুল, ফল, অর্থ ইত্যাদি দান করা হয়।

যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল এই বিশেষ দিনে- ১) বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। ২) রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। ৩) গনেশ বেদব্যাসের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে মহাভারত লিখতে শুরু করেছিলেন। ৪) চন্দনযাত্রা শুরু হয়েছিল। ৫) সত্যযুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়েছিল। ৬) কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অতুল ঐশ্বর্য দান করেছিলেন। এদিনই কুবেরের লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এদিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। ৭) ভক্তরাজ সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় গিয়ে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর থেকে সামান্য চালভাজা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সব দুঃখ মোচন করেছিলেন। ৮) দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে গিয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীকে রক্ষা করেছিলেন। শরণাগতের পরিত্রাতা রূপে এদিন তিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন। ৯) পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথনির্মাণ শুরু হয়েছিল। ১০) কেদার-বদরী গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর যে মন্দির ছয় মাস বন্ধ থাকে, এইদিনেই তার দ্বার উদঘাটিত হয়েছিল।